

মাসিক

# আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। আর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখি হবে, তখন ধৈর্য ও সাহকসিকতার সাথে মোকাবেলা করো। জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে জান্নাত তরবারি সমূহের ছায়াতলে' (বুখারী হা/২৯৬৬)।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

[www.at-tahreek.com](http://www.at-tahreek.com)

২৯তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০২৬



প্রকাশক : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০



"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية  
المجلد : ٢٩ العدد : ٧ شوال وذوالقعدة ١٤٤٧ هـ / أبريل ٢٠٢٦  
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب  
تصدرها : حديث فاؤন্ডيشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)



PRESIDENT  
HOMES LTD.

# প্রেসিডেন্ট হোমস্‌ লিমিটেড

বাড়ী নং ৩১, রোড নং ৩, নিকুঞ্জ -১, ঢাকা-১২২৯।

জলসিঁড়ি আবাসনে অভিজাত্যের ঠিকানায় আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট!

প্রকৃতির স্নিগ্ধতা আর আধুনিক  
নাগরিক সুবিধার এক অপূর্ব মেলবন্ধনে

**প্রেসিডেন্ট হোমস্‌ লিমিটেড**  
**President Homes Ltd.**

নিয়ে এসেছে এক দৃষ্টিনন্দন  
আবাসন প্রকল্প।

বাস্তু ঢাকা শহরের বুকে শান্ত,  
নিরাপদ ও স্মার্ট পরিবেশে নিজের  
একটি স্থায়ী ঠিকানা খুঁজছেন?  
তাহলে আমাদের এই আধুনিক  
প্রকল্পটি আপনার জন্যই।



ফ্ল্যাট  
বিক্রয়  
চলাছে

## আমাদের প্রকল্পের বিশেষত্ব

- লোকেশন : জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে পরিকল্পিত এবং আধুনিক স্মার্ট সিটি।
- স্থাপত্যশৈলী : আধুনিক এবং শৈল্পিক ডিজাইনে তৈরি। +৯ তলা ভবন।
- সবুজ পরিবেশ : ভবনের ছাদে চমৎকার ল্যান্ডস্কেপিং এবং প্রচুর আলো-বাতাস চলাচলের সুবিধা
- নিরাপত্তা : ২৪ ঘন্টা সিসিটিভি ক্যামেরা ও প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মী।
- পার্কিং : প্রতিটি ফ্ল্যাটের জন্য পার্কিং সুবিধা।
- অন্যান্য সুবিধা : আধুনিক লিফট, জেনারেটর ব্যাকআপ এবং উন্নতমানের ফিনিশিং ম্যাটেরিয়াল।

মোবাইল : ০১৭১১৮১৭৩১৪, ০১৭১১৭২২৩০১

ISSN : 3105-4137

# আজিক আত-তাহরীক

রেজি: নং রাজ ১৬৪

"التحریر" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ	৭ম সংখ্যা	সূচীপত্র	
শাওয়াল-যুলক্বাদাহ	১৪৪৭ হি.	◆ সম্পাদকীয় :	
চৈত্র-বৈশাখ	১৪৩২-১৪৩৩ বাং	▶ মিডিয়া, মতাদর্শ ও সমাজ গঠনের লড়াই	০২
এপ্রিল	২০২৬ খৃ.	◆ প্রবন্ধ :	
সম্পাদক মঞ্জুলীর সভাপতি		▶ রিয়া : কারণ ও প্রতিকার (আগস্ট'২৫ সংখ্যার পর)	০৩
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব		-ড. নূরুল ইসলাম	
সম্পাদক		▶ হাদীছ ও সুন্যাহর মধ্যে পৃথকীকরণের চেষ্টা : একটি পর্যালোচনা -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাক্বিব	০৬
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন		▶ কিভাবে অন্তরকে মসজিদমুখী করবেন?	১৪
সহকারী সম্পাদক		-আব্দুল্লাহ আল-মার্কফ	
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম		▶ মিসওয়াকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	২২
		-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ	
সার্বিক যোগাযোগ		◆ প্রচ্ছদ রচনা :	
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া		▶ জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য : তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাতছানি	২৫
(আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩		-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন	
ই-মেইল : tahreek@ymail.com		◆ করণীয়-বর্জনীয় :	
◆ সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪		▶ বর্ষবরণ উৎসব ও বিজাতীয় সংস্কৃতির থাবা	২৭
◆ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০		-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান	
◆ হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০		◆ দিশারী :	
◆ হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০		▶ ছালাত কুছর ও জমা করার বিধান : একটি পর্যালোচনা	২৯
◆ হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১		-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম	
◆ তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩		◆ শিক্ষাজ্ঞান :	
◆ ফণ্ডওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০		▶ রোজনামাচা : লেখালেখির হাতেখড়ি	৩৬
(বিকাল ৪.০০ থেকে ৬.০০ পর্যন্ত)		-সারওয়ার মিছবাহ	
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ		◆ সাহিত্যজ্ঞান :	
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩		▶ আত্মার দিনলিপি	৩৯
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩		-মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম	
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org		◆ কবিতা :	
		▶ সুন্যাহর প্রহরী	▶ পিতা-মাতার সেবা
		▶ আহলেহাদীছ পরিচয়	৪২
		◆ স্বদেশ-বিদেশ	৪৩
		◆ বিজ্ঞান ও বিশ্বাস	৪৪
		◆ সংগঠন সংবাদ	৪৫
		◆ প্রশ্নোত্তর	৪৯

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

## মিডিয়া, মতাদর্শ ও সমাজ গঠনের লড়াই

অর্থনীতি বা রাজনীতি নয় বরং আমাদের সমাজব্যবস্থা মূলত পরিচালিত হয় চেতনা ও আদর্শের দ্বারা। যে জাতি তার আদর্শিক অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সে জাতি স্থায়ীভাবে সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণ করে। বর্তমান যুগে এই আদর্শিক সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, ইউটিউব, এক্স তথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সমূহের সবখানেই চলছে ন্যারেটিভ বা বয়ান নির্মাণের এক অদৃশ্য লড়াই। একদিকে চলছে সেক্যুলার বয়ান, যা গণতন্ত্রের নামে পাশ্চাত্যের আত্মসন, লুটতরাজ, আধিপত্যবাদ, দুর্নীতি ও অনাচারকে ‘আধুনিকতা’ বলে চালিয়ে দিতে চায়। অন্যদিকে ইসলামী আদর্শ, যা আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে সত্য ও ন্যায়ের সমাজ কায়েম করতে চায়।

জাহেলী আরবের প্রধান মিডিয়া ছিল কবিতা। ইসলামী যুগেও উভয় পক্ষে কবিতার লড়াই চলত। বিরোধীরা রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিয়ে ১৬টি মিথ্যা ন্যারেটিভ বা বয়ান তৈরি করেছিল। কিন্তু তার বিপরীতে রাসূল (ছাঃ) শক্তিশালী ঢাল এবং প্রতিরোধ ব্যুহ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন নিজের আদর্শকে। তিনি আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান অনুসরণে অবিচল ছিলেন। ফলে অচিরেই প্রচলিত শিরকী সমাজ পরিবর্তিত হয়ে ইসলামী সমাজে পরিণত হয়। অদ্যাবধি বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব চলছে। রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর এমন কোন বস্তিঘর বা তাঁবুর ঘর বর্তমানে নেই, যেখানে ইসলামের দাওয়াত প্রবেশ করেনি। আল্লাহ বলেন, ‘তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’। ‘অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহলে ওরা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে’ (আন/আম ৬/১১৫-১১৬)।

৪৭'-এর চেতনা ও মানচিত্রের উপরেই ৭১'-য়ে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। উভয় চেতনার মূলে ছিল ‘ইসলাম’। অথচ বাংলাদেশের জন্মলগ্নেই তৈরী করা হয় এক মিথ্যা বয়ান। যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিতে ইসলামকে বাদ দিয়ে পার্শ্ববর্তী আধিপত্যবাদী শক্তির চেতনা তথা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদকে যবরদস্তিভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেখানে ইসলামকে কোনােসা করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখা হয়। কে না জানে যে, ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ প্রথমে মানুষকে ইসলামের বন্ধন হ'তে মুক্ত করে। অতঃপর ‘গণতন্ত্র’ তাকে মানুষের গোলাম বানায়। অতঃপর ‘জাতীয়তাবাদ’ তাকে ধর্ম-বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলে বিভক্ত করে। অতঃপর ‘বিভক্ত কর ও শাসন কর’ এই শয়তানী নীতি তাকে স্থায়ীভাবে শোষণ ও দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ জীবনে পরিণত করে। সেখান থেকে বের হবার কোন পথ সে খুঁজে পায়না।

অথচ সূর্য-চন্দ্র, নদী-সাগর ও বায়ু প্রবাহের কল্যাণকারিতা যেমন সকল প্রাণীর জন্য সমান, ইসলামের ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, মানবিকতা এবং সামাজিক কল্যাণের শিক্ষা তেমনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর। এই অমোঘ সত্য ও বাস্তবতাকে জ্ঞান, যুক্তি ও মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরা যরুরী। এজন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিশুদ্ধ শিক্ষা, ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস এবং মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে সামনে রেখে একটি ইতিবাচক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বয়ান নির্মাণ করা আবশ্যিক। এজন্য আমাদের আদর্শিক চেতনার মূল বয়ান হ'ল ‘সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর’। ‘আমরা চাই এমনটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ’। আমরা বলেছি, ‘মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ’। আমাদের লক্ষ্য হ'ল, নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সূন্নাহের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আকীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য’।

উপরোক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চেতনা বিনির্মাণের জন্য এখন বিশেষভাবে প্রয়োজন একদল প্রশিক্ষিত, তাক্বওয়াশীল ও আল্লাহর পথের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। যারা একদিকে কুরআন ও ছহীহ সূন্নাহর জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হবেন, অন্যদিকে সমকালীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, গণমাধ্যম ও সামাজিক বাস্তবতার সাথে পরিচিত থাকবেন। তারা হবেন জ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এমন চিন্তাশীল নেতৃত্ব-যারা প্রথর দায়িত্ববোধ নিয়ে যুক্তির ভাষায় কথা বলবেন। যারা ঈমান ও নৈতিকতার বর্মে সুরক্ষিত থাকবেন। এই দলটি হবেন মাদ্রাসা-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরু করে অনলাইন প্রাটফরম পর্যন্ত সর্বত্র সক্রিয়। যারা ফেসবুক-ইউটিউবে শুধু বক্তৃতা দিবেন না, বরং তথ্য-প্রমাণসহ সেক্যুলার মিথ্যা বয়ানকে পরাজিত করবেন। এছাড়া সর্বপ্রাসী দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামও ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। আমরা সেই পথেই সমাজের তরুণ, যুবক ও সচেতন নাগরিকসমাজকে আহ্বান জানাই।

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সার্বিক সমাজ সংস্কারের আহ্বান জানায়। আমাদের রাসূল (ছাঃ)-কে ক্ষমতা ও নেতৃত্বের টোপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। সেকারণ প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও এর মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের ধারাবাহিক পদ্ধতিতেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই। বাতিলের সুসংগঠিত মিথ্যা বয়ান সমূহের বিরুদ্ধে আদর্শিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং সামাজিক সংস্কারের নিরন্তর প্রচেষ্টাই হ'ল আমাদের স্থায়ী কর্মসূচি।

অতএব বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের কর্তব্য হবে, বাতিলের চতুর্মুখী হামলার বিপরীতে ইসলামের চিরন্তন সত্যের ঝাঙাকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরা। বাতিলের সাথে আপোষ নয়, বরং বাতিলকে হক দিয়ে সর্বোত্তমভাবে মোকাবিলা করা। এই পথেই একদিন মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করবে ইনশাআল্লাহ এবং চূড়ান্তভাবে বুঝতে পারবে যে, আধুনিকতার নামে প্রচলিত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নয়, বরং ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থাই মানবজাতির চূড়ান্ত ঠিকানা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।-আমীন! (স.স.)।

## রিয়্যা : কারণ ও প্রতিকার

-ড. নূরুল ইসলাম

(আগস্ট'২৫ সংখ্যার পর)

রিয়্যা বা লৌকিকতা সং আমল বিধবৎসী এক নীরব ঘাতক। এটি আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হওয়ার অন্যতম কারণ। এ ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত দুর্লভ। কারণ রিয়্যা ক্ষণে ক্ষণে তার রং বদলায়। নিত্য-নতুন অবয়বে সামনে আসে। তথাপি প্রত্যেক রোগের যেমন ঔষধ রয়েছে, তেমনি রিয়্যা থেকে বেঁচে থাকারও উপায় রয়েছে। শায়খ সালীম আল-হেলালী বলেন, **مُرُّ وَعِلَاجُ الرِّيَاءِ مُرَكَّبٌ مِنْ عِلْمٍ وَعَمَلٍ، مُرُّ وَعِلَاجُ الرِّيَاءِ مُرَكَّبٌ مِنْ عِلْمٍ وَعَمَلٍ، لَكِنَّ عَوَاقِبَهُ أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ.** সমন্বয়ে রিয়্যার চিকিৎসা সম্ভব। এর স্বাদ তিক্ত, কিন্তু এর পরিণাম মধুর চেয়েও মিষ্টি।<sup>১</sup> অর্থাৎ রিয়্যা দূর করার জন্য মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। শুরুতে এটি কঠিন মনে হ'লেও শেষ ফল খুবই সুন্দর ও মধুর হয়। নিম্নে রিয়্যার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

### ১. রিয়্যার কারণ সমূহ অনুধাবন :

ইতিপূর্বে রিয়্যার যে সকল কারণ আলোচিত হয়েছে সেগুলো যথার্থভাবে অনুধাবন করা। যে সকল কারণ ও উপকরণ রিয়্যার দিকে ধাবিত করে সেগুলোর শেকড় উপড়ে ফেললে রিয়্যা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

### ২. আল্লাহর বড়ত্ব ও পরিচয় জানা :

মহান আল্লাহর বড়ত্ব, শক্তিমত্তা, নিরংকুশ ক্ষমতা ও একত্ববাদের জ্ঞান রিয়্যা থেকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, **وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يَرَأْ** 'যে সত্যিকারার্থে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, সে রিয়্যা বা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে না'<sup>২</sup> হাসান আল-বাছরী (রহঃ) বলেন, **السُّجُودُ يُذْهِبُ بِالْكِبْرِ، وَالتَّوْحِيدُ يُذْهِبُ بِالرِّيَاءِ** 'সিজদা অহংকার দূর করে আর তাওহীদ রিয়্যা দূর করে'<sup>৩</sup> সুতরাং বান্দা যখন জানতে পারবে, একমাত্র মহান আল্লাহই মানুষের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন, তিনিই বান্দাকে সম্মানিত ও অসম্মানিত করেন, রিযিকের হ্রাস-বৃদ্ধি করেন, তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। বান্দা যখন বিশ্বাস করবে যে, **اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا** 'সিদ্ধি অহংকার দূর করে আর তাওহীদ রিয়্যা দূর করে'<sup>৪</sup> তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন

উপকার করতে পারে না আপনার রহমত ব্যতীত'<sup>৫</sup> তখন সে তার অন্তর থেকে মানুষের ভয়কে দূরে নিক্ষেপ করবে। অনুরূপভাবে বান্দা যখন জানতে পারবে যে, আল্লাহ সর্বশোতা ও সর্বদৃষ্টা, তিনি চোখের বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তরের গোপন খবর জানেন, তখন সে লোক দেখানোর প্রবণতা পরিহার করবে এবং নিজেকে ইহসানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। **إِنَّ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ-فَإِنَّهُ يَرَاكَ،** 'তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে এই বিশ্বাস রেখ যে, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন'<sup>৬</sup>

কোন বান্দা যখন অবগত হবে এবং জানতে পারবে যে, একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য, তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয়, বড়ত্ব ও ইখলাছের বীজ বপিত হবে এবং রিয়্যার প্রবণতা হ্রাস পাবে। ইবনু কুদামা মাক্কেদেসীর ভাষায়- **فَإِذَا تَفَرَّرَ هَذَا فِي نَفْسِهِ، فَتَرَّتْ رَغْبَتُهُ فِي الرِّيَاءِ، وَأَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ بِقَلْبِهِ، فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَرْغَبُ فِيمَا يَبْصُرُهُ وَيَقِلُّ نَفْعَهُ،** 'যখন এই ভাবনা তার অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থির হয়ে যায়, তখন লৌকিকতার প্রতি তার আগ্রহ কমে যায়। সে একনিষ্ঠ মনে আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হয়। কেননা বুদ্ধিমান কখনো ক্ষতিকর এবং তুলনামূলক কম উপকারী বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয় না'<sup>৭</sup>

ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, **وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ أَخْلَصَ لَهُ وَأَعْمَالُهُ وَأَقْوَالُهُ، وَعَطَاءُهُ وَمَنْعُهُ، وَحَبُّهُ وَبُغْضُهُ. وَلَا يُعَامِلُ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ دُونَ اللَّهِ إِلَّا لِحَبْلِهِ بِاللَّهِ وَحَبْلِهِ بِالْخَلْقِ، وَإِلَّا فَإِذَا عَرَفَ اللَّهَ وَعَرَفَ النَّاسَ أَثَرَ مُعَامَلَةِ اللَّهِ عَلَى مُعَامَلَتِهِمْ،** 'যে আল্লাহর সত্যিকার পরিচয় লাভ করেছে, সে তার কথার, কাজ, দান, বিরত থাকা, ভালোবাসা ও ঘৃণা সবকিছুই আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে সম্পাদন করে। শ্রুষ্টি ও সৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই মানুষ শ্রুষ্টিকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির সাথে লেনদেন করে। নচেৎ যদি সে আল্লাহ ও মানুষকে সঠিকভাবে চিনত, তবে সে মানুষের সাথে লেনদেনের চেয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককেই অগ্রাধিকার দিত'<sup>৮</sup>

### ৩. গোপন আমল :

লৌকিকতা দূর করার মহৌষধ হচ্ছে নিজের আমলকে গোপন করা। ইবনু কুদামা মাক্কেদেসী যথার্থই বলেছেন, **وَمِنْ الدَّوَاءِ النَّافِعِ أَنْ يَعُوذَ نَفْسَهُ إِخْفَاءَ الْعِبَادَاتِ، وَإِعْلَاقَ الْأَبْوَابِ دُونَهَا، كَمَا تُعْلَقُ الْأَبْوَابُ دُونَ الْفَوَاحِشِ، فَإِنَّهُ لَا دَوَاءَ لِلرِّيَاءِ، مِثْلَ إِخْفَاءِ الْعَمَلِ،**

১. সালীম আল-হেলালী, আর-রিয়্যা, পৃ. ৬১।

২. ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ. ১১৬।

৩. ইবনু আবিদ দুনিয়া, আত-তাওয়াজু, পৃ. ২৭৩; ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, মিকতাহ দারিস সা'আদাহ, পৃ. ৪২।

৪. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/৯৬২।

৫. বুখারী হা/৫০।

৬. মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২২।

৭. মাদারিজুস সালিকীন ১/৭৩।

নফসকে অভ্যস্ত করা এবং সেগুলোর উপর দরজা বন্ধ রাখা রিয়া দূর করার একটি উপকারী ঔষধ। যেমনভাবে সকল অশ্লীলতার দরজা বন্ধ রাখা হয়। কারণ লৌকিকতার চিকিৎসায় আমল গোপন করার মতো কার্যকর কোন ঔষধ নেই।<sup>১৮</sup>

গোপনে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে অধিক পরিমাণে নেকীর কাজ এবং ইবাদত করা রিয়া থেকে বাঁচতে সহায়তা করে। যেমন- তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা, গোপনে দান-ছাদাকা করা, নিভতে-নির্জনে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা, নফল ছালাত বাড়ীতে আদায় করা, অনুপস্থিত মুসলিম ভাইয়ের জন্য দো‘আ করা ইত্যাদি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ, ‘যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা কতই না উত্তম! আর যদি তা গোপনে কর ও অভাবীদের প্রদান কর, তবে তোমাদের জন্য সেটাই উত্তম’ (বাক্বারাহ ২/২৭১)।

এখানে প্রকাশ্যে দানের উপর গোপনে দানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রকাশ্যে দান করলে অনেক সময় দানশীল ভাবার ব্যাধি দাতার অন্তরকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। কিন্তু গোপনে দান করলে রিয়ার ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকা যায়। তাছাড়া ‘গোপন দান আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে’।<sup>১৯</sup> গোপনে দানকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিশেষ ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে।<sup>২০</sup> এমনকি গোপনে নির্জনে নফল ছালাত আদায় প্রকাশ্যে মানুষের সামনে আদায়ের চেয়ে পঁচিশবার আদায়ের মতো মর্যাদাপূর্ণ।<sup>২১</sup>

### ৪. মুখলিছ ও মুত্তাকী বান্দাদের সাহচর্য লাভ :

সৎ সঙ্গ মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদীছে সৎ সঙ্গীকে সুগন্ধি বিক্রেতার সাথে তুলনা করা হয়েছে।<sup>২২</sup> সেজন্য আমাদের কর্তব্য হ’ল, সর্বদা সাধ্যানুযায়ী মুখলিছ ও মুত্তাকী তথা একনিষ্ঠ ও আল্লাহভীরু বান্দাদের সাহচর্যে থাকা। কারণ মুখলিছ সঙ্গী আপনার কোন কল্যাণকে নির্মূল করবে না; বরং আপনি তার থেকে উত্তম আদর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। আর রিয়াকার ব্যক্তি কামারের হাঁপরে ফুকদানকারীর মতো আপনাকে ধ্বংস তথা জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে, যদি আপনি তার কোন আদর্শ বা আমল গ্রহণ করেন। অথবা আপনি তার মধ্যে রিয়ার দুর্গন্ধ পাবেন, যা সঙ্গদোষে রিয়ার প্রতি আপনার আসক্তিই শুধু বৃদ্ধি করবে।

১৮. মুখতাছার মিনহাজুল কাছিদীন, পৃ. ২২৩।

১৯. মুসলিম হা/২৯৬৫।

২০. ছহীছুল জামে’ হা/৩৭৬০।

২১. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।

২২. ছহীছুল জামে’ হা/৩৮২১।

২৩. বুখারী হা/২১০১।

### ৫. রিয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা :

রিয়া দুনিয়াবী জীবনে মানুষের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। বরং রিয়াকারের প্রতি মানুষের ঘৃণা ও ক্রোধ জন্ম নেয়। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْعَمَلَ الْحَسَنَ فِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ، أَوْ الْعَمَلَ لَأَيْرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، فَيَقَعُ لَهُ الْمَقْتُ وَالْعَيْبُ عِنْدَ النَّاسِ حَتَّى يَكُوْنَ عَيْبًا، وَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ الْعَمَلَ أَوْ الْأَمْرَ يَكْرَهُهُ النَّاسُ يُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، فَيَقَعُ لَهُ الْمَقْتَةُ (أَي الْمَحَبَّةُ) وَالْحُسْنَ عِنْدَ النَّاسِ. মানুষের চোখে ভালো কাজ করে অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কোন কাজ করে, তখন মানুষের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা এবং দোষারোপ সৃষ্টি হয়। এমনকি সেটি তার জন্য দোষ হয়ে দাঁড়ায়। আবার কখনো সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার নিমিত্তে এমন কোন কাজ করে যা মানুষ অপসন্দ করে, তখন তার প্রতি মানুষের অন্তরে ভালোবাসা এবং সুধারণা সৃষ্টি হয়।<sup>২৪</sup> আসমাঈ বর্ণনা করেছেন, এক বেদুঈন দীর্ঘ করে ছালাত আদায় করল। তার পাশে একদল লোক ছিল। তারা তার ছালাতের প্রশংসা করে বলল, مَا أَحْسَنَ صَلَاتِكَ ‘তোমার ছালাত কতই না সুন্দর’। তখন বেদুঈনটি প্রশংসায় গদগদ হয়ে ছালাত ছেড়ে দিয়ে বলল, আমি ছিয়ামও রেখেছি। তখন অন্য এক বেদুঈন তার এ কথা শুনে বলল,

صَلَّى فَأَعَجَبَنِي وَصَامَ فَرَأَيْتِي نَحَّ الْقُلُوصَ عَنِ الْمَصَلِّي الصَّائِمِ

‘তার ছালাত পড়া দেখে আমি মুগ্ধ হ’লাম; কিন্তু তার ছিয়াম আমাকে সন্দিহান করে তুলল।

সরিয়ে নাও তোমার ঐ উটনিকে এই মুছল্লী ও ছায়েমের কাছ থেকে’।

মাওয়াদী বলেন, فَانظُرْ إِلَى هَذَا الرَّبِيَاءِ مَا أَقْبَحَهُ وَمَا أَذَلَّهُ عَلَى، ‘তাকিয়ে দেখো এই লোকদেখানো আচরণের (রিয়া) দিকে-তা কতই না জঘণ্য! আর তা রিয়াকারের নির্বুদ্ধিতার কতই না বড় প্রমাণ’!<sup>২৫</sup> আর পরকালে আল্লাহ রিয়াকারের গোমর ফাঁস করে দিবেন এবং জনসম্মুখে তাকে লাঞ্চিত করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمِعَ سَمْعَ مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ، وَمَنْ يَرَأِي يَرَأِي اللَّهِ بِهِ (যে ব্যক্তি (নিজের ইবাদত ও নেক আমল) মানুষের কাছে প্রচার করে বেড়ায়, আল্লাহ তা‘আলাও তার (গোপন উদ্দেশ্য ও ত্রুটি) মানুষের কাছে প্রচার করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তাকেও জনসমক্ষে লাঞ্চিত করবেন (তার

২৪. ইবনু আবিদ দুনিয়া, আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়াতু, পুনর্নির্ন্যাস : ড. হালেহ আল-উছায়মীনি, পৃ. ১৬।

২৫. ইবনু আবিদ দুনিয়া, আদাবুদ দ্বীন ওয়াদ দুনিয়া, পৃ. ৯৫।

প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে দেবেন)।<sup>১৬</sup> অনুরূপভাবে জাহান্নামের আগুন প্রথম তিন শ্রেণীর ব্যক্তি তথা রিয়াকার মুজাহিদ, রিয়াকার আলেম/ক্বারী এবং রিয়াকার দানকারীর দ্বারা প্রজ্বলিত করা হবে।<sup>১৭</sup> সুতরাং রিয়া থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রিয়ার ভয়াবহ পরিণাম নিয়ে ভাবতে হবে।

#### ৬. নিয়ত নবায়ন :

রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিয়ত নবায়ন করা অত্যন্ত যত্নসহী। কারণ রিয়া প্রতিনিয়ত নিয়তের পরিশুদ্ধিতাকে তার বিষাক্ত ছোবলে নীল করতে চায়। ইখলাছের স্বচ্ছতাকে কালিমালিঙ্গ করতে সে সদা তৎপর। এজন্য মুমিন ব্যক্তি সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করবে, আমি এই আমলটি কেন করছি? কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করছি? আমি যদি নির্জনে একাকী থাকতাম, তা'হলে কি আমি এই কাজটি করতাম? ইবনু কুদামা মাকদেসী বলেন, **وَلَا تَحْتَقِرْ شَيْئًا مِنْ حَرَكَاتِكَ وَكَلِمَاتِكَ، وَحَاسِبْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبَ، وَصَحِّحْ قَبْلَ أَنْ تَفْعَلَ مَا تَفْعَلُهُ، وَانْظُرْ فِي نَبْتِكَ فِيمَا تَتَرَكُهُ أَيضًا،** 'তোমার কোন কথা বা কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। তোমার হিসাব নেওয়ার পূর্বেই তুমি নিজের হিসাব নাও তথা আত্মসমালোচনা কর এবং কোন কাজ সম্পাদন করার পূর্বে নিয়তকে বিশুদ্ধ কর। তুমি কোন নিয়তে কাজটি পরিত্যাগ করছ তাও গভীরভাবে ভেবে দেখো।'<sup>১৮</sup> যদি নিয়তের মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা'হলে একটু ভাবুন! নিয়তকে ভালোভাবে একনিষ্ঠ করে নিন। তারপর নতুন করে আমল শুরু করুন। কারণ **فَالْعَمَلُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ عَنَاءٌ، وَالنِّيَّةُ بِغَيْرِ إِخْلَاصٍ شُرٌّ** করুন। কারণ **رِيَاءٌ،** 'নিয়তবিহীন আমল পশুশ্রম' আর ইখলাছ (নিষ্ঠা) ছাড়া নিয়ত হ'ল লৌকিকতা; আর বাস্তবায়ন ছাড়া ইখলাছ হ'ল নিরর্থক।'<sup>১৯</sup> মহান আল্লাহ বলেন, **وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا،** 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্ম সমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' (ফুরক্বান ২৫/২৩)। হাবীব বিন আবু ছাবিত বলেন, **طَلَبْنَا هَذَا،** 'আমরা 'আমর আলিম, **وَمَا لَنَا فِيهِ نِيَّةٌ، ثُمَّ جَاءَتِ النِّيَّةُ وَالْعَمَلُ بَعْدَ** যখন ইলম অর্জন করেছে, তখন আমাদের নিয়তের বিশুদ্ধতা ছিল না। তারপর নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নিলাম এবং এরপরেই আমল করতে শুরু করলাম।'<sup>২০</sup> এক্ষেত্রে তাউস (রহঃ)-এর উক্তিটি প্রাধান্যযোগ্য। একবার তাঁকে বলা হ'ল, **أَدْعُ لَنَا،** 'আমাদের জন্য দো'আ করুন!' তখন তিনি বললেন, **حَتَّىٰ أَجِدَ،**

'দো'আর জন্য আমার মনকে একনিষ্ঠ করে নেই, তারপর দো'আ করব'।<sup>২১</sup>

#### ৭. মৃত্যুকে স্মরণ :

মৃত্যু ও মৃত্যুযন্ত্রণা, কবর ও তার বিভীষিকা, শেষ বিচারের দিন ও তার ঐ সকল ভয়াবহতার কথা স্মরণ করা, যা দেখে সেদিন শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে (মুযযামিল ৭৩/১৭)। মহান আল্লাহ বলেন, **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ،** **يَوْمَ الْيَوْمِ أَلَيْسَ لِكُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ،** 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই-ই হবে সফলকাম। বস্ততঃ পার্থিব জীবন খোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়' (আলে ইমরান ৩/১৮৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **أَكْثَرُوا ذِكْرًا،** 'তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারীকে অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর'।<sup>২২</sup>

মানুষ সর্বদা মৃত্যুর চিন্তায় বিভোর থাকবে এবং নিজের অন্তরকে মৃত্যুকে স্মরণের জন্য এমনভাবে অন্য সকল চিন্তা থেকে মুক্ত রাখবে, যেমন কোন ব্যক্তি বিপদসংকুল কোন প্রান্তরে বা সমুদ্রে ভ্রমণের জন্য সদা সেই সফর নিয়েই ভাবতে থাকে। ইবনু কুদামা মাকদেসী বলেন, **وَأَنْفَعُ طَرِيقٍ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ،** **أَشْكَالِهِ وَأَقْرَابِهِ الَّذِينَ مَضَوْا قَبْلَهُ، فَيَذْكُرُ مَوْتَهُمْ وَمَصَارِعَهُمْ،** 'মৃত্যুকে স্মরণের সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায় হ'ল, তার মতো এবং তার সমসাময়িক যারা পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কথা স্মরণ করা। সে তাদের মৃত্যুর কথা এবং মাটির নিচে তাদের শায়িত হওয়ার পরিণতির কথা স্মরণ করবে'।<sup>২৩</sup> ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, **السَّعِيدُ مَنْ،** 'সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করে'।<sup>২৪</sup> আবুদ্বারদা (রাঃ) বলেন, **إِذَا ذُكِرَ،** 'যখন মৃতদের কথা স্মরণ করা হয়, তখন তুমি নিজেকে তাদের একজন হিসাবে গণ্য করো'।<sup>২৫</sup> মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য বেশী বেশী কবর ভ্রমণ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবর ভ্রমণ করতে হবে। কারণ তা তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়'।<sup>২৬</sup>

(ক্রমশঃ)

১৬. বুখারী হা/৬৪৯৯।

১৭. তিরমিযী হা/২৩৮২; নাসাঈ হা/৩১৩৭।

১৮. মুখতাছার মিনহাজুল কাছেরীন, পৃ. ৩৬৩।

১৯. তদেব, পৃ. ৩৬০।

২০. ড. খালিদ আবু শাদী, দা'ওয়া দাওয়া, পৃ. ৭৬।

২১. তদেব, পৃ. ৭৫।

২২. তিরমিযী হা/২৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৮।

২৩. মুখতাছার মিনহাজুল কাছেরীন, পৃ. ৩৮৪।

২৪. মায়দানী, মাজমাউল আমছাল ১/৩৪৩।

২৫. মুখতাছার মিনহাজুল কাছেরীন, পৃ. ৩৮৪।

২৬. ইবনু মাজাহ হা/১৫৬৯।

## হাদীছ ও সুন্নাহর মধ্যে পৃথকীকরণের চেষ্টা : একটি পর্যালোচনা

- ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাক্কিব

ইসলামী শরী'আতের উৎসাতাত্ত্বিক (Epistemological) আলোচনায় অতীতকাল থেকেই 'হাদীছ' ও 'সুন্নাহ' শব্দ দু'টি সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিই ইসলামের প্রামাণ্য ভিত্তি, যা বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের নিকট সংরক্ষিত। যদিও কতিপয় বিদ্বান তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এই শব্দ দু'টির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের রেখা টানার চেষ্টা করেছেন। তবে মৌলিকভাবে দেখা যায় যে, পারিভাষিক অর্থে এ দু'টি মূলত একই বিষয়বস্তুর ভিন্ন দু'টি নাম। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাযহাবপন্থী কতিপয় বিদ্বান হাদীছ ও সুন্নাহর মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছেন, যা মূলত ছহীহ হাদীছের প্রামাণ্যতাকে সংকুচিত করে মাযহাবকে অগ্রাধিকার প্রদানেরই একটি প্রবণতা মাত্র।

মূলত সালাফে ছালেহীন ও মুহাদ্দিছগণের নিকট হাদীছ ও সুন্নাহর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রতিটি 'ছহীহ হাদীছ'ই ছিল অনুসরণীয় 'সুন্নাহ'। সুন্নাহ কোন বিমূর্ত ধারণা নয়, বরং হাদীছের মাধ্যমেই তা মূর্ত ও সংজ্ঞায়িত হয়। সুতরাং হাদীছকে বর্ণনামূলক বিষয় এবং সুন্নাহকে কেবল আমলযোগ্য বিষয় হিসাবে পৃথক করার যে প্রচেষ্টা, তা একটি বিভ্রান্তির দ্বার উন্মোচন করে। বিশেষ করে, যখন কোন স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও 'এটি কেবল হাদীছ, সুন্নাহ নয়'-এমন যুক্তিতে তাকে পাশ কাটিয়ে ব্যক্তিগত রায় বা প্রচলিত কোন ফৎওয়াকে সুন্নাহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়, তখন তা সরাসরি সুন্নাহর মূল উৎসকেই আঘাত করে।

আলোচ্য প্রবন্ধে হাদীছ ও সুন্নাহর পারিভাষিক অভিন্নতা প্রমাণ করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, সুন্নাহর অস্তিত্ব হাদীছের ওপরই নির্ভরশীল। হাদীছকে পাশ কাটিয়ে বা গুরুত্বহীন করে যারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা কিংবা প্রথাগত মাযহাবী আমলকে 'সুন্নাহ' হিসাবে চালিয়ে দিতে চান, তাঁদের দাবীর অসারতা দালীলিক ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত প্রতিটি বিশুদ্ধ বর্ণনাই দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য সুন্নাহ এবং এর বিপরীতে কোন ব্যক্তিগত ইজতিহাদ বা ফতওয়া অগ্রাধিকার যোগ্য নয়।

### মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় হাদীছ ও সুন্নাহর ব্যবহার :

অতীতকাল থেকে মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় হাদীছ ও সুন্নাহ পরস্পর সমার্থক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অর্থাৎ উভয়টি দ্বারাই রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনকে উদ্দেশ্য করা হয়।<sup>১</sup> এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সুন্নাহ তিরমিযী,

সুন্নাহ আবু দাউদ, সুন্নাহ নাসাঈ, সুন্নাহ ইবনু মাজাহ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থকে 'সুন্নাহ' নামকরণ করা হয়েছে, যা সুন্নাহ শব্দের বহুবচন।<sup>২</sup> অনুরূপ আরো কিছু উদাহরণ রয়েছে। যেমন-

(১) ইবনু ওয়াহহাব (১৯৭ হি.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি একদা জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক ইমাম মালিক (১৭৯হি.)-কে প্রশ্ন করতে শুনলাম ওয়ূর সময় পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা সম্পর্কে। তিনি বললেন যে, লোকদের জন্য এর প্রয়োজন নেই। আমি এটা ছেড়ে দিয়েছি যাতে মানুষের উপর সহজ হয়। তখন আমি বললাম, عندنا في ذلك سنة 'কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের নিকটে তো সুন্নাহ রয়েছে'। তিনি বললেন, সেটি কী? আমি তখন এ সম্পর্কিত হাদীছটি উল্লেখ করলাম।<sup>৩</sup> তিনি বললেন, إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة 'নিশ্চয়ই হাদীছটি সুন্দর, আমি ইতিপূর্বে কখনই এটি শুনিনি'। পরবর্তীতে আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হ'তে শুনেছি এবং তিনি আঙ্গুল খিলালের নির্দেশ দিতেন।<sup>৪</sup> এখানে লক্ষ্যণীয় যে, রাবী হাদীছের ক্ষেত্রে 'সুন্নাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং প্রত্যুত্তরে ইমাম মালিক তা 'হাদীছ' অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ সুন্নাহ ও হাদীছ তাদের নিকট একই ছিল। এর মধ্যে তারা কোন পার্থক্য করেননি।

(২) ইমাম আবুদাউদ (২৭৫হি.) মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর বিখ্যাত পত্রে লেখেন, فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فأعلم أنه حديث واه، 'রাসূল (ছাঃ)-এর কোন সুন্নাহ যদি তোমার কাছে উল্লেখ করা হয়, যা এই কিতাবে নেই, তবে জেনে রেখ সেটা ভিত্তিহীন হাদীছ'।<sup>৫</sup> এখানে ইমাম আবুদাউদ হাদীছ ও সুন্নাহর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

(৩) আবুবকর আল-হাযিমী (৫৮৪হি.) তাঁর নাসেখ ও মানসূখ সম্পর্কিত গ্রন্থের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, فهذا الكتاب أذكر فيه ما انتهت إلي معرفته من ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه، 'এই কিতাবে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর যে সকল হাদীছের নাসেখ ও মানসূখ

২. মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর আল-কাত্তানী 'সুন্নাহ' গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, 'হাদীছের গ্রন্থসমূহের মধ্যে কিছু গ্রন্থ রয়েছে যা 'সুন্নাহ' হিসাবে পরিচিত, যেগুলো তাদের পরিভাষায় ফিকুহী বাবসমূহ তথা ঈমান, পরিভ্রতা, যাকাত এই ধারাবাহিকতায় সজ্জিত। তাতে কোন 'মাওকুফ হাদীছ থাকে না, কেননা 'মাওকুফ' তাদের পরিভাষায় সুন্নাহ নয়, বরং হাদীছ' (আর-রিসালাহ আল-মুসাততরিফাহ (বৈরুত : দারুল বাশায়ের আল ইসলামিয়াহ), পৃ. ৩২)।

৩. আবুদাউদ, হা/১৪৮; তিরমিযী, হা/৪০; ইবনু মাজাহ, হা/৪৪৬)।

৪. ইবনু আবী হাতেম আর-রাযী, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (বৈরুত : দারুল ইহয়াইত ডুরাছ আল-আরাবী), পৃ. ১/৩২।

৫. ইমাম আবুদাউদ, রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলে মাক্কাহ (বৈরুত : দারুল আরাবিয়া), পৃ. ২৭।

১. ইবনু মানযূর (৭১১হি.) বলেন, يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة أي القرآن والحديث 'শরী'আতের দলীলের ক্ষেত্রে বলা হয় : কিতাব ও সুন্নাহ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছ' (ইবনু মানযূর, লিসানুল আরাব, পৃ. ১৩/২২৫)।

হওয়া সম্পর্কে জানতে পেরেছি তা উল্লেখ করব'।<sup>৬</sup> কিছু পরে তিনি বর্ণনা করেন, وإنما أوردنا نبذة منها ليعلم شدة اعتناء الصحابة بمعرفة النسخ والمسنوخ في كتاب الله تعالى، وسنة (এই কিতাবে) আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সূন্যাহর মধ্যে নাসেখ ও মানসূখের জ্ঞান হাছিলে ছাহাবায়ে কেরামের কঠিন গুরুত্বারোপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উল্লেখ করেছে, যেহেতু উভয়ের বৈশিষ্ট্যগত অবস্থান (আমল ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে) একই।<sup>৭</sup> এখানে তিনি প্রথম বাক্যে 'হাদীছের নাসেখ ও মানসূখ' এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'সূন্যাহর নাসেখ ও মানসূখ' উল্লেখ করেছেন, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে তিনি উভয়টি একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।

(৪) ইবনু হাজার আসক্বালানী (৮৫২হি.) হাদীছ ও খবরের মাঝে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন, قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: "الإخباري"، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: "المحدث" وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث، من غير عكس، 'বলা হয়, যিনি (রাবীদের) ইতিহাস বা অনুরূপ বিষয় চর্চা করেন তিনি হ'লেন সংবাদদাতা এবং যিনি সূন্যাহতে নববী নিয়ে কাজ করেন তিনি 'মুহাদ্দিছ'। আরও বলা হয়ে থাকে যে, উভয়ের মাঝে উমূম ও খুছূছ মুত্বলাকের সম্পর্ক অর্থাৎ সকল হাদীছই খবর কিন্তু কিছু কিছু সকল খবর হাদীছ নয়।<sup>৮</sup> এখানে তিনি প্রথম স্থানে সূন্যাহ এবং দ্বিতীয় স্থানে হাদীছ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা প্রমাণ করে তিনি উভয়কে সমার্থক মনে করতেন।

সুতরাং প্রথম যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে হাদীছ এবং সূন্যাহ সাধারণত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যদিও কতিপয় মুহাদ্দিছ উভয়ের মাঝে পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন। যেমন আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী (১৯৮হি.) বলেন, 'সুফিয়ান ছাওরী হাদীছের ইমাম, আওয়াজ্জ সূন্যাহর ইমাম এবং মালিক হাদীছ ও সূন্যাহ উভয়ের ইমাম'।<sup>৯</sup> অনুরূপভাবে ইবনু নাদীম তাঁর 'আল-ফিহরিস্ত' কিতাবে একটি গ্রন্থের শিরোনাম উল্লেখ

করেছেন, كتاب السنن بشواهد الحديث 'হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সূন্যাহসমূহের সংকলন।<sup>১০</sup> তাঁদের এমন মন্তব্যসমূহ হাদীছ ও সূন্যাহর মধ্যে ব্যবহারিক (Technical) কিছু পার্থক্য নির্দেশ করে।<sup>১১</sup> যেমন -

১. হাদীছ হ'ল তত্বীয় জ্ঞান (علم نظري) এবং সূন্যাহ হ'ল ব্যবহারিক বিষয় (أمر عملي)<sup>১২</sup> হাদীছ যখন কর্মে রূপান্তরিত হয় তখন তা সূন্যাহ হিসাবে গণ্য হয়।

২. হাদীছ হ'ল আম এবং সূন্যাহ হ'ল খাছ। হাদীছ রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কর্ম সবকিছুর সমষ্টি আর সূন্যাহ হ'ল বিশেষত রাসূল (ছাঃ)-এর কর্মের নাম। এই অর্থে হাদীছ হ'ল মতন ও সনদের সমষ্টির নাম এবং সূন্যাহ হ'ল উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কোন শারঈ মাসআলার নাম।

৩. কেবল ছহীহ ও হাসান হাদীছ দ্বারাই সূন্যাহ সাব্যস্ত হয়, কোন যঈফ বা জাল হাদীছ দ্বারা নয়। সেই কারণে হাদীছকে যঈফ বা মওযূ বলা গেলেও সূন্যাহকে তা বলা যায় না।

৪. সংখ্যাগত দিক থেকে এই পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হয়। যেমন الأعمال بالنيات ইমাম হাদীছটি প্রায় ৭০০টি সূত্র থেকে বর্ণিত হয়েছে। অথচ তা থেকে একটি সূন্যাহ সাব্যস্ত হয়। অনুরূপভাবে একই হাদীছ থেকে বহু সংখ্যক সূন্যাহও সাব্যস্ত হয়।<sup>১৩</sup>

সুতরাং উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে হাদীছ ও সূন্যাহ উভয়ের মাঝে পরিভাষাগত কিছু পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। তবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে উভয়টি একই। কেননা উভয়টিই রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনকে নির্দেশ করে।

### সমকালীন যুগে হাদীছ ও সূন্যাহর ব্যবহার :

আধুনিক যুগের কতিপয় বিদ্বান হাদীছ ও সূন্যাহকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথক করে দেখিয়েছেন এবং সূন্যাহর নতুন অর্থ উদ্ভাবন করেছেন। এ সকল বিদ্বান মনে করেন যে, ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীছ ও সূন্যাহ এক নয়। তাদের মতে, সকল হাদীছ সূন্যাহ নয়, কিন্তু সকল সূন্যাহ হাদীছ। এর ব্যাখ্যায় তারা বলেন, হাদীছ হ'ল যা রাসূল

৬. আবুবকর আল-হাযিমী, আল-ইতিবার ফিন নাসিখ ওয়াল মানসূখ মিনাল আছার (হায়দারাবাদ দেকান : দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উছমানিয়া), পৃ. ২।

৭. তদেব, পৃ. ৫।

৮. ইবনু হাজার আসক্বালানী, নুহাতুন নাযার ফী তাওযীহে নুখবাতিল ফিফকার (রিয়াদ : মাতবা'আতু ছাফীর), পৃ. ৩৫-৩৬।

৯. ইবনু আবী হাতেম আর-রাযী, আল জারহ ওয়াত তা'দীল, ১/১১৮; মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী আয-যুরক্বানী, শারহুয যুরক্বানী আলাল মুওয়াত্তা (কায়রো : মাকতাবাতুছ ছাফাফাহ আদ দ্বীনয়াহ), ১/৫৪।  
ড. রিফ'আত ফাওযী বলেন, সম্ভবত তাদের এরূপ পার্থক্য করার কারণ ছিল এই যে, তাদের কেউ কেউ সূন্যাহকে কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি, বরং ছাহাবী এবং তাবিঈদের কথা ও কর্মও এর মধ্যে शामिल করতেন (রিফ'আত ফাওযী, তাওহীকুস সূন্যাহ ফিল কারনিছ ছানী আল-হিজরী : উসুছ ওয়া ইত্তিজাহাতুছ (কায়রো : মাকতাবাতুল খানজী), পৃ. ২০)।

১০. ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ), পৃ. ২৮১।

১১. কতিপয় উছুলবিদ বলেন, সূন্যাহ হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কর্ম; আর হাদীছ হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর কথা (আব্দুল হাই লাফ্ফৌতী, য়াফরুল আমানী (বৈরুত : মাকতাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়াহ), পৃ. ২৪-২৫); আলাউদ্দীন আল-বুখারী (৭৩০হি.) প্রখ্যাত হানাফী ফক্বীহ ইমাম বাযদুতী (৪৯৩হি.) রচিত কত্র الوصول-এর একটি বাক্য

مسكنا بالسنة والحديث-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন সূন্যাহ আমভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য ও কর্ম উভয়কে शामिल করে, আর হাদীছ দ্বারা কেবল তাঁর বক্তব্যকে বুঝানো হয় (আলাউদ্দীন আল-বুখারী, কাশফুল আসরার শারহ উছুলি বাযদুতী (কায়রো : দারুল কিতাব আল-ইসলামী), ১/১৭)।

১২. ড. আব্দুল মাজীদ মাহমুদ আব্দুল মাজীদ, আল-ইত্তিজাহাতুল ফিক্বাহিয়াহ (কায়রো : দারুল উলূম), পৃ. ১৫।

১৩. আব্দুর রহমান কীলানী, আয়েনায়ে পারভিজিয়াত (লাহোর : মাকতাবাতুস সালাম), পৃ. ৫৫৪-৫৫৫।



یعنی دینی راہ، وہ راستہ جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے  
‘د্বিনের পথ, যার ওপর মুসলমানদের  
চলতে হয়’<sup>২০</sup>

(৫) আধুনিক যুগের মুনকিরে হাদীছ তথা হাদীছ অস্বীকারকারী  
জাভেদ আহমাদ গামেদী (জন্ম : ১৯৫২খ্রি.) সুন্নাহর সম্পূর্ণ  
ভিন্ন সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন, যা ইতিপূর্বে পৃথিবীর কোন  
বিদ্বানই বলেননি। তিনি বলেন, سنت سے ہماری مراد دین  
ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی تجدید  
واصلاح کے بعد اور اُس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں  
میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ قرآن میں آپ کو ملت  
ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ روایت بھی اُس کا حصہ ہے  
'সুন্নাহ থেকে আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল ইবরাহীম (আ.) থেকে  
বর্ণিত সেই সকল বিষয়সমূহ যা রাসূল (ছাঃ) কিছু সংস্কার ও  
নবায়ন এবং কিছু সংযোজনের পর নিজের অনুসারীদের দ্বীন  
হিসাবে জারী করেছিলেন। কুরআনে রাসূল (ছাঃ)-কে হুকুম  
দেয়া হয়েছে ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতকে অনুসরণের  
জন্য। সুতরাং সুন্নাহের বর্ণনাগুলি হ'ল ইবরাহীমী  
উত্তরাধিকারেরই অংশ'<sup>২১</sup> এতে তিনি মাত্র ২৬টি বিষয়কে  
সুন্নাহ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং এর মধ্যেই ইসলামী  
শরী'আতকে সীমাবদ্ধ দাবী করেছেন। তিনি বলেন, হাদীছ  
রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনকে বুঝায়। কিন্তু তা  
নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান না করায় তার দ্বারা কোন আকীদা ও  
আমল সাব্যস্ত হয় না। রাসূল (ছাঃ) তা সংরক্ষণের জন্য  
কোন গুরুত্বারোপও করেননি। হাদীছ শ্রেফ দ্বীন বোঝার  
ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে কিংবা রাসূল  
(ছাঃ)-এর 'উসওয়া হাসানা' বা উত্তম নিদর্শন পেশ করতে  
পারে। হাদীছের গণ্ডি এতটুকুই'<sup>২২</sup>

এছাড়া বাংলাদেশের বিশিষ্ট হানাফী আলেম মাওলানা আব্দুল  
মালেক (জন্ম : ১৯৬৯ খ্রি.) সহ বেশ কিছু বিদ্বানের মতে  
সুন্নাহ হ'ল সে সকল আমল যা যুগে যুগে স্থানে স্থানে উলামাদের  
মধ্যে পালিত হয়ে আসছে। যাকে তারা العمل المتوارث বা  
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসা আমল কিংবা سنت معمولیه বা  
এমন সুন্নাহ যার উপর আমল করা হয় প্রভৃতি বলে  
থাকেন।<sup>২৩</sup> এমনকি সে আমলটির সপক্ষে যদি কোন ছহীহ

হাদীছ নাও থাকে, তবুও তা আমলযোগ্য মনে করেন। তারা  
মনে করেন যে, সকল হাদীছ সুন্নাহ নয়; বরং সেই  
হাদীছগুলোই সুন্নাহ বা আমলযোগ্য হিসাবে গৃহীত হবে, যার  
উপর যুগে যুগে আমল করা হয়েছে। এভাবে তারা হাদীছ ও  
সুন্নাহকে পরস্পর থেকে পৃথক করেছেন।

#### পর্যালোচনা :

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে বোঝা যায় যে, এসকল বিদ্বান  
হাদীছকে শারঈ দলীল হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য পরবর্তী  
যুগের আমলকে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। আমরা মনে করি,  
হাদীছ ও সুন্নাহকে পৃথকীকরণের এই মত গ্রহণযোগ্য নয়।  
কয়েকটি দিক থেকে আমরা এর জবাব উপস্থাপন করতে পারি।

(১) ইসলামী আইন তথা শরী'আতের উৎস হিসাবে সুন্নাহ  
ও হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করা সালাফে ছালেহীন থেকে  
প্রমাণিত নয়। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামও এমন বক্তব্য  
প্রদান করেননি। বরং মুহাদ্দিস, উছুলবিদ এবং সকল  
মাযহাবের ফক্বীহগণ হাদীছ ও সুন্নাহকে সমার্থক হিসাবে  
ব্যবহার করেছেন।<sup>২৪</sup>

ড. ওমর ফালাতা (জন্ম ১৯৪৫খ্রি.) চমৎকারভাবে বিষয়টি  
উল্লেখ করে বলেন, 'নিঃসন্দেহে কিছু বিষয় ছিল যার ওপর  
ছাহাবীগণ এবং তাঁদের পরবর্তীগণ ঐক্যমত পোষণ  
করেছিলেন। আর তাদের এই ঐক্যমত বিষয়গুলিকে  
মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নীত করেছে। কিন্তু কিছু বিষয়ে তারা  
মতভেদও করেছেন। এ সকল মতভেদপূর্ণ বিষয়  
মুতাওয়াতির হওয়ার সুযোগ নেই। আর এই মতৈক্যপূর্ণ এবং  
মতভেদপূর্ণ বিষয় সবই হাদীছের গ্রন্থগুলিতে সংকলিত  
হয়েছে। সুতরাং সুন্নাহ দ্বারা যদি মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো  
পরিহার করে কেবল মতৈক্যপূর্ণ বিষয়গুলিই উদ্দেশ্য করা হয়  
তবে এটি একটি নতুন পরিভাষা, যা ইতিপূর্বে ছিল না। বরং  
ছাহাবীদেরকে দেখা যায় যে,

(ক) কখনও তাঁরা একটি বিষয়ে দু'টি ভিন্ন হুকুমের ক্ষেত্রেও  
সুন্নাহ শব্দটি ব্যবহার করতেন। যেমন আল-ওয়ালীদ ইবনু  
উক্বাকে মদ্যপানের দায়ে ৪০টি দোরী মারার পর আলী  
(রা.) বললেন, থাম, এটিই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি বললেন,  
جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، و جلد أبو بكر  
'রাসূল' أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي  
(ছাঃ) ৪০টি দোরী মেরেছেন, আবুবকরও ৪০টি দোরী  
মেরেছেন এবং ওমর (রা.) ৮০টি দোরী মেরেছেন। প্রতিটিই  
সুন্নাহ। তবে এটি-ই (৪০টি) আমার নিকট অধিক উত্তম'<sup>২৫</sup>

২০. তদেব, পৃ. ৬৮।

২১. জাভেদ আহমাদ গামেদী, মীযান (লাহোর : আল-মাওরিদ, ৫ম  
প্রকাশ : ২০০৯খ্রি.), পৃ. ১৪।

২২. তদেব, পৃ. ১৫।

২৩. ড. মুহাম্মাদ ইদরীস যুবায়ের, হাদীছে রাসূল (ছা.) : হাকীকাত,  
ইতিরায়াত আওর তাজযিয়াহ (ইসলামাবাদ : আল-হুদা  
পাবলিকেশন্স), পৃ. ৮৫।

২৪. ড. ওমর ফালাতা, আল-ওয়ালীদ ফীল হাদীছ (বৈরুত :  
মাকতাবাতুল গায্বালী, ১৯৮১খ্রি.), পৃ. ১/৫০-৫১; গাযী উযাইর,  
ইনকারে হাদীছ কা নায়া রূপ (লাহোর : মাকতাবা কুদ্দুসিয়াহ,  
২০০৯খ্রি.), পৃ. ১/১৪৮-১৪৯; ড. আব্দুর রউফ যাকর, উলুমুল  
হাদীছ, ফন্নী, ফিকরী আওর তারিখী মুত্বালাআ'হ (লাহোর :  
নাশরিয়াত, ২০১২খ্রি.), পৃ. ৭৮৪-৭৮৫।

২৫. মুসলিম, হা/১৭০৭।

(খ) অধিকাংশ সময়ে তাঁরা যে হুকুমটিকে প্রাধান্য দিতেন তার জন্য সুন্নাহ শব্দ ব্যবহার করতেন। যেমন আতা ইবনু রাবাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জুম'আর দিন প্রথম গ্রহরে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) আমাদের সাথে ঈদের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমরা জুম'আ আদায়ের জন্য বের হ'লাম। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) এলেন না। ফলে আমরা একাকীই ছালাত আদায় করলাম। এসময় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) তায়েফে ছিলেন। তিনি মদীনায় ফিরলে আমরা তাঁকে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, أصاب السنة 'তিনি সুন্নাহ মোতাবেক করেছেন।'<sup>২৬</sup>

(গ) কখনও হাদীছে এমন বিষয়কেও সুন্নাহ বলা হয়েছে যা সাময়িকভাবে ঘটেছে, যার ওপর কোন মুতাওয়্যাতির বা পরম্পরাভিত্তিক আমল নেই। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হ'তে বর্ণিত, একদা দু'জন ব্যক্তি সফরে ছিলেন। এমতাবস্থায় ছালাতের সময় হ'ল, কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না। ফলে তারা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলেন এবং ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর তারা ছালাতের সময়ের মধ্যেই পানি পেয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে একজন ওয়ূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করলেন, অপরজন করলেন না। অতঃপর তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) যিনি ছালাত পুনরায় পড়েননি তাকে বললেন, أصبت السنة وأجزأتك صلاتك 'তুমি সুন্নাহ মোতাবেকই আমল করেছ এবং তোমার ছালাত যথেষ্ট হয়ে গেছে'। আর অপরজনকে বললেন, لك الأجر مرتين 'তোমার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার।'<sup>২৭</sup>

এ সকল হাদীছ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সুন্নাহকে 'তাওয়্যাতুর' বা পরম্পরাভিত্তিক আমলের সাথে খাছ করে নেয়া একটি স্বতন্ত্র পরিভাষা, আর পরিভাষায় কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু যেটা অর্থ করা হয়েছে যে, এটাই বিদ্বানদের নিকট গৃহীত সুন্নাহর চিরন্তন অর্থ, তা গ্রহণযোগ্য নয়।<sup>২৮</sup>

(২) যে বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে সেটি সর্বদাই মুসলিম উম্মাহর জন্য 'হুজ্জাত' বা দলীল। সেটির নাম হাদীছ হোক বা সুন্নাহ হোক। কোন ছহীহ হাদীছ দলীল হিসাবে গৃহীত হওয়ার জন্য অন্য কারো আমলের মুখাপেক্ষী নয়। কেননা ইলম ব্যতীত কোন আমল হয় না। হাদীছ হ'ল ইলম এবং তার ভিত্তিতেই আমল প্রয়োজ্য। সুতরাং ইলমের চেয়ে আমল কখনও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হ'তে পারে না।

(৩) হাদীছের উপর আমলকে পরবর্তী প্রজন্মের আমলের সাথে শর্তযুক্ত করার মাধ্যমে হাদীছের ভূমিকাকে সংকীর্ণ করা হয়েছে। কেননা এর মাধ্যমে সুন্নাহের গণ্ডি স্বল্প সংখ্যক কিছু

আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়, যা রাসূল (ছাঃ) হ'তে মুতাওয়্যাতির সূত্রে প্রমাণিত। যেমন ছালাত, ছিয়াম, হুজ্জ প্রভৃতি ইবাদত পালনের কিছু নিয়মাবলী ইত্যাদি। অতএব নিঃসন্দেহে সুন্নাহ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য 'তাওয়্যাতুর আমালী'-এর শর্তটি একদমই নতুন, যা হাদীছের বিশাল ভাণ্ডারকে অকার্যকর করে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

(৪) সুন্নাহকে 'তাওয়্যাতুর আমালী'-এর সাথে সংযুক্ত করার এই প্রক্রিয়া বিভ্রান্তিকরও বটে। কেননা প্রথমত ছাহাবীদের যুগেই কুফা কিংবা বছরায় কোন কোন আমল চালু ছিল, যা হাদীছের বিপরীত। আবার মদীনায় এমন আমল চালু ছিল যা কুফা এবং বছরার আমলের বিপরীত। এমতাবস্থায় কোনটিকে প্রকৃত সুন্নাহ হিসাবে গ্রহণ করা হবে? কুফার আমল, না বছরার আমল, না-কি মদীনার আমল? অন্যদিকে আঞ্চলিক রেওয়াজ কিংবা হাদীছ অবগতিতে না থাকার ভিত্তিতে প্রচলিত কোন আমল কিংবা কারও ব্যক্তিগত আমলও কি সুন্নাহর মর্যাদা পাবে? আমরা মনে করি এটি নীতিগতভাবে অসিদ্ধ এবং হাদীছের মর্যাদা ও অবস্থান ক্ষুণ্ণকারী। সুতরাং ইসলামী শরী'আতের উৎস হিসাবে হাদীছই চূড়ান্ত সূত্র। যেখানেই তা পাওয়া যাক না কেন, তা অকপটে গ্রহণ করাই কর্তব্য। হাদীছকে আঞ্চলিক রেওয়াজ বা প্রথা বা কারও ব্যক্তিগত আমল দ্বারা বিচার করা নয়, বরং রেওয়াজ, প্রথা কিংবা ব্যক্তিগত আমলকেই হাদীছের নিষ্কৃতি বিচার করতে হবে।<sup>২৯</sup> এটাই সালাফে ছালেহীনের মানহাজ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের চিরন্তন নীতি।

(৫) আমলগত সুন্নাহ কি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত হয় না? হাদীছ ও সুন্নাহের বিষয়বস্তু কি পরম্পর পৃথক? দু'টি শব্দই কি একক বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত নয়? এর উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে শব্দ দু'টির উৎস ও ব্যবহার যা-ই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা একক অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে।<sup>৩০</sup> রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে সুন্নাহ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। নতুবা তিনি কেন বললেন, যে تركت فيكم

أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه، 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না, যতক্ষণ সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে; আর তা হ'ল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাহ?'<sup>৩১</sup> সুতরাং হাদীছ ও সুন্নাহর মাঝে পার্থক্যের দাবী তোলা অবাস্তব ও বিস্ময়কর।

(৬) ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন অধঃপতন কাল এসেছিল, যখন শরী'আতে কোন আমল চালু ছিল, অথচ তার সপক্ষে ছহীহ হাদীছ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল? আর ছহীহ

২৬. আবী দাউদ, হা/১০৭১, সনদ ছহীহ।

২৭. আবী দাউদ, হা/৩৩৮; নাসাঈ, হা/৪৩৩, সনদ ছহীহ।

২৮. ড. উমার ফালাতাহ, আল-ওয়ায়ুত ফীল হাদীছ, ১/৫০-৫২।

২৯. মুহাম্মাদ ইদরীস যুবায়ের, হাদীছে রাসূল (ছা.) : হাকীকাত, ইতিহাসাত আওর তাজযিয়াহ, পৃ. ৭৪।

৩০. ছুবহী ছালিহ, উলুমুল হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহ, পৃ. ১০।

৩১. মালিক ইবনু আনাস, মুওয়াত্তা মালিক (আবুধাবী, মু'আসাসাত য়ায়েদ আল নাহিয়ান, ২০০৪খ্রি.), হা/৬৭৮।

হাদীছে যে আমলের অস্তিত্ব নেই তা কি কখনও সুন্নাহ হিসাবে সাব্যস্ত হ'তে পারে?

(৭) মুজতাহিদ ইমামগণের প্রণীত শারঈ মাসআলা-মাসায়েল অধিকাংশই ছিল খবরে ওয়াহিদ বা স্বল্প সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ ভিত্তিক। ফিক্বহের কিতাবসমূহে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। তারা এসব মাসআলায় 'তাওয়াতুর আমালী' বা পরম্পরাভিত্তিক আমল শর্ত করেননি। বরং সরাসরি খবরে ওয়াহিদ হাদীছকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

(৮) যদি হাদীছ ব্যতীত 'পরম্পরাভিত্তিক আমল'-এর মাধ্যমে সুন্নাহ সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তাহ'লে ফিক্বহী মাযহাবসমূহের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হ'ল কিভাবে? কেন পরম্পর বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে যে কোন একটিকে অগ্রাধিকার প্রদানের চর্চা সৃষ্টি হ'ল? আর মুসলিম সমাজে আমলের ক্ষেত্রে এত বিভক্তিই বা কেন? সমাজে পূর্ব থেকে যে আমল ও রেওয়াজ চালু রয়েছে, সেটিই যদি মানদণ্ড হ'ত, তাহ'লে কোন মতবিরোধ থাকার কথা ছিল না। অন্ততঃপক্ষে একই মাযহাবভুক্ত ফক্বীহগণের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ হ'ত না। তবুও কেন ইমাম আবু হানীফার এক বা দুই-তৃতীয়াংশ ফৎওয়ার বিরোধিতা করেছেন তাঁর দুই একান্ত শিষ্য ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ? আর যদি সুন্নাহের ভিত্তি হাদীছ না হয়ে 'পরম্পরাভিত্তিক আমল'ই হ'ত, তবে এত বিস্তৃত আকারে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের যৌক্তিকতা কি ছিল? মুহাদ্দিছগণের শত শত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের কী অর্থ ছিল? সর্বোপরি পূর্ববর্তী কোন মুজতাহিদ ইমাম কি সুন্নাহর ভিত্তি বোঝাতে العمل المتوارث বা 'পরম্পরাভিত্তিক আমল' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন? আর যদি করে থাকেন তবে এর স্বরূপ ও বাস্তবতা কী? এ সকল প্রশ্ন থেকে একটি উত্তরই বের হয়ে আসে। আর তা হ'ল, সুন্নাহ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য 'পরম্পরাভিত্তিক আমল' মানদণ্ড নয়; বরং রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছই হ'ল মানদণ্ড।

(৯) হাদীছ ও সুন্নাহকে পৃথকীকরণের এই দৃষ্টিভঙ্গি যেমন প্রাচ্যবিদদের ধারণার সাথে মিলে যায়, তেমনি একশ্রেণীর আধুনিকতাবাদী মুসলমানের চিন্তাধারার সাথে একবিন্দুতে মিলিত হয়, যারা সুন্নাহকে ইসলামী শরী'আতের দলীল হিসাবে অস্বীকার করেন না বটে; কিন্তু তার অবস্থানকে যতদূর সম্ভব সংকীর্ণ করতে চান এবং যুগের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ব্যাখ্যার দাবী রাখে মনে করেন। এ লক্ষ্যই তারা হাদীছের ভূমিকাকে ছোট করে দেখেন এবং হাদীছ ও সুন্নাহর মাঝে পার্থক্য করেন।

(১০) সাঈদ আহমাদ পালানপুরী-এর মন্তব্যের জবাবে বলা যায় যে,

১. সুন্নাহর যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন, তা না কোন উজ্জ্বলবিদ বর্ণনা করেছেন, আর না কোন মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এই সংজ্ঞা অস্পষ্ট। কেননা 'দ্বীনের মধ্যে চলার পথ' স্বয়ং কি রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনের মুখাপেক্ষী নয়? যদি মুখাপেক্ষী হয়, তবে এই নতুন সংজ্ঞার অর্থ কি? দ্বিতীয়ত, তিনি যদি বুঝিয়ে থাকেন যে সুন্নাহ কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর আমলের নাম যা 'তাওয়াতুর আমালী' বা মুসলিম পরম্পরাভিত্তিক আমলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, তবে তাঁর বক্তব্য এবং হাদীছ অস্বীকারকারী ও প্রাচ্যবিদদের বক্তব্যের মাঝে কোন তফাৎ থাকে না। কেননা তারাও রাসূল (ছাঃ)-এর কোন কণ্ঠী বা কথ্য হাদীছের সত্যতা স্বীকার করে না।

২. তিনি বলেছেন যে, সকল হাদীছ শরী'আতের দলীল নয়, কেবল সেসকল হাদীছই দলীল যা সুন্নাহ হিসাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন হাদীছ দলীল হওয়ার জন্য এটা আবশ্যিক যে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর ওপর নিয়মিত আমল করেছেন এবং খুব কমই তা পরিত্যাগ করেছেন! অথচ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট কোন হাদীছ দলীল বা আমলযোগ্য হওয়ার জন্য নিয়মিত আমলের কোন শর্ত নেই। কেননা অনেক আমল তিনি করেছেন জীবনে একবারই, অথচ তা সুন্নাহ। সুতরাং তাঁর এই মন্তব্য সম্পূর্ণ নতুন, যার কোন ভিত্তি নেই।

৩. তিনি তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে কিছু উদাহরণ নিয়ে এসেছেন যেমন :

(ক) যে সকল হাদীছ মানসূখ হয়েছে সেগুলি সুন্নাহ নয়।<sup>৩৩</sup> এটি সঠিক উদাহরণ নয়। কেননা নসখ তো কোন হুকুমের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আর যদি তাঁর কথামতে হাদীছ দ্বারা হুকুম সাব্যস্তই না হয়, তবে তা মানসূখ হবে কীভাবে?

(খ) যে সকল হাদীছ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ সেগুলি সুন্নাহ নয়।<sup>৩৪</sup> এটি সত্য যে, অনেক হাদীছ রয়েছে যা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ। কিন্তু তা যে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্যই খাছ, সেটি মানুষ অবগত হবে কিভাবে? এর মাধ্যমও তো হ'ল এই হাদীছগুলিই। কেননা হাদীছের মাধ্যমেই আমরা জেনেছি যে, বিষয়গুলি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ, অন্যদের জন্য নয়। যদি এই হাদীছগুলি না থাকত তবে সুন্নাহ অনুসরণের দাবী মোতাবেক রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ বিষয়গুলিও মানুষের জন্য পালন করা সুন্নাহ হয়ে যেত। সুতরাং এই হাদীছগুলি অকার্যকর তো নয়ই; বরং শরী'আতের মৌলিক দলীল।

(গ) রাসূল (ছাঃ) কোন বিশেষ কল্যাণের উদ্দেশ্যে যদি কোন আমল করেন, তা হাদীছ কিন্তু সুন্নাহ নয়।<sup>৩৫</sup> এর পাঁচটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন, যেগুলি সবই অযৌক্তিক। যেমন : রাসূল (ছাঃ) জীবনে একবার কোন এক গোত্রের আবর্জনাস্থলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিলেন। এটি তাঁর মতে

৩২. (فحص الخلفاء من الصحبين في نحو ثلاث المذهب) ইবনু আব্বদীন, আর-রাব্বুল মুহতার আলাদ দুর্রিলা মুখতার, ১/৬৭।

৩৩. সাঈদ আহমাদ পালানপুরী, ইলমী খুত্বাবাত, পৃ. ৭৩।

৩৪. তদেব, পৃ. ৭৫।

৩৫. তদেব, পৃ. ৮১।

হাদীছ, কিন্তু সুন্নাহ নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) সর্বদা বসেই প্রস্রাব করতেন।<sup>৩৬</sup> এই হাদীছ সম্পর্কে হানাফী বিদ্বান বদরুদ্দীন আল-আইনী বর্ণনা করেন যে, ছাহাবী ও তাবেরীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। কেউ এর অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশই প্রয়োজন ছাড়া এই কর্মকে অপসন্দ করেছেন।<sup>৩৭</sup> আবার হাম্বলী মাযহাবে এটি জায়েয যদি শরীরে প্রস্রাবের ছিটা না লাগে এবং মানুষের সামনে লজ্জাস্থান প্রকাশ না পায়।<sup>৩৮</sup> সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবী ও তাবেরীদের অনেকেই উপরোক্ত হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে এই কর্মকে জায়েয মনে করতেন। অর্থাৎ এই হাদীছটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয প্রমাণ করে। অর্থাৎ এটি প্রয়োজনীয় সময়ে পালনযোগ্য একটি সুন্নাহ। অতএব এই হাদীছ সুন্নাহ নয় বা আমলযোগ্য নয় ধারণা করা অগ্রহণযোগ্য।<sup>৩৯</sup>

সর্বোপরি প্রমাণিত হ'ল যে, লেখকের প্রদত্ত সুন্নাহর সংজ্ঞা দলীলভিত্তিক নয় এবং বিগত সমস্ত বিদ্বানদের নীতিবিরোধী। হাদীছ ও সুন্নাহর পার্থক্য প্রমাণে তাঁর প্রদত্ত উদাহরণগুলি সবই অতিশয় দুর্বল ও স্ববিরোধী।

#### সারকথা :

সাইয়িদ সুলায়মান নাভভী, আবুল 'আলা আল-মাওদদী এবং আমীন আহসান ইসলাহী সুন্নাহ সম্পর্কে মোটামুটি একই ধারণা উদ্ভাবন করেছেন যে, তা রাসূল (ছাঃ) থেকে নিয়মিত প্রচলিত আমল দ্বারা মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতে তারা হাদীছ ও সুন্নাহকে পৃথক করেছেন। পরবর্তীতে সাঈদ আহমাদ পালানপুরী প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র মুহাদ্দিছ যিনি এই ধারণাকে অকপটে সমর্থন করেছেন। এমনকি এ দাবী পর্যন্ত করেছেন যে, 'হাদীছ শরী'আতের কোন দলীল নয়, বরং সুন্নাহ দলীল এবং হাদীছ সুন্নাহর ভিত্তি নয়।' আর জাভেদ আহমাদ গামেদীর এই নতুন সুন্নাহ তত্ত্ব এতটাই নতুন যে, তাকে সরাসরি হাদীছ অস্বীকারীই বলা হয়।

মূলতঃ আমরা মনে করি যে, হাদীছ ও সুন্নাহ পৃথকীকরণের পিছনে এ সকল বিদ্বানের চিন্তাধারা প্রাচ্যবিদদের হাদীছবিরোধী সন্দেহবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কেননা তাদের এই মতবাদ জ্ঞানগত এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নতুন, যা কোন পূর্ববর্তী বিদ্বান উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায় না। বরং এটা স্বতর্গসিদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, শারঈ আহকাম সাব্যস্ত করার জন্য সুন্নাহ ও হাদীছ

সমার্থবোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দলীল হিসাবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তা কারও আমলের মুখাপেক্ষী নয়। কেননা দু'টি একই সত্তা তথা রাসূল (ছাঃ) হ'তে প্রকাশিত। আর কোন অধ্বলের জনগোষ্ঠী বা কোন একটি মাযহাবের গৃহীত العمل المتوارث 'পরম্পরাভিত্তিক আমল' শরী'আতের কোন দলীল নয়। কেননা হাদীছের বিপরীতে কোন 'ইজমা', কিয়াস বা কারও ব্যক্তিগত মন্তব্য স্থানই পেতে পারে না। সেটা কোন অধ্বলের 'পরম্পরা ভিত্তিক আমল' বা সামাজিক প্রচলন হোক, কিংবা মদীনাবাসীর আমল হোক অথবা কোন ইমামের ব্যক্তিগত রায়।

ইবনু কাইয়িম (৭২৮হি.) 'মদীনাবাসীদের আমল' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, 'মদীনাবাসীদের আমল অন্যান্য শহরবাসীদের আমলের মতই। ইরাক, শাম ও হেজাজের আমলের সাথে তাদের আমলের মর্যাদাগত কোন পার্থক্য নেই। বরং যাদের আমলই সুন্নাহ বা হাদীছসম্মত হবে, তাদের আমলই অনুসরণযোগ্য। যদি মুসলিম বিদ্বানদের মধ্যে কোন বিতর্ক সৃষ্টি হয়, তবে এক স্থানের আমল অপর স্থানের আমলের উপর দলীলযোগ্য হবে না। কেননা দলীল হ'ল একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহের অনুসরণ করা। কোন সুন্নাহকে ত্যাগ করার সুযোগ নেই এজন্য যে, কিছু মুসলমানের আমল তার বিপরীত অথবা তারা ছাড়া অন্যরা সে আমলটি করেন। যদি উম্মতের কিছু লোকের বিপরীত আমলের কারণে কোন সুন্নাহ পরিত্যাগ করার সুযোগ থাকত, তাহ'লে অনেক সুন্নাহই পরিত্যক্ত হয়ে যেত এবং সুন্নাহ পরিনির্ভর হয়ে পড়ত। অর্থাৎ যদি কেউ তার উপর আমল করত, তবে তা সুন্নাহ সাব্যস্ত হ'ত; আর না করলে পরিত্যক্ত হ'ত। অথচ সুন্নাহই হ'ল আমলের উপর (শুদ্ধতা নির্ণয়ের) মানদণ্ড, আমল সুন্নাহের উপর (বিশুদ্ধতা নিরূপণের) মানদণ্ড নয় (والسنة هي التين العيار على العمل، وليس العمل عيارا على السنة)।<sup>৪০</sup> তিনি আরও মন্তব্য করেন, بل يقابل النص، أن العمل لا يقابل النص،

আমল কখনও العمل بالعمل، ويسلم النص عن المعارض، নছ (কুরআন ও সুন্নাহ)-এর মোকাবিলায় আসতে পারে না, বরং আমল কেবল অন্য একটি আমলের মোকাবিলায় আসতে পারে। নছ হ'ল প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে মুক্ত।<sup>৪১</sup>

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (১০১হি.) বলেন, لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أهما هدى، 'সুন্নাহ প্রমাণিত হওয়ার পর কারও জন্য আর কোন ওয়র থাকে না। যদি কেউ ওয়র পেশ করে তবে সে ভ্রষ্ট পথে রয়েছে, যদিও সে ধারণা করে যে, সেটা সত্য পথ'।<sup>৪২</sup>

৩৬. তদেব, পৃ. ৮১-৮২।

৩৭. বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুল ক্বারী (বৈরুত : দারু ইহয়াইত তুরাছ আল-আরাবী), পৃ. ৩/১৩৫।

৩৮. আব্দুল কাদির আশ-শায়বানী, নায়লুল মাআরিব (কুয়েত : মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ১/৫৩।

৩৯. দেওবন্দ মাদরাসার অপর মুহাদ্দিছ হানাফী বিদ্বান হাবীবুর রহমান আ'যামী তাঁর সহকর্মী সাঈদ আহমাদ পালানপুরীর এই মতবাদের প্রতিবাদে ৮৬ পৃষ্ঠার একটি সুখপাঠ্য পুস্তিকা রচনা করেছেন, যেখানে তিনি পালানপুরী ছাহাবের সকল দলীল অত্যন্ত কার্যকরভাবে খণ্ডন করেছেন (হাবীবুর রহমান আ'যামী, হুজিয়াতে হাদীছ আওর হাদীছ পর আমাল কী ছুরাতে (দেওবন্দ : মারকায দাওয়াহ ওয়া তাহক্বীক), পৃ. ৫৪-৮৬।

৪০. ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/২৭৪।

৪১. তদেব, পৃ. ২/২৭৫; তাকীউদ্দীন আস-সুবকী (৭৫৬হি.) মা'না কওলিল ইমাম আল-মুত্তালিবী ইয়া ছাহহাল হাদীছ ফা হুয়া মাযহাবী (কায়রো : মুআসাসাতুল কুরতুবা) পৃ. ৬৭।

৪২. মুহাম্মাদ ইবনু নাছর আল-মারওয়যী, আস-সুন্নাহ (বৈরুত : মুআসাসাতুল কুতুব আছ-ছাকফিয়াহ), পৃ. ৩১, হা/৯৫।

অনুরূপভাবে ইমাম শাফেঈ (২০৪হি.) বলেন, أن رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده، ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أتم أن عندكم خلافه ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم، من قبول الخبر عن رسول الله، وترك كل عمل خالفه، 'রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ নিজেই সাব্যস্ত হয়, পরবর্তী কারও আমল দ্বারা নয়। মুসলমানদের মধ্যে কেউ এমন কথা বলেনি যে, ওমর (রা.) আমাদের মধ্যে মুহাজির ও আনছারদের বিপরীতে এভাবে আমল করে গেছেন। তোমরা বা অন্য কেউও কখনও এমনটি বলেনি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কোন আমল চালু রয়েছে যা হাদীছের বিপরীত। বরং তারা প্রত্যেকেই তাদের উপর যা

আবশ্যকীয় ছিল অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে অকপটে গ্রহণ করেছেন এবং তার বিপরীত সকল আমলকে ত্যাগ করেছেন।<sup>৪৩</sup>

সুতরাং সুনাহ হ'ল তা-ই যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে; তার উপর কেউ আমল করুক বা না করুক, তা 'তাওয়াতুর আমলী' বা পরম্পরাভিত্তিক আমল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক।<sup>৪৪</sup> কোন আমল যদি ছহীহ সুনাহর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উম্মাহর মধ্যে প্রচলিত থাকে, তবে তা শক্তিশালী। কিন্তু সুনাহর বিপরীতে যদি কোন আমল প্রচলিত থাকে, তবে শুধু প্রচলিত হওয়ার কারণে তা শরী'আতের দলীল হ'তে পারে না। অতএব হাদীছ ও সুনাহর মধ্যে নীতিগতভাবে পার্থক্য করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই।

৪৩. শাফেঈ, আর-রিসালাহ, পৃ. ৪২০।

৪৪. জামালুদ্দীন কাসিমী, কাওয়াঈদুত তাহদীছ, পৃ. ২৭৩-২৮০, ৩০২-৩০৩।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' (বুখারী হা/১৯৫৪)। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াত্তে ছালাত আদায় করা' (আবুদাউদ হা/৪২৬)।

### সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াজ্ব ছালাতের সময়সূচী : এপ্রিল-মে ২০২৬ (ঢাকার জন্য)

শ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ এপ্রিল	১২ শাওয়াল	১৮ চৈত্র	বুধবার	০৪:৩৫	০৫:৫১	১২:০৩	০৩:৩০	০৬:১৪	০৭:৩১
০২ এপ্রিল	১৪ শাওয়াল	২০ চৈত্র	শুক্রবার	০৪:৩৪	০৫:৫০	১২:০২	০৩:৩০	০৬:১৫	০৭:৩০
০৫ এপ্রিল	১৬ শাওয়াল	২২ চৈত্র	রবিবার	০৪:৩০	০৫:৪৮	১২:০২	০৩:২৯	০৬:১৭	০৭:৩০
০৭ এপ্রিল	১৮ শাওয়াল	২৪ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪:২৮	০৫:৪৬	১২:০১	০৩:২৯	০৬:১৮	০৭:৩৪
০৯ এপ্রিল	২০ শাওয়াল	২৬ চৈত্র	বৃহস্পতি	০৪:২৬	০৫:৪৪	১২:০০	০৩:২৮	০৬:১৮	০৭:৩৫
১১ এপ্রিল	২২ শাওয়াল	২৮ চৈত্র	শনিবার	০৪:২৪	০৫:৪১	১২:০০	০৩:২৮	০৬:১৯	০৭:৩৬
১৩ এপ্রিল	২৪ শাওয়াল	৩০ চৈত্র	সোমবার	০৪:২২	০৫:৪০	১১:৫৯	০৩:২৭	০৬:২০	০৭:৩৭
১৫ এপ্রিল	২৬ শাওয়াল	০২ বৈশাখ	বুধবার	০৪:২০	০৫:৩৮	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:২০	০৭:৩৮
১৭ এপ্রিল	২৮ শাওয়াল	০৪ বৈশাখ	শুক্রবার	০৪:১৮	০৫:৩৬	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:২১	০৭:৩৯
১৯ এপ্রিল	০১ যুলক্বাদাহ	০৬ বৈশাখ	রবিবার	০৪:১৬	০৫:৩৪	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:২২	০৭:৪১
২১ এপ্রিল	০৩ যুলক্বাদাহ	০৮ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৪:১৩	০৫:৩৩	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:২৩	০৭:৪২
২৩ এপ্রিল	০৫ যুলক্বাদাহ	১০ বৈশাখ	বৃহস্পতি	০৪:১১	০৫:৩১	১১:৫৭	০৩:২৪	০৬:২৪	০৭:৪৩
২৫ এপ্রিল	০৭ যুলক্বাদাহ	১২ বৈশাখ	শনিবার	০৪:১০	০৫:২৯	১১:৫৭	০৩:২৩	০৬:২৫	০৭:৪৪
২৭ এপ্রিল	০৯ যুলক্বাদাহ	১৪ বৈশাখ	সোমবার	০৪:০৮	০৫:২৮	১১:৫৭	০৩:২৩	০৬:২৬	০৭:৪৫
২৯ এপ্রিল	১১ যুলক্বাদাহ	১৬ বৈশাখ	বুধবার	০৪:০৬	০৫:২৬	১১:৫৬	০৩:২২	০৬:২৭	০৭:৪৭
০১ মে	১৩ যুলক্বাদাহ	১৮ বৈশাখ	শুক্রবার	০৪:০৪	০৫:২৫	১১:৫৬	০৩:২২	০৬:২৮	০৭:৪৮
০৩ মে	১৫ যুলক্বাদাহ	২০ বৈশাখ	রবিবার	০৪:০৩	০৫:২৩	১১:৫৬	০৩:২১	০৬:২৯	০৭:৪৯
০৫ মে	১৭ যুলক্বাদাহ	২২ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৪:০১	০৫:২২	১১:৫৬	০৩:২১	০৬:৩০	০৭:৫১
০৭ মে	১৯ যুলক্বাদাহ	২৪ বৈশাখ	বৃহস্পতি	০৩:৫৯	০৫:২১	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:৩১	০৭:৫২
০৯ মে	২১ যুলক্বাদাহ	২৬ বৈশাখ	শনিবার	০৩:৫৭	০৫:২০	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:৩১	০৭:৫৩
১১ মে	২৩ যুলক্বাদাহ	২৮ বৈশাখ	সোমবার	০৩:৫৬	০৫:১৯	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩২	০৭:৫৫
১৩ মে	২৫ যুলক্বাদাহ	৩০ বৈশাখ	বুধবার	০৩:৫৪	০৫:১৭	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩৩	০৭:৫৬
১৫ মে	২৭ যুলক্বাদাহ	০১ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৫৩	০৫:১৬	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৪	০৭:৫৭

বেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ				
বেশার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব
নরসিন্দী	-২	-১	-২	-১
গামীপুর	০	০	০	+১
শরীয়তপুর	+১	০	-১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	-১	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+২	+৩
কিশোরগঞ্জ	-৩	-৬	-৮	-১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	-১	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	০	+১
গোপালগঞ্জ	+৪	+৩	+১	+২
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২	+১

খুলনা বিভাগ				
বেশার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব
বেশার	+৫	+৫	+৩	+৫
সাতক্ষীরা	+৭	+৫	+৩	+৫
মেহেরপুর	+৬	+৭	+৬	+৭
নড়াইল	+৪	+৩	+২	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৬	+৬
কুমিল্লা	+৩	+৪	+৩	+৩
মাগুরা	+৬	+৫	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৩	+২	+১
বাগেরহাট	+৪	২	০	+২
বিনাইদহ	+৫	+৫	+৪	+৪

রাজশাহী বিভাগ				
বেশার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৩	+৪
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৪	+৫	+৫
রাজশাহী	+৬	+৮	+৮	+৮
নাটোর	+৪	+৫	+৬	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৫	+৬	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৯	+৯	+১০
নওগাঁ	+৪	+৬	+৮	+৭

চট্টগ্রাম বিভাগ				
বেশার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৪	-৪
ফেনী	-৪	-৪	-৫	-৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৪	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	+৪	+৭	+৮	+৮
নোয়াখালী	-২	-৩	-৩	-৩
চাঁদপুর	-১	-২	-৩	-৩
লক্ষ্মীপুর	-১	-১	-২	-৪
চট্টগ্রাম	-৪	-৫	-৭	-৭
কক্সবাজার	-৩	-৬	-১০	-১১
খাগড়াছড়ি	-৫	-৬	-৭	-৮
বান্দরবান	-৫	-৭	-৯	-১১

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

## কিভাবে অন্তরকে মসজিদমুখী করবেন?

-আব্দুল্লাহ আল-মাক্কাফ\*

### ভূমিকা :

ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীতে আমরা সবাই মুসাফির। কারো গন্তব্য আখেরাতের পানে, আবার কেউবা পার্থিব স্বার্থের পিছে হন্যে হয়ে অহর্নিশ ছুটে চলেছে। যাপিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের হয় জান্নাতের দিকে টেনে নিচ্ছে, নতুবা ঠেলে দিচ্ছে জাহান্নামের অতল গহ্বরে। জাগতিক মায়াজাল আর মোহনীয় প্রলোভনগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের অন্তরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দিতে চায়। স্বচ্ছ-সফেদ হৃদয়কে পাপাচারের কালিমায় কলুষিত করে ফেলে। এই কলুষিত আত্মার প্রশান্তি এবং উদাসীন হৃদয়কে পুনরায় আল্লাহমুখী করার সর্বোত্তম নিরাময় কেন্দ্র হ'ল মসজিদ। এটি মুমিনের রুহের হাসপাতাল, যেখানে গুনাহের ক্ষতগুলো সিঁজদার পরশে আরোগ্য লাভ করে। এখানে দুনিয়াবী পেরেশানি ছাপিয়ে এক অনাবিল জান্নাতী প্রশান্তি হৃদয়কে সিক্ত করে। পৃথিবীর যাবতীয় কোলাহল ভেদ করে মুয়াওয়যিনের সুমধুর আযানের ধ্বনি মূলত দিগভ্রান্ত বান্দাকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার এক পরম আহ্বান। একজন সফল মুমিনের জীবন মসজিদের সাথেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। কারণ দিনে পাঁচবার তিনি রবের ডাকে সাড়া দিয়ে এই পবিত্র আঙিনায় হাযির হন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা অন্তরকে মসজিদমুখী করার কার্যকরী কিছু উপায় উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

### অন্তর মসজিদমুখী হওয়া বলতে কী বুঝায়?

অন্তর মসজিদমুখী হওয়া বলতে বোঝায়- মসজিদ ও ছালাতের প্রতি হৃদয়ের এক গভীর টান বা আত্মিক আকর্ষণ। শুধু সশরীরে মসজিদে উপস্থিত হওয়া নয়; বরং মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পরবর্তী ওয়াক্তের আযানের জন্য মনে মনে এক ধরনের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা অনুভব করা। যেমন পানির মাছ ডাঙায় তুললে অস্থির থাকে, তেমনি একজন মসজিদমুখী মুমিন দুনিয়াবী ব্যস্ততার মাঝে থাকলেও তার মন পড়ে থাকে মসজিদের প্রশান্ত পরিবেশে। সহজ কথায়, মসজিদের সাথে হৃদয়ের এমন এক অদৃশ্য বাঁধন তৈরি হওয়া, যা তাকে বারবার আল্লাহর ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া লাভ করবে, তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে।<sup>১</sup>

সুতরাং মসজিদমুখী বান্দা তারাই, যাদের হয়ত বাজারে অনেক কেনাবেচা চলছে, কোটি টাকার মুনাফার সুযোগ হাতছানি দিচ্ছে কিংবা অফিসের টেবিলে যরুরী ফাইলের স্তুপ, ঠিক এমন মুহূর্তে যখন মসজিদের মিনার থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে আসে, তখন তারা সবকিছু ওখানেই থামিয়ে

দেন। তাদের কাছে দুনিয়ার বড় বড় কাজ ও ব্যবসার চেয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তটাই অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তারা জানেন যে, আজকের এই ব্যস্ততা একদিন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ক্বিয়ামতের সেই কঠিন দিনে কেবল মসজিদের সাথে থাকা এই সম্পর্কটাই হবে তাদের নাজাতের অসীলা। যাদের হৃদয় এমন অনুভূতিতে সদা সিক্ত থাকে তারাই মূলত মসজিদমুখী বান্দা।

### অন্তরকে মসজিদমুখী করার উপায়

মুমিনের হৃদয়ের প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু হ'ল মসজিদ। সদিচ্ছা ও কিছু কার্যকরী অভ্যাসের মাধ্যমেই একজন মুমিন তার অন্তরকে মসজিদমুখী করে তুলতে পারেন। নিম্নে অন্তরকে মসজিদমুখী করার কতিপয় উপায় আলোকপাত করা হ'ল।-

#### ১. মসজিদের ফযীলত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা :

মানুষ স্বভাবগতভাবেই লাভের পেছনে ছোটে। কোন কাজের উপকারিতা বা পুরস্কার সম্পর্কে জানলে সেই কাজের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। এজন্য মসজিদমুখী জীবন গঠনের জন্য সর্বপ্রথম মসজিদের ফযীলত ও মর্যাদা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اللَّهُ إِلَيَّ الْبِلَادِ إِلَى سَوَاقِهَا، 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হ'ল মসজিদসমূহ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হ'ল বাজার সমূহ।'<sup>২</sup> অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, মসজিদকে আল্লাহর ভালোবাসার অর্থ হ'ল- মসজিদে যাতায়াতকারীদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও অনুগ্রহের ইচ্ছা। আর বাজারের প্রতি ঘৃণার অর্থ হ'ল- এর বিপরীত (অর্থাৎ বাজারের পরিবেশ ও পাপাচারের কারণে সেখানে রহমত কমে যাওয়া)।<sup>৩</sup>

একজন মুমিন যখন মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সরাসরি আরশের অধিপতির মেহমান হয়ে যান। আসমানবাসীরা এই বিশেষ মেহমানদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِي فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وَحَقَّ عَلَى الْمَزُورِ، 'যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে ভালোভাবে ওষু করে মসজিদে আসে, সে আল্লাহর মেহমান। আর মেজবানের দায়িত্ব হ'ল তার মেহমানকে সম্মান করা।'<sup>৪</sup> রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزْلَةً مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ، 'যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখেন।'<sup>৫</sup>

\* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

১. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; তিরমিযী হা/২৩৯১; শবাবলী তিরমিযীর।

২. মুসলিম হা/৬৭১; মিশকাত হা/৬৯৬।

৩. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ২/৫৯১।

৪. তাবারানী কাবীর হা/৬১৩৯; ছহীহুত তারগীব হা/৩২২, সনদ ছহীহ।

৫. বুখারী হা/৬৬২; মিশকাত হা/৬৯৮।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, *المَسَاجِدُ يُبَوِّتُ اللَّهُ فِيهَا* الأَرْضِ، تُضَيُّ لِهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضَيُّ نُحُومَ السَّمَاءِ لِهْلِ الأَرْضِ ‘মসজিদসমূহ যমীনে আল্লাহর ঘর। এগুলো আসমানবাসীদের জন্য তেমনি উজ্জ্বল দেখায়, যেমন আসমানের নক্ষত্ররাজি যমীনবাসীদের জন্য উজ্জ্বল দেখায়’।<sup>৬</sup>

তাছাড়া মসজিদ কেবল ইবাদতের স্থানই নয়, এটি মুসলিমদের সামাজিক কেন্দ্র। এখানে ধনী-গরিব, সাদা-কালো সবাই এক কাতারে দাঁড়ায়। একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, সালাম বিনিময় হয় এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সুতরাং মসজিদমুখী হওয়া মানে আল্লাহর রহমত, ক্ষমা, অফুরন্ত পুরস্কার এবং এক প্রশান্তিময় জীবনের দিকে যাত্রা করা। অতএব যে স্থান আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়, সেখানে উপস্থিত হ’তে পারলে একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্যের ব্যাপার আর কি হ’তে পারে?

## ২. জামা‘আতে ছালাত আদায়ের পুরস্কার নিয়ে চিন্তা করা :

জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায়ের নেকী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মসজিদে যাওয়ার অগ্রহ বাড়ে। কারণ একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে জামা‘আতে ছালাত আদায় করলে সাতাশ গুণ বেশী ছওয়াব লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, *صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ سَبْعٌ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً*, ‘জামা‘আতে ছালাত আদায় করা একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশী মর্যাদাপূর্ণ’।<sup>৭</sup> আমরা মাত্র ১৫-২০ মিনিট সময় ব্যয় করে মসজিদে গিয়ে জামা‘আতে शामिल হ’তে পারি। এতে প্রতিদিন পাঁচবার আমরা আমাদের অজান্তেই অটল ছওয়াব ও মর্যাদা লাভ করতে পারি।

## ৩. ছোট পরিকল্পনা দিয়ে শুরু করা এবং সেটা বাস্তবায়ন করা :

শয়তান মানুষের চিরশত্রু। সে কখনোই চায় না কোন বান্দা আল্লাহর ঘরের চৌকাঠে পা রাখুক। তাই সে ইবাদতকে আমাদের সামনে পাহাড়সম কঠিন করে উপস্থাপন করে, যাতে আমরা শুরু করার আগেই হাল ছেড়ে দেই। কিন্তু আল্লাহর কাছে অল্প পরিমাণে হ’লেও নিয়মিত আমল পসন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, *أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ* ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল সেটাই, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়’।<sup>৮</sup> তাই পুরো দিনের পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত একবারে কঠিন মনে হ’লে, আপনার সফরের শুরুটা হোক ফজর ও এশা দিয়ে। এই দুই ওয়াক্ত হ’ল মুমিনের দিন ও রাতের দুই শক্তিশালী খুঁটি। কেননা এই দু’টি ছালাত মুনাফিকের জন্য সবচেয়ে ভারী হয়ে থাকে।<sup>৯</sup> রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি

এশার ছালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করল, সে যেন সারা রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করল’।<sup>১০</sup>

ফজর ও এশায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে মসজিদমুখী হওয়ার লক্ষ্য স্থির করুন। এভাবে দুই দিন প্রতি ওয়াক্ত জামা‘আতে আদায়ের সংকল্প করুন। এরপর এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ। এভাবে চল্লিশ দিনের এক অনন্য মাইলফলকের সংকল্প করুন। কারণ এখানে জাহান্নাম ও মুনাফেকী থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, *مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ* الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখিতার জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত জামা‘আতের সাথে প্রথম তাকবীর সহকারে ছালাত আদায় করবে, তার জন্য দুটি মুক্তি পরোয়ানা লিখে দেওয়া হয়: এক- জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি এবং দুই- মুনাফেকী থেকে মুক্তি’।<sup>১১</sup>

এই হাদীছের প্রতি আমল করে আপনি যখন চল্লিশ দিনের চ্যালেঞ্জ পূর্ণ করবেন, তখন দেখবেন মসজিদের মিনার থেকে আসা আযানের সুর আপনার কানে নয়, সরাসরি হৃদয়ে আঘাত করছে। তখন হাট-বাজার, অফিস বা সফর-যেখানেই থাকুন না কেন, আপনার মন পড়ে থাকবে মসজিদের কন্দরে।

## ৪. মসজিদের পরিবেশকে অন্তর দিয়ে অনুভব করা :

মসজিদ কেবল ইট-পাথরের কোন স্থাপনা নয়; বরং এটি মুমিনের আত্মিক প্রশান্তির উদ্যান। যখন কোন বান্দা নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত শুরু করেন, তখন মসজিদের দেয়াল, মেহরাব আর মুছল্লীদের সাথে তার এক অদৃশ্য আত্মিক সম্পর্ক তৈরী হয়। এই অনুভূতি তাকে বারবার টেনে আনে আল্লাহর ঘরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ* الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَشَّشَ اللَّهُ لَهُ، كَمَا يَبَشَّشُ أَهْلَ الْعَائِبِ بَعَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ, ‘কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন ছালাত ও যিকিরের জন্য মসজিদে অবস্থান করে, তখন আল্লাহ তার প্রতি এতটাই আনন্দিত হন, যেমন প্রবাসী ব্যক্তি তার পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে আনন্দিত হয়’।<sup>১২</sup> এখানে মসজিদে অবস্থান করা (تَوَطَّنَ)-এর অর্থ হ’ল মসজিদকে স্বদেশের মত এমনভাবে ঠিকানা বানিয়ে নেওয়া, যার প্রতি বান্দা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এবং এখানে অবস্থান করলে তিনি প্রশান্তি লাভ করেন’।<sup>১৩</sup> আর ‘তাবাস্বাশা’

৬. তাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর, ১০/২৬২, হা/১০৬০৮।

৭. বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৫০; মিশকাত হা/১০৫২।

৮. বুখারী হা/৬৪৬৪; মুসলিম হা/৭৮০।

৯. বুখারী হা/৬৫৭; মিশকাত হা/৬২৯।

১০. মুসলিম হা/৬৫৬; আবুদাউদ হা/৫৫৫; মিশকাত হা/৬৩০।

১১. তিরমিযী হা/২৪১; ছহীহুত তারগীব হা/৪০৯; সনদ হাসান।

১২. ইবনে মাজাহ হা/৮০০; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৬০৪; সনদ ছহীহ।

১৩. হান‘আনী, আত-তানবীর শারহুল জামি‘ইছ ছাগীর, ৯/৩৭৯।

(تَبَشَّيْتُ) শব্দটির অর্থ হ'ল অত্যন্ত হাসিমুখে ও পরম মমতায় কাউকে বরণ করে নেওয়া।

সন্তান বা প্রিয় কোন আত্মীয় পাঁচ বছর প্রবাসে কাটিয়ে আজ ঘরে ফিরছে। দরজায় পা রাখতেই মা-বাবা কি তাকে সোফায় বসিয়ে রেখে অন্য ঘরে চলে যান? কক্ষনো না! তারা বরং পরম আদরে তাকে জড়িয়ে ধরেন, সেরা আসনটি দেন, খুশিতে চোখের পানি ফেলেন। সুবহানাল্লাহ! আপনি-আমি যখন ওয়ূ করে মসজিদের দিকে পা বাড়াই, তখন আসমানের মালিক আপনাকে-আমাকে ঠিক সেভাবেই স্বাগত জানান। তখন আমরা আল্লাহর ঘরের সাধারণ কোন আগন্তুক থাকি না, বরং হয়ে যাই আরশের মালিকের রাজকীয় মেহমান।

যখন আপনি মসজিদের বারান্দায় পা রাখবেন, তখন এই অনুভূতি জাগিয়ে তুলুন যে, আমি আল্লাহর মেহমান হিসাবে আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করছি। এরপর মসজিদের পরিবেশকে অন্তর দিয়ে অনুভব করুন। দেখবেন, মসজিদের ফ্যানের শীতল বাতাস বাড়ির ফ্যানের বাতাসের চেয়েও প্রশান্তিময় লাগছে। মনটাকে এমন হালকা ও প্রশান্ত অনুভব করবেন, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। যদি আপনি অনুভূতির শক্তি দিয়ে মসজিদকে এভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, তবে একটি জীর্ণ কুঁড়েঘরের মসজিদও আপনার কাছে রাজপ্রাসাদের চেয়েও বেশী মোহনীয় মনে হবে। এই অনুভূতির চড়ায় পৌঁছেছিলেন আমাদের পূর্বসূরীরা। প্রখ্যাত তাবেরী রবী' ইবনে খুছাইম (১০-৬৫হি.) বলেন, *والله إني*

*لأنس بصوت عصفور المسجد أشد من أنسي بزوجتي*, 'আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গের চেয়ে মসজিদের চড়ুই পাখির ডাকের মাধ্যমে অধিক প্রশান্তি অনুভব করি'।<sup>১৪</sup> প্রখ্যাত তাবেরী সাদ্দ ইবনুল মুসাইয়িব (১৫-৯৪হি.) বলেন, *مَا فَاتَنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً.. مَا أَدْنُ*, 'চল্লিশ বছর যাবত আমার জামা'আতের ছালাত মিস হয়নি। আর ত্রিশ বছর যাবত মুওয়াযযিন যখন আযান দিয়েছে, তখন আমি ছালাতের জন্য মসজিদে উপস্থিত থেকেছি'।<sup>১৫</sup> সুতরাং আমরা যখন অন্তরের চোখ দিয়ে মসজিদের পরিবেশকে পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত হব এবং অনুভব করতে পারব যে, আমরা আল্লাহর ঘরের একজন স্থায়ী বাসিন্দা এবং আল্লাহ আমাদের আগমনে আনন্দিত হচ্ছেন, তখন দুনিয়ার কোন কাজই আমাদেরকে মসজিদের চৌকাঠ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

#### ৫. হেঁটে হেঁটে ধীরে-সুস্থে মসজিদে গমন করা :

মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ হীরা-জহরত অপেক্ষা চেয়েও দামী। কারণ প্রতিটি কদম অতিক্রম করার

মাধ্যমে বান্দার আমলনামা নেকী দ্বারা পূর্ণ হয় এবং পাপাচারের কালিমা মুছে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الَّتِي إِلَى كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الَّتِي سَرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً*, 'যখন তোমাদের কেউ সুন্দরভাবে ওয়ূ করে ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সে ডান পা ফেলার সাথে সাথে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লেখেন এবং বাম পা ফেলার সাথে সাথে তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন'।<sup>১৬</sup>

#### ৬. মসজিদে যাওয়ার জন্য উত্তম প্রস্তুতি নেওয়া :

আমরা যখন কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, মন্ত্রী কিংবা সমাজের কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যাই, তখন আমরা নিজেকে পরিপাটি করি। সেরা পোষাকটি বেছে নেই, দামী সুগন্ধি ব্যবহার করি। অথচ যিনি আমাদের মালিক, যাঁর হাতে আমাদের জীবন-মৃত্যু এবং পরকালের চিরস্থায়ী জান্নাত-জাহান্নাম, সেই আল্লাহর দরবারে যাওয়ার প্রস্তুতি তো আরও কয়েক গুণ বেশী সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন, *يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ*

*‘হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর’* (আ'রাফ ৭/৩১)। আল্লামা কাসেমী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতে ছালাতের সময় উত্তম পোষাকের মাধ্যমে সাজসজ্জা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কারণ আল্লাহর ইবাদতের সময়ই হ'ল নিজেকে সুশোভিত করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়'।<sup>১৭</sup> হাফেয ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন, 'ছালাতের সময় নিজেকে সুশোভিত করা মুস্তাহাব। বিশেষত জুম'আর দিন এবং ঈদের দিন। অনুক্রমভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করাও উত্তম। কারণ তা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত এবং মেসওয়াক করাও সমীচীন। কারণ তা সৌন্দর্যের পূর্ণতা দান করে। আর পোষাকের মধ্যে সাদা পোশাকই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট'।<sup>১৮</sup>

সালাফগণ ছালাতের সময় হলে এমনভাবে প্রস্তুতি নিতেন, যেন তাঁরা কোন বাদশাহর দরবারে যাচ্ছেন। তাঁরা সুন্দরভাবে ওয়ূ করতেন, সর্বোত্তম পোশাক পরতেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে মসজিদের দিকে রওনা হ'তেন। প্রখ্যাত তাবেরী নাফে' (রহঃ) বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে এক পোষাকে ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, 'أَمِ أُنْسِكِ تَوْبِينِ؟' 'আমি কি তোমাকে দুই জোড়া কাপড় দেইনি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, *أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا التَّوْبِ؟* 'বল তো, আমি যদি তোমাকে বিশেষ কোন ব্যক্তির কাছে

১৪. দুর্গশ শায়েখ হুসাইন আল-আফফানী, ৯/১৫: মাওসুআতুল আখলাক, ১/১৩৩।

১৫. যাহাবী, সিয়াকু আল'আমিন নুবালা ৪/২২১।

১৬. আবু দাউদ ৫৬৩: ছহীহুল জামে' হা/৪৪০: সনদ ছহীহ।

১৭. আল্লামা কাসেমী, মাহাসিনুল তাবীল (তাফসীরে কাসেমী), ৫/৩৭।

১৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩/৪০৬।

পাঠাতাম, তবে কি তুমি এই এক পোষাকে যেতে?’ আমি উত্তর দিলাম, ‘না’। তখন তিনি বললেন, *اللَّهُ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ* (আল্লাহই এর বেশী হকদার যে, তুমি তাঁর (ইবাদতের) জন্য নিজেকে সুশোভিত করবে)।<sup>১৯</sup>

মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা দৈনিক পাঁচবার হজ্জ করার নেকী লাভ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, *مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهَّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَيَّ تَسْبِيحَ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ، لَا لَعْوَةَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيَّينَ*, ‘যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে ওয়ূ করে ফরয ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করবে, তার প্রতিদান ইহরাম পরিহিত একজন হজ্জ পালনকারীর সমান। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র চাশতের ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যেই মসজিদে গমন করে, তার প্রতিদান একজন ওমরাহ পালনকারীর সমান। আর এক ছালাতের পর অপর ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে কোন অহেতুক কথা-কর্ম ত্যাগ করলে, তার আমলনামা ইল্লিয়ানে রাখা হয়’।<sup>২০</sup> মহান আল্লাহ ধনী-গরিব সবার জন্যই প্রতিদিন পাঁচবার হজ্জের ছুওয়াব অর্জনের এক চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছেন। সুতরাং মসজিদে জামা’আতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের মাধ্যমে হজ্জের নেকী লাভের এই অফার হাতছাড়া করা যাবে না।

#### ৭. আগে-ভাগে মসজিদে যাওয়া ও দেৱীতে বের হওয়া :

মসজিদমুখী হওয়ার অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি হ’ল ছালাতের কিছুটা সময় আগে আল্লাহর ঘরে হাযির হওয়া। এই যে কয়েক মিনিট আগে যাওয়া, অশান্ত মনকে শান্ত করার এক মহৌষধ হিসাবে কাজ করবে। একটু আগে গিয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করে যখন আপনি চুপচাপ বসে তাসবীহ পড়বেন বা কুরআন তেলাওয়াত করবেন, তখন দুনিয়ার সব ব্যস্ততা ও অস্থিরতা আপনার অন্তর থেকে কর্পূরের মত উবে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, *لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ*, ‘তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ছালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যেন ছালাতের মধ্যেই থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মসজিদে অবস্থান করে, আল্লাহর ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দো’আ করতে থাকে- হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন এবং তার উপর রহম করুন। বান্দার ওয়ূ ছুটে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের এই দো’আ অব্যাহত থাকে’।<sup>২১</sup> শুধু ছালাতের আগে

নয়; বরং ছালাত আদায়ের পরেও যদি মুছাল্লাতে বসে তাসবীহ-তাহলীল করতে থাকে, ফেরেশতাগণী তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ওয়ূ ছুটে যাওয়ার পূর্বে তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত তার ছালাত আদায়ের জায়গায় অবস্থান করে, ফেরেশতাগণ তার জন্য এই বলে দো’আ করতে থাকেন যে, *اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ*, ‘হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন এবং তার উপর রহমত বর্ষণ করুন’।<sup>২২</sup>

ইবনু বাত্তাল বলেন, ‘যার অনেক পাপ আছে, সে যদি কোন পরিশ্রম ছাড়াই তার সেই পাপগুলো ক্ষমা করে নিতে চায়, সে যেন তার ছালাত আদায়ের জায়গায় অবস্থান করার এই সুযোগটা গ্রহণ করে। কেননা এতে করে ফেরেশতারা তার জন্য দো’আ করবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর ফেরেশতাদের প্রার্থনা কবুল হওয়ার নিশ্চিত আশা করা যায়।

কেননা আল্লাহ বলেন, *وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَى* ‘তারা কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করে, যার উপর তিনি (আল্লাহ) সন্তুষ্ট’ (আম্বিয়া ২১/২৮)।<sup>২৩</sup> সুতরাং ফরয ছালাত পড়েই দ্রুত বেরিয়ে আসার অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। কেননা এতে মসজিদের সাথে অন্তরের দূরত্ব তৈরী হয়। ইমাম ইবনু আদিল বার (রহঃ) বলেন, ‘কোন ব্যক্তি যদি ছালাতের জন্য আগেভাগে মসজিদে গিয়ে অপেক্ষা করে, সে যদি প্রথম কাতারে ছালাত আদায় নাও করে তবুও ঐ ব্যক্তি থেকে সে উত্তম, যে দেৱীতে গিয়ে প্রথম কাতারে ছালাত আদায় করে। এ বিষয়ে আলেমদের কোন মতভেদ জানা নেই’।<sup>২৪</sup>

আযান হওয়ার পর অন্য সব কাজকে গৌণ মনে করার মানসিকতা তৈরি করা উচিত। আযান হয়েছে মানে আল্লাহ তাঁর ঘরে আমাদের ডাকছেন- এই চিন্তাটা মাথায় রাখলে কাজ ফেলে মসজিদে যাওয়ার তাকীদ অনুভূত হবে ইনশাআল্লাহ। তবেঈ ইয়াহইয়া ইবনে মায়মুন আল-মারওয়ামী (মু. ১৩১হি.) ছিলেন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ ও ছিক্বাহ মুহাদ্দিছ। তিনি পেশায় একজন স্বর্ণকার ছিলেন। সোনা-রুপা দিয়ে অলংকার তৈরী করতেন। তার সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মা’সিন (১৫৮-২৩৩হি.) বলেন, ‘তিনি কাজ করার সময় যখন হাতুড়ি উঠাতেন, আর সেই সময় যদি আযান শুনতে পেতেন তবে সেই হাতুড়ি উঠানো থেকে ঐভাবেই রেখে দিতেন। আর আঘাত করতেন না’।<sup>২৫</sup>

স্মর্তব্য যে, ছালাত গুরুর আগ মুহূর্তটি অত্যন্ত গুরুরত্বপূর্ণ। মসজিদে প্রবেশের সময় ফোনটি কেবল সাইলেন্ট নয়; বরং ভাইব্রেশনও বন্ধ রাখা যরুরী। কারণ ছালাতরত অবস্থায়

২২. বুখারী হ/৪৪৫; মুসলিম হ/৬৪৯।

২৩. যারকাশী, ই’লামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ, (মিসর: দারুল আওক্বাফ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হি.) পৃ. ৩০২।

২৪. ইবনু আদিল বার, আল-ইত্তিফাক, ১/৩৭৯।

২৫. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (হায়দারাবাদ : মাত্ববা’আতুল মা’আরেফ আন-নিয়ামিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৩২৫-১৩২৭হি.), ১/১৭৩।

১৯. আব্দুর রাযযাক্ব সান’আনী, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব, ১/৩৫৮।

২০. আবু দাউদ হ/৫৫৮; মিশকাত/৭২৮; সনদ হাসান।

২১. তিরমিযী হ/৩৩০; ইবনু মাজাহ হ/৭৯৯, সনদ ছহীহ।

পকেটে ভাইব্রেশন হ'লেও তা মনোযোগ নষ্ট করে। ছালাত হ'ল মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি কথোপকথন। তাই এখানে যেন কোন দুনিয়াবী কল বা মেসেজ অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। কারণ ফোনের রিংটোনের ফলে যদি অন্য কোন মুছল্লীর ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে, তবে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত দায়ভার মোবাইল মালিককে বহন করতে হবে।

#### ৮. অলসতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া :

মসজিদের সাথে একজন মুমিনের সম্পর্ক তার ঈমানের সুস্পষ্ট পরিচায়ক। অলসতা যেন আমাদের পথে প্রতিবন্ধতা তৈরী করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। আল্লাহ মসজিদ আবাদকারীদের ঈমানের উচ্চ মর্যাদার ঘোষণা দিয়ে বলেন, **إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ**, 'আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারা ই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কয়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (তওবা ৯/১৮)। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, 'মসজিদ আবাদ করার অর্থ কেবল এর বাহ্যিক চাকচিক্য বাড়ানো বা জাঁকজমকপূর্ণ কাঠামো দাঁড় করানো নয়; বরং মসজিদ আবাদ করার প্রকৃত অর্থ হ'ল সেখানে আল্লাহর যিকির করা, তাঁর বিধানসমূহ কয়েম করা এবং একে যাবতীয় অপবিত্রতা ও শিরক থেকে মুক্ত রাখা'।<sup>২৬</sup> শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, **عمار المساجد أبعاد**, 'মসজিদ আবাদকারী ব্যক্তির শয়তানী অবস্থা বা প্রভাব থেকে অধিক দূরে থাকে'।<sup>২৭</sup>

ছাহাবায়ে কেলাম জামা'আতে ছালাত আদায় করাকে ঈমানের পরিচায়ক মনে করতেন। প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, **لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا**, 'যে ব্যক্তি কল্যাণময় (দ্বীন) জ্ঞান অর্জন অথবা ঐ জ্ঞান বিতরণের জন্যই শুধু মসজিদে গমনাগমন করে, তার জন্য পরিপূর্ণ হজ্জের নেকী রয়েছে'।<sup>২৮</sup> অনেকে নানা অজুহাতে মসজিদের এই সকল দ্বীন বৈঠকে উপস্থিত থাকতে চায় না। আবার অনেকে মনে করে ফেইসবুক লাইভে অথবা ইউটিউবে আলোচনাটা শুনে নেবে। কিন্তু এতে তারা বিশাল ছওয়ার থেকে বঞ্চিত হবে, যা ঐ বৈঠকে হাযির হওয়া ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ ফেরেশতামণ্ডলী এই মজলিসগুলো ঘিরে রাখেন এবং সেখানে আল্লাহর রহমত ও প্রশান্তি নাযিল

সেই সব হেদায়াতের নীতিমালার অন্যতম হ'ল- যে মসজিদে আযান দেওয়া হয়, সেখানে (জামা'আতে) ছালাত আদায় করা'।<sup>২৯</sup> তিনি অন্ধ ব্যক্তিকেও জামা'আতে ছালাত ত্যাগ করার অনুমতি দেননি।<sup>৩০</sup> জামা'আতে ছালাত আদায় করা কেবল একটি ইবাদত নয়, বরং এটি হেদায়াতের ওপর টিকে থাকার অন্যতম প্রধান উপায়।

ইব্রাহীম নখরী (রহঃ) বলেন, **كفى علماً عَلَى النفاق أن يكون الرجلُ جار المسجد، لا يرى فيه**, 'একজন ব্যক্তির নিফাকের জন্য এই আলামতই যথেষ্ট যে, সে মসজিদের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও তাকে মসজিদে দেখা যায় না'।<sup>৩১</sup> আবু হাইয়ান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত তাবেঈ রবী' ইবনে খুছাইম (১০-৬৫হি.) পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিলেন। তবুও তাঁকে ধরে ধরে ছালাতের জামা'আতে নিয়ে যাওয়া হ'ত। লোকেরা তাঁকে বলত, 'হে আবু ইয়াযীদ! আপনি তো অসুস্থ, জামা'আতে না যাওয়ার জন্য আপনার ছাড় আছে। তবুও এতো কষ্ট করছেন কেন? তখন তিনি জবাবে বলতেন, আমি যখন 'হাইয়্যা' 'আলাহু ছালাহ, হাইয়্যা 'আলালা ফালাহ' (ছালাতে দিকে এসো, সফলতার দিকে এসো) ডাক শুনি তখন আর কিভাবে বসে থাকতে পারি? সুতরাং তোমরা যদি পার, এমনকি হামাণ্ডি দিয়েও জামা'আতের ছালাতে চলে এসো'।<sup>৩২</sup>

#### ৯. মসজিদের কার্যক্রম ও সেবায় অংশগ্রহণ :

মসজিদ কেবল ছালাতের স্থান নয়। এটি জ্ঞান অর্জন ও মুসলমানদের সামাজিক কেন্দ্র। মসজিদের শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশ নিলে ঈমান বাড়ে এবং মসজিদের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। মসজিদে যে সকল তালীমী বৈঠক, দ্বীন আলোচনা বা দরস অনুষ্ঠিত হয়, এতে হাযির হ'লে পরিপূর্ণ হজ্জের ছওয়ার লাভ করা যায়। ছাহাবী আবু উমামা (রাঃ) বলেন, **رَأْسُ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ**, 'যে ব্যক্তি কল্যাণময় (দ্বীন) জ্ঞান অর্জন অথবা ঐ জ্ঞান বিতরণের জন্যই শুধু মসজিদে গমনাগমন করে, তার জন্য পরিপূর্ণ হজ্জের নেকী রয়েছে'।<sup>৩৩</sup> অনেকে নানা অজুহাতে মসজিদের এই সকল দ্বীন বৈঠকে উপস্থিত থাকতে চায় না। আবার অনেকে মনে করে ফেইসবুক লাইভে অথবা ইউটিউবে আলোচনাটা শুনে নেবে। কিন্তু এতে তারা বিশাল ছওয়ার থেকে বঞ্চিত হবে, যা ঐ বৈঠকে হাযির হওয়া ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ ফেরেশতামণ্ডলী এই মজলিসগুলো ঘিরে রাখেন এবং সেখানে আল্লাহর রহমত ও প্রশান্তি নাযিল

২৮. মুসলিম হা/৬৫৪; মিশকাত হা/১০৭২।

২৯. মুসলিম হা/৬৫৩; মিশকাত হা/১০৫৪

৩০. ইবনু রজব হাম্বলী, ফাতহুল বারী ৫/৪৫৮।

৩১. ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (কাযরো : মাকতাবাতুল খানজী, ১ম মুদ্রণ, ১৪২১হি./২০০১খ.), ৮/৩০৯।

৩২. তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৭৪৭৩; মুত্তাদরাব হাকেম হা/সনদ হাসান ছহীহ।

২৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/৩৮৮।

২৭. ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, ১১/২৯০।

হয়।<sup>৩৩</sup> আর মজলিসে অবস্থানকারীরা সেখান থেকে উঠার সাথে সাথে তাদের পাপগুলো ছুঁয়াবে পরিণত হয়।<sup>৩৪</sup> আর উপস্থিত হওয়ার প্রতিদান হিসাবে হজ্জের নেকী তো আছেই। যেকোন জিনিসের প্রতি মানুষের টান তখনই বাড়ে, যখন সেটির পেছনে তার টাকা, শ্রম ও ঘাম ব্যয় হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْعَرَ، (ছাঃ) বলেন, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْعَرَ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কবুতরের ডিম পাড়ার জায়গা পরিমাণ অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন'।<sup>৩৫</sup> কোন মসজিদ নির্মাণে বা সংস্কারে সহযোগিতা করলে অথবা মসজিদের ছোটখাটো খেদমতে অংশ নিলে অজান্তেই সেই মসজিদের প্রতি হৃদয়ে এক গভীর মমতা জন্মাবে।

### ১০. মসজিদকে শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার দুর্গ মনে করা :

একাকী ছালাত আদায় করা মানেই হ'ল শয়তানের সহজ শিকারে পরিণত হওয়া। আর মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মুমিন বান্দা এমন একটি সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় পায়, যা তাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ، فَعَلَيْكَ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ، 'কোন জনপদে বা বন-জঙ্গলে তিনজন লোক একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও যদি তারা জামা'আতে ছালাত আদায় না করে, তবে তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব তোমরা জামা'আতকে আঁকড়ে ধর। কারণ নেকড়ে (বাঘ) দলচ্যুত বকরীকেই খেয়ে থাকে'।<sup>৩৬</sup>

সালাফগণ জামা'আতে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে খুবই তৎপর ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবুল মুবারক (রহঃ) বলেন, رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ - يَعْنِي فِي الْجَمَاعَةِ - أَحَذَّ بِلِحْيَتِهِ وَبِكَبِي، 'আমি সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীযকে দেখিছি যদি তার জামা'আতের ছালাত মিস হ'ত, তিনি তার দাঁড়ি ধরে কান্নাকাটি করতেন'।<sup>৩৭</sup> মুহাম্মাদ ইবনে সামা'আহ (১৩০-২৩৩হি.) বলেন, مكنت أربعين سنة لم تفتني التكبير، الأولى إلّا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتني صلاة واحدة في جماعة، 'চাল্লিশ বছরে আমার একদিনও তাকবীরে উলা

ছুটেনি, তবে একদিন ছুটেছে, যেদিন আমার মা মারা গিয়েছিল, সেদিন আমার জামা'আতও ছুটে গিয়েছিল'।<sup>৩৮</sup> শামের কাযী সুলায়মান ইবনে হামযাহ আল-মাকুদেসী (রহঃ) لم أصل الفريضة قط منفردا إلّا مرتين، وكأني لم أصلهما، 'আমি কখনোই ফরয ছালাত একাকী আদায় করিনি; শুধু দুই বার ছাড়া। কিন্তু মনে হয়েছে এই দুই ওয়াক্ত ছালাত আদায়ই করিনি'।<sup>৩৯</sup> অথচ তখন তার বয়স ছিল প্রায় নব্বই বছর। আল্লাহ আমাদেরকে সালাফে ছালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফীক দান করুন! আমীন!

### ১১. মসজিদমুখী ভালো সঙ্গী নির্বাচন করা :

মসজিদমুখী হওয়ার পথে একটি বড় শক্তি হ'তে পারে একজন মসজিদমুখী বন্ধু। মানুষের স্বভাব হ'ল সে তার বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। বন্ধু যদি দীনদার হয়, তবে প্রতিটি আলাপন হবে জান্নাত আর রবের সম্ভ্রুটি নিয়ে। দীনদার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ 'আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর চেহারা কামনায় আহ্বান করে' (কাহফ ১৮/২৮)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভালো ও মন্দ বন্ধুর উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'সৎসঙ্গী এবং অসৎসঙ্গীর উদাহরণ হলো আতর বিক্রেতা এবং কামারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতা হয় তোমাকে আতর উপহার দেবে, অথবা তুমি তার থেকে আতর কিনবে, নতুবা অন্তত তার থেকে সুগন্ধি পাবে। আর কামারের হাপর হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, নতুবা তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে'।<sup>৪০</sup>

জীবনে আমরা যেমন ব্যবসার লাভের জন্য বিশ্বস্ত বিজনেস পার্টনার খুঁজি, তেমনি জান্নাতের মুনাফা গুছিয়ে নিতে মসজিদের জন্য একজন ভালো বন্ধু প্রয়োজন। আপনার পাশের বাড়ির কোন দীনদার ভাই বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে একটি ছোট চুক্তি করুন যে, আযান হওয়ার সাথে সাথে আমরা একে অপরকে মনে করিয়ে দেব। এই ছোট্ট একটি উদ্যোগ আপনার জীবনে কতটা জাদুকরী পরিবর্তন আনতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারবেন না। সারাদিনের ক্লাস্তির পর এশার আযানের সময় আপনার মনে হচ্ছে- 'আজ শরীরটা ভালো লাগছে না, ছালাতটা না হয় বাড়িতেই পড়ে নেই'। ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার মোবাইলে বন্ধুর কল বেজে উঠল অথবা দরজায় কড়া নেড়ে বন্ধু ডাক দিল- 'ভাই! আযান হয়ে গেছে, আমি তো মসজিদের পথে, আপনি তৈরি তো?' বন্ধুর এই একটি ডাক বা ফোন কল মুহূর্তেই আপনার মনের সব অলসতা আর শয়তানি তন্দ্রাকে ভেঙে চুরমার করে দেবে।

৩৩. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

৩৪. আহমাদ হা/১২৪৫৩; তাবারাগী, মু'জামুল আওসাত্ হা/১৫৫৬; ছহীযাহ হা/২২১০, সনদ ছহীহ।

৩৫. ইবনু মাজাহ হা/৭৩৮; ছহীলুল জামে' হা/৬১২৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৭১, সনদ ছহীহ।

৩৬. আবু দাউদ হা/৫৪৭; মিশকাত হা/১০৬৭, সনদ হাসান।

৩৭. আবু নু'আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/১২৬।

৩৮. খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ২/৪০৪।

৩৯. ইবনুল ইমাদ হামলী, শাযারায যাহাব, তাহক্বীক্ : মাহমুদ আরনাউত্ (দামেশক্ : দারু ইবনে কাছীর, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৬হি./১৯৮৬খৃ.), ৮/৬৭।

৪০. বুখারী হা/২১০১; মুসলিম হা/২৬২৮।

একা একা নফসের সাথে যুদ্ধ করে মসজিদে যাওয়া যতটা কঠিন, বন্ধুর হাত ধরে যাওয়া তার চেয়ে হাযার গুণ সহজ। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গড়ে ওঠা এই নির্মল বন্ধুত্বই হ'তে পারে কিয়ামতের দিন আরশের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম।

## ১২. মসজিদমুখী প্রজন্ম গড়ে তোলা :

আজকের শিশু-কিশোররাই আগামী দিনে উম্মাতের কাণ্ডারী। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল বর্তমান প্রজন্ম ক্রমশ মসজিদবিমুখ হয়ে পড়ছে। মসজিদের মিনার থেকে বিমুখ হয়ে স্ক্রিনের মায়াজালে বন্দি হয়ে পড়ছে। অথচ এই প্রজন্মই ছিল ইসলামের প্রাণশক্তি। জুম'আর খুতবায় যে উপচে পড়া ভিড় আমরা দেখি, সেই তারুণ্যের জোয়ার যদি ফজরের জামা'আতেও নিয়মিত পাওয়া যেত, তবে আমাদের সমাজের চেহারাটাই পাল্টে যেত। সর্বত্র শান্তি, ন্যায় আর ইনছাফ প্রতিষ্ঠিত হ'ত। সালাফে ছালেহীন মসজিদ কেন্দ্রিক মানুষ গড়ে তোলার ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। হাতেম আল-আ'ছম (মৃ. ২৩৭হি.) বলেন, একবার আমি জামা'আতের ছালাত মিস করেছিলাম। তখন শুধুমাত্র আবু ইসহাক আল-বুখারী (রহ.) আমাকে সমবেদনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু যদি আমার কোন সন্তান মারা যেত, তাহ'লে অন্তত দশ হাযার মানুষ এসে আমাকে সমবেদনা জানাত। কারণ তারা দুনিয়ার ক্ষতির চেয়ে দ্বীনের ক্ষতিকে হালকা করে দেখে'। বর্ণনাকারী বলেন, وَكَانَ السَّلْفُ يُعْزُونَ أَنْفُسَهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِذَا فَاتَتْهُمْ التَّكْبِيرَةُ وَالْأُولَى، وَسَبْعَةَ إِذَا فَاتَتْهُمْ الْجَمَاعَةُ 'আর সালাফগণ নিজেদেরকে তিন দিন ধরে সমবেদনা জানাতেন, যদি তাদের তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর) মিস হয়ে যেত। যদি পুরো জামা'আত মিস করতেন, তবে সাতদিন পর্যন্ত নিজেকে সমবেদনা জানাতেন'।<sup>৪১</sup>

প্রজন্মকে মসজিদমুখী করতে হ'লে আমাদের কঠোর নয়, বরং মমতাময়ী হওয়া প্রয়োজন। কুফার মুওয়যাযিন যুবাইদ আল-ইয়ামী (রহ.) ছিলেন এক অনন্য কারিগর। তিনি কিশোরদের ডেকে বলতেন, 'তোমরা এসো! ছালাত আদায় কর! আমি তোমাদেরকে বাদাম দিব'। ছালাত শেষে বাচ্চারা তাকে ঘিরে বসত। তাকে এ ব্যাপারে কেউ কেউ কথা শোনাতে তিনি উত্তর দিলেন, 'তাদের জন্য পাঁচ দিরহাম দিয়ে বাদাম কিনে দিতে আমার কিইবা সমস্যা হবে, এর বিনিময়ে যদি তারা ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়!'<sup>৪২</sup> আমরাও আমাদের সন্তান-সন্ততি, নাতি-পুত্র ও তরুণদেরকে এভাবে মসজিদমুখী করার চেষ্টা করতে পারি। তবে এর আগে নিজেদের মসজিদমুখী বান্দা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তাহ'লে ছোটরাও আমাদের অনুসরণ করে আল্লাহর ঘরের মেহমান হওয়ার দীক্ষা পাবে ইনশাআল্লাহ।

একটি সন্তানকে মসজিদমুখী করার পেছনে মা-বাবার ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহ.)-এর জীবন আমাদের এক অনন্য শিক্ষা দেয়। তিনি যখন ইয়াতীম শিশু, তখন তাঁর মহীয়সী মা কনকনে শীতের রাতেও তাঁকে কোলে নিয়ে ফজরের জামা'আতে যেতেন। সন্তানকে মসজিদের ভেতরে জামা'আতে शामिल করিয়ে মা বাইরে অপেক্ষা করতেন। ছালাত শেষে আবার সেই শিশুকে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। মায়ের সেই কষ্টের ফসল বৃথা যায়নি। সেই শিশুটিই পরবর্তীতে উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার এবং ইলমী জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়েছিলেন।

তাই আমরাও আমাদের সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলি যাতে তারা কেবল ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার নয়; বরং আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হবে, আল্লাহর ঘরের নিয়মিত মুছল্লী হিসাবে বরিত হবে। মসজিদমুখী প্রজন্ম গড়ে তোলার মাধ্যমেই মূলত এ জাতির দুর্দশা দূর করা সম্ভব। যে প্রজন্ম মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখবে, পৃথিবীর কোন শক্তি তাদের পরাজিত করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

## মা-বোনদের অন্তর কিভাবে মসজিদমুখী হবে?

শারঈ বিধান অনুযায়ী মহিলারাও মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারে, তবে তাদের জন্য ঘরে ছালাত আদায় করাই উত্তম।<sup>৪৩</sup> এর অর্থ এই নয় যে, মসজিদের সাথে তাদের কোন আত্মিক সম্পর্ক থাকবে না। তারাও বিভিন্ন উপায়ে তাদের অন্তরকে মসজিদের সাথে সংযুক্ত রাখতে পারেন এবং মহা পুরস্কারের অংশীদার হ'তে পারেন। যেমন-

১. পুরুষদের উৎসাহিত করা : একজন নারী তার স্বামী, পিতা, ভাই ও সন্তানদের মসজিদের প্রতি উৎসাহিত করার মাধ্যমে একজন দাঈর ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাদের মসজিদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া, সময়মতো স্মরণ করিয়ে দেওয়া- এইসব কাজে তিনি তাদের সমান ছওয়াবের অংশীদার হবেন ইনশাআল্লাহ।

২. বাড়িতে ছালাতের স্থান নির্ধারণ করা : ঘরে একটি নির্দিষ্ট, পবিত্র ও শান্ত জায়গা ছালাতের জন্য নির্ধারণ করবেন। এই স্থানটি হবে তার ব্যক্তিগত মসজিদের মত। যখনই মসজিদে আযান হবে, তিনি সংসারের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সেই স্থানে ছালাতে দাঁড়িয়ে যাবেন। এতে তার অন্তরও মসজিদের জামা'আতের সাথে সংযুক্ত থাকবে। আর তিনি একাকী ছালাত আদায় করলেও জামা'আতের নেকী পাবেন ইনশাআল্লাহ।

৩. মসজিদে আর্থিক সহযোগিতা : মসজিদ নির্মাণ, সংস্কার বা পরিচালনায় আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করা নারীদের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এক বিশাল সুযোগ। অল্প কিছু অর্থ দিয়েও তিনি আল্লাহর ঘর নির্মাণে অংশ নিয়ে জান্নাতে নিজের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে নিতে পারেন।

৪১. শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুস্তাফরাফ ফী ফাঈল মুসতায়রিফ (বৈরত : আলামুল কুতুব, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৯হি.), পৃ. ১৪।

৪২. যাহাবী, সিয়রু আ'লামিন নুবালা, ৫/২৯৭।

৪৩. আবু দাউদ হা/৫৬৭; মিশকাত হা/১০৬২, সনদ ছহীহ।

৪. দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ : যখন শারঈ পর্দা ও নিরাপত্তার সাথে মসজিদে মহিলাদের জন্য দ্বীনী তা'লীমের ব্যবস্থা থাকে, তখন সেখানে অংশগ্রহণ করা তাদের ঈমানকে সতেজ করার একটি উৎকৃষ্ট উপায় হ'তে পারে। তাছাড়া নিয়মিত জুম'আর ছালাতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমেও তিনি সরাসরি আল্লাহর ঘরের মেহমান হওয়ার সৌভাগ্য হাছিল করতে পারেন।

৫. দো'আ ও ভালোবাসা : মসজিদের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা পোষণ করবেন। তিনি দো'আ করবেন যে, 'হে আল্লাহ! আপনার ঘরকে আবাদ রাখুন। যারা মসজিদের খেদমত করে, তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। যারা ছালাত বিমুখ তাদেরকে মসজিদমুখী করে দিন!' এইভাবে তার নিজের মত করে দো'আ করবেন। তার এই আন্তরিক ও ভালোবাসাপূর্ণ দো'আই তার হৃদয়ে সর্বদা মসজিদমুখী করে রাখবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ ঘরের প্রতি নারীদের আত্মার বন্ধন থাকতে পারে এবং সেই আবেগ কত গভীর হ'তে পারে— সালাফদের যুগ থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। একবার খোরাসান থেকে একটা কাফেলা হজ্জের উদ্দেশে মক্কায় রওনা হ'লেন। তাদের সাথে ছিলেন একজন মহিলা। মসজিদুল হারামে ঢোকার পর মহিলাটি বলতে লাগলেন, **أَيْنَ بَيْتِ رَبِّي؟ أَيْنَ** 'আমার রবের ঘরটা কোথায়? আমার রবের ঘরটা কোথায়?' তাকে বলা হ'ল, 'এখনই আপনি আপনার রবের

ঘরের কাছে পৌঁছে যাবেন'। হারাম চত্তরে ঢোকার পর তিনি কা'বা ঘর দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। অতঃপর তাকে কা'বা ঘর দেখিয়ে বলা হ'ল, 'এটাই আপনার রবের ঘর'। মহিলাটি কাবায় হেলান দিয়ে গালটা কা'বার সাথে মিশিয়ে দিলেন। পরম আবেগে অনবরত কেঁদেই চললেন। আর সেই কাঁনারত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন'।<sup>৪৪</sup>

#### উপসংহার :

পরিশেষে বলব, মসজিদ হ'ল আমাদের ঐক্যের প্রতীক এবং আমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত স্থান। মসজিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা মানে স্বয়ং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেকারণ দুনিয়ার ব্যস্ততা আমাদের যতই গ্রাস করুক না কেন, আযানের সুমধুর ধ্বনি শোনার সাথে সাথে আমাদের অন্তর যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কোন ব্যস্ততা, অলসতা ও পার্থিব কাজ যেন আমাদেরকে আল্লাহর ঘর থেকে বিমুখ করতে না পারে। আসুন! আমরা আমাদের অন্তরকে মসজিদের সাথেই ঝুলিয়ে রাখি, যাতে কিয়ামতের সেই ভয়াল দিনে আমরা আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে 'মসজিদমুখী' বান্দা হিসাবে কবুল করুন। আমাদের অন্তরকে মসজিদের প্রতি গভীর ভালোবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন- আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

৪৪. মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-ফাঙ্কেহী (মৃ. ২৭২হি.), আখবার মাক্কাহ (বেরুত : দারু খিযর, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৪হি./১৯৯৪খ্রি.), ১/১৬৭

### ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

#### খুচরা মূল্য :

- ◆ কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- ◆ বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- ◆ প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিশ্র মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- ◆ বিভিন্ন ফুলের মিশ্র মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- ◆ সরিষা ও লিচু ফুলের মিশ্র মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- ◆ শক্তি প্রাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- ◆ শক্তি প্রাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-



যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

## আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেনা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।

#### সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্র্যাস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

## মিসওয়াকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ\*

মানবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মুখ। যা মহান আল্লাহর যিকর এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রধান মাধ্যম। এই মুখ ও দাঁতকে রোগমুক্ত, সতেজ এবং দুর্গন্ধমুক্ত রাখার জন্য ইসলামে যে সূন্যাহভিত্তিক আমলটি নির্দেশিত হয়েছে তাহ'ল 'মিসওয়াক'। এটি কেবল একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাসই নয়, বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং নবীগণের সূন্যাহর অনুসরণের এক অনন্য মাধ্যম। নিম্নে মিসওয়াকের পরিচয়, এর গুরুত্ব ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তুলে ধরা হ'ল।-

**মিসওয়াকের পরিচয় :** السواك (সিওয়াক) শব্দটি ساك (সাক) শব্দমূল থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল- ঘষা, মাজা বা মর্দন করা। এর সবচেয়ে কাছাকাছি বাংলা প্রতিশব্দ হ'ল দাঁতন। পরিভাষায় দাঁত থেকে হলুদ বর্ণ বা ময়লা দূর করার জন্য কোন গাছের ডাল ব্যবহার করাকে মিসওয়াক বলা হয়।<sup>১</sup> তবে মিসওয়াকের মূল উদ্দেশ্য মুখ পরিষ্কার করা।<sup>২</sup>

### মিসওয়াকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

**১. মানব প্রকৃতি বা ফিত্রাতের অনুমুখ :** মিসওয়াক করা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব বা 'ফিত্রাত'। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، وَالسَّوَاكُ، وَاسْتِئْثَانُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأُظْفَارِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَتَنْفِ الْإِطْبِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَاتِّقَاصُ الْمَاءِ. قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَغْنِي: زَادَ فُتَيْبَةُ، قَالَ وَكَيْفَ: اتِّقَاصُ الْمَاءِ. الْإِسْتِجَاءُ 'দশটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণ (১) গৌফ ছাটা। (২) দাড়ি ছেড়ে দেওয়া। (৩) মিসওয়াক করা। (৪) নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা। (৫) নখ কাটা। (৬) আঙ্গুলের জোড়াসমূহ ধোয়া। (৭) বগলের লোম তুলে ফেলা। (৮) গুণ্ডাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা। (৯) পানি দ্বারা ইত্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করা। যাকারিয়া (রহ.) বলেন, মুছ'আব (রহ.) বলেন, আমি ১০নং আচরণটি তুলে গেছি, তবে মনে হয় তা কুলি করা হবে'।<sup>৩</sup> উল্লেখ্য, আবু আইয়ুব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ, 'চারটি বিষয় নবীদের সূন্যাহ। (১) লজ্জা করা। অন্য বর্ণনায় খাতনা করার কথা রয়েছে (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা (৩) মিসওয়াক করা ও (৪) বিবাহ করা' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।<sup>৪</sup>

**২. রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিগত জীবনে মিসওয়াকের গুরুত্ব :** রাসূলে কারীম (ছাঃ)-এর সমগ্র জীবনে মিসওয়াকের প্রতি

তাঁর গভীর অনুরাগ, যত্ন এবং ভালোবাসা ছিল অতুলনীয়। আমির ইবনু রাবী'আহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে ছিয়াম অবস্থায় অসংখ্য বার মিসওয়াক করতে দেখেছি।<sup>৫</sup> এছাড়া কেবল দাঁত নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছন্নতার জন্য তিনি জিহ্বাও পরিষ্কার করতেন। আবু মুসা আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, وَطَرَفُ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ النَّبِيِّ ﷺ 'একদা আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট

প্রবেশ করলাম, তখন মিসওয়াকের একটি দিক তাঁর জিভের উপর রাখা ছিল'।<sup>৬</sup> অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে মিসওয়াককে এক অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ করেছিলেন।

**৩. ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে মিসওয়াকের গুরুত্ব :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সূন্যাহর অনুসরণে ছাহাবায়ে কেরামও মিসওয়াককে তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আবু সালামাহ বলেন, فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السَّوَاكُ مِنْ أَدْنَى مَوْضِعِ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، 'আমি যায়িদ (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি মসজিদে বসে থাকতেন, আর মিসওয়াক তার কানের ঐ স্থানে লেগে থাকত, যেখানে লেখকের কলম থাকে। অতঃপর যখনই তিনি ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন, মিসওয়াক করে নিতেন'।<sup>৭</sup> আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَيُعْطِينِي السَّوَاكَ لِأَعْسَلُهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَاسْتَاكُ، ثُمَّ أَعْسَلُهُ، وَأَذْفَعُهُ إِلَيْهِ 'আল্লাহর নবী (ছাঃ) মিসওয়াক করে তা ধোয়ার জন্য আমাকে দিতেন। আমি নিজে প্রথমে তা দিয়ে মিসওয়াক করতাম। অতঃপর সেটা ধুয়ে তাঁকে দিতাম।<sup>৮</sup> মিসওয়াকের প্রতি ছাহাবীগণের এই গুরুত্বারোপ প্রমাণ করে যে, মিসওয়াক মুমিনের ব্যক্তিত্ব ও ইবাদতের এক মর্যাদাপূর্ণ অলঙ্কার।

**৪. মিসওয়াক ফরয হওয়ার আশঙ্কা :** ইসলামে যেসকল বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে মিসওয়াক অন্যতম। এর গুরুত্ব ও মর্যাদা এতই বেশী যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটি উম্মতের উপর ফরয বা বাধ্যতামূলক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَمَرْتُ بِالسَّوَاكِ حَتَّى أُمِرْتُ بِالسَّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أُرَدَّ، 'জিবরীল (আঃ) আমাকে (এত বেশী) দাঁতন করতে আদেশ করেছেন যে, তাতে আমি আমার দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করতাম'।<sup>৯</sup> অন্য এক বর্ণনায় ওয়াসেলাহ বিন আসক্বা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَمَرْتُ بِالسَّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ،

১. <https://bn.wikipedia.org/wiki/মিসওয়াক>

২. বুখারী হা/২৭; মিশকাত হা/৩৮১।

৩. মুসলিম হা/২৬১; তিরমিযী হা/২৭৫৭; হযীছল জামে' হা/৪০০৯।

৪. তিরমিযী হা/১০৮০; মিশকাত হা/৩৮২।

৫. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৫, ১/১১৭।

৬. বুখারী হা/১৯৩৪।

৭. বুখারী হা/২৪৪; মুসলিম হা/৬১৫।

৮. আবু দাউদ হা/৪৭; তিরমিযী হা/২৩।

৯. আবু দাউদ হা/৫২; বায়হাক্বী হা/১৭২।

১০. বায়যার হা/৬৯৫২; সিলসিলা হযীহাহ হা/১৫৫৬।



উপস্থিতি হ'তে হবে পরিচ্ছন্ন ও আনন্দদায়ক। এভাবে মিসওয়াক মুমিনের ব্যক্তিত্বকে মার্জিত ও আকর্ষণীয় করার মাধ্যমে সামাজিক বন্ধনকেও সুদৃঢ় করে।

**১০. মিসওয়াক করার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা :** আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দন্ত বিশেষজ্ঞরা মিসওয়াকের বহুমুখী উপকারিতা ও স্বাস্থ্যগত সুফল গুরুত্বের সাথে স্বীকার করেছেন। নিয়মিত মিসওয়াক করা দাঁত ও মাড়ির সুরক্ষায় ঢাল হিসাবে কাজ করে। এটি দাঁতের এনামেল রক্ষা করে ক্ষয়রোধ নিশ্চিত করে এবং মাড়িকে ময়বৃত্ত ও শক্তিশালী করে তোলে। মিসওয়াক মুখের অভ্যন্তরে জমে থাকা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে দুর্গন্ধ দূর করে এবং দীর্ঘক্ষণ মুখকে সতেজ রাখে। যেহেতু মুখের পরিচ্ছন্নতা সরাসরি আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত, তাই নিয়মিত মিসওয়াক করলে ক্ষতিকর জীবাণু পেটে প্রবেশ করতে পারে না। যা হজমপ্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায় এবং পাকস্থলীকে সুস্থ রাখতে বিশেষ সহায়তা করে। এছাড়াও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও গবেষকদের মতে, মিসওয়াকের ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো সচল থাকে, যা স্মৃতিশক্তি প্রখর করতে এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

#### রাসূল (ছাঃ)-এর মিসওয়াকের সময়

**ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে :** নবী করীম (ছাঃ) ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মিসওয়াক করতেন। হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, **كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ يَشْوِصُ فَاهُ**, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তিনি মিসওয়াক দ্বারা তাঁর মুখ পরিষ্কার করে নিতেন'।<sup>২২</sup> আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন রাতে জাগ্রত হ'তেন মিসওয়াক করতেন এবং ওয়ূ করে ছালাত পড়তেন'।<sup>২৩</sup> আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুমানোর সময় মিসওয়াক পাশে রাখতেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে প্রথমেই তিনি মিসওয়াক করতেন'।<sup>২৪</sup>

**ঘরে প্রবেশের পর :** ঘরে প্রবেশ করে তিনি মিসওয়াক করতেন। আয়েশা (রা.) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ**, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন প্রথমে মিসওয়াক করতেন'।<sup>২৫</sup> শুরায়হ ইবনু হানী (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বলুনতো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, 'মিসওয়াক'।<sup>২৬</sup>

**ছালাতের আগে :** ছালাতের আগে তিনি মিসওয়াক করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, **كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكُهُ وَطَهُورَهُ فَيَعْتَهُ اللَّهُ**

(‘রাতের বিতর ছালাতের জন্যে) আমি পূর্বে থেকেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর মিসওয়াক ও ওয়ূর পানির ব্যবস্থা করে রাখতাম। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে ঘুম হ'তে সজাগ করতে চাইতেন, উঠাতেন। তিনি প্রথমে মিসওয়াক করতেন, তারপর ওয়ূ করতেন'।<sup>২৭</sup> ইবনে শিহাব (রহ.) বলেন, **وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم إلى الصلاة حتى يستن،** 'আর রাসূল (ছাঃ) মিসওয়াক না করে কখনও ছালাতে দাঁড়াতেন না'।<sup>২৮</sup>

তিনি ছালাতের ফাঁকে মিসওয়াক করতেন। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, **كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من،** 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন, অতঃপর (ছালাত থেকে) অবসর হয়ে মিসওয়াক করতেন'।<sup>২৯</sup>

**মৃত্যুর আগে :** 'আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমার ঘরে আমার পালার দিনে এবং আমার গণ্ড ও সীনার মধ্যস্থলে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। নবী করীম (ছাঃ) অসুস্থ হ'লে আমাদের মধ্যকার কেউ দো'আ পড়ে তাঁকে বাড়-ফুক করতেন। আমি নবী (ছাঃ)-কে বাড়-ফুক করার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর মাথা আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেন, উচ্ছে সমাসীন বন্ধুর সঙ্গে (মিলিত হ'তে চাই), উচ্ছে সমাসীন মহান বন্ধুর সঙ্গে (মিলিত হ'তে চাই)। এ সময় আব্দুর রহমান ইবনু আব্বাস বকর (রাঃ) আগমন করলেন। তাঁর হাতে মিসওয়াকের একটি তাজা ডাল ছিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন সেদিকে তাকালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর মিসওয়াকের প্রয়োজন। তখন আমি সেটি নিয়ে চিবলাম, ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করলাম এবং নবী (ছাঃ)-কে তা দিলাম। তখন তিনি এর দ্বারা এত সুন্দরভাবে দাঁত পরিষ্কার করলেন যে, এর আগে কখনও এরূপ করেননি। তারপর তা আমাকে দিলেন। এরপর তাঁর হাত ঢলে পড়ল অথবা রাবী বলেন, তাঁর হাত থেকে ঢলে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা আমার থুথুকে নবী (ছাঃ)-এর থুথুর সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। তার এ দুনিয়ার শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে।<sup>৩০</sup>

পরিশেষে বলা যায়, মিসওয়াক আমাদের আত্মিক ও শারীরিক সুস্থতার এক অপূর্ব সমন্বয়। নিয়মিত মিসওয়াক করার অভ্যাস একদিকে যেমন আমাদের আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসাবে গড়ে তোলে, অন্যদিকে সমাজ ও পরিবারে আমাদের ব্যক্তিত্বকে সতেজ ও আকর্ষণীয় করে তোলে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবনকে সুন্যাহর আলোয় আলোকিত করার এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

২২. বুখারী হা/২৪৫, ১১৩৬; মুসলিম হা/৬১৬-৬১৮।

২৩. মুসলিম হা/১৭৭৩।

২৪. আহমাদ হা/৫৯৭৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১১১।

২৫. মুসলিম হা/২৫৩; আহমাদ হা/২৫৫৩; আবু দাউদ হা/৫১।

২৬. মুসলিম হা/২৫৩; মিশকাত হা/৩৭৭।

২৭. মুসলিম হা/৭৪৬; মিশকাত হা/১২৫৭।

২৮. আলবানী, ছহীছুল জামে' হা/৭২৩।

২৯. আহমাদ হা/১৮৮১; নাসাই হা/৭০৫।

৩০. বুখারী হা/৪৪৫১।

## জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য : তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাতছানি

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাঈল-ইরান যুদ্ধে জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য। রক্তাক্ত হচ্ছে জনপদ, শহর, বন্দর, সরকারী-বেসরকারী স্থাপনা। আক্রান্ত হয়েছে সউদী আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, লেবানন প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্র। এসব দেশের মার্কিন ঘাঁটি ও তেল শোধনাগারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অবকাঠামোতে হামলা চালানো হচ্ছে। এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের উৎস। ব্যাহত হচ্ছে বিমান চলাচল ও স্বাভাবিক কাজকর্ম। কর্মহীন হয়ে পড়ছেন প্রবাসীরা। ফলে রেমিটেন্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। এই নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত গত দুই সপ্তাহের যুদ্ধে ইরানের নিহত হয়েছে ১ হাজার ৩৪৮ ও আহত হয়েছে ১৭ হাজারের বেশী বেসামরিক লোক। শিশু নিহত হয়েছে ১৯৩ জন। এর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হচ্ছে ৮ মাস বয়সী এক কন্যা শিশু। যৌথ বাহিনীর হামলায় ইরানের দীর্ঘ ৩৭ বছর যাবত সর্বোচ্চ নেতার দায়িত্বে থাকা সে দেশের প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী (৮৬) নিহত হয়েছেন। তার মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় ছেলে আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনী ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে স্থলাভিষিক্ত হন। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ১১ রামাযান সকাল পৌনে ১০টায় বিনা উসকানীতে যুক্তরাষ্ট্রের লাঠিয়াল ইসরাঈল কর্তৃক ইরানের বেশ কয়েকটি সরকারী স্থাপনায় হামলার মাধ্যমে এই যুদ্ধ শুরু হয়।

এর পর থেকে যুদ্ধের ভয়াবহতা তীব্র থেকে তীব্রতর হ'তে থাকে। সর্বশেষ যুদ্ধের ১৫তম দিনে ইরানের অর্থনীতির 'হৃৎপিণ্ড' হিসাবে পরিচিত ইরানের উপকূল থেকে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত সর্বাধিক তেল উৎপাদনকারী 'খারগ' দ্বীপে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ঘাঁটি থেকে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। 'খারগ' দ্বীপ উত্তর উপসাগরের একটি ছোট্ট কিন্তু কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ তেল টার্মিনাল। এর একদিন পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্বালানি স্থাপনায় হামলা চালিয়ে পাল্টা প্রতিশোধ নিয়েছে ইরান। ভবিষ্যতে আরো বড় ধরনের হামলারও হুমকি দিয়েছে।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের পথে ২৫০০ মার্কিন স্থল সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। জাপানের ওকিনাওয়ায় অবস্থিত নিজেদের ঘাঁটি থেকে ৩১ তম মেরিন এক্সপেডিশনারি ইউনিটের সদস্যরা উভচর যুদ্ধজাহাজ 'ইউএসএস ত্রিপোলিতে' চড়ে রওয়ানা দিয়েছেন। লেবাননে ইসরাঈলী হামলায় ১২ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বোরজ কালাউয়ে একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে চালানো হামলায় নিহতদের মধ্যে চিকিৎসক, প্যারামেডিক ও নার্স রয়েছেন। লেবাননের স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে

লেবাননে ৭৭০ জনেরও বেশী মানুষ নিহত হয়েছে। ইরানের কুর্দিস্তানে নিহত হয়েছে ১১২ জন। আহত হয়েছে ৯৬৯। চলমান এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত ইরানের ৪২ হাজারের বেশী বেসামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই আত্মসনে ঘরবাড়ি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা খাতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

অপরদিকে ইসরাঈলী নিহত হয়েছে ১৫ জন এবং আহত হয়েছে ৩ হাজার ১৯৫ জন। এ তথ্য সরকারী হিসাবে। ইরানের 'ইসলামী বিপ্লবী গার্ড কোর' (আইআরজিসি) গত ১৫মার্চ রোববার ইসরাঈলী লক্ষ্যবস্ত্তে 'সেজিল' ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। ইরানের আধা-সরকারি 'তাসনীম নিউজ এজেন্সি'র খবর অনুযায়ী তেহরান প্রথমবার এই কৌশলগত সলিড-ফুয়েল 'সেজিল' ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করল। যার গতি শব্দের গতির চেয়ে ১৩ গুণ বেশি। এই ক্ষেপণাস্ত্রের আনুমানিক সীমা দুই থেকে আড়াই হাজার কিলোমিটার। ইরাকের এরবলে অবস্থিত 'হারির' মার্কিন বিমানঘাঁটি, এবং কুয়েতের 'আলী আল-সালেম' ও 'আরিফজান' মার্কিন ঘাঁটিও শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দাবী ইরানের। এমনকি ইসরাঈলের পুলিশ সদর দপ্তর ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে বলেও দাবী করেছে ইরান। আইআরজিসি জানিয়েছে, তারা 'অপারেশন ট্রু প্রমিজ-৪'-এর ৫৩তম ধাপের অংশ হিসাবে ড্রোনসহ ১০টি হাইপারসনিক 'ফাতাহ' ও 'কদর' ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে। আইআরজিসি আরো জানিয়েছে যে, তারা পূর্ণ শক্তি নিয়ে নেতানিয়াহকে ধাওয়া ও হত্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোস্তফা খামেনী ইতিমধ্যে চলমান যুদ্ধ প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম বিবৃতিতে বলেছেন, 'এই অঞ্চলে অবস্থিত শত্রুদের ঘাঁটিগুলোতে হামলা অব্যাহত থাকবে। তিনি আরো বলেন, আমরা শত্রুতার ক্ষতিপূরণ দাবী করব। যদি তারা অস্বীকার করে তবে আমরা তাদের সম্পদ যতটা প্রয়োজন জব্দ করব। আর যদি এটা সম্ভব না হয় তবে সমপরিমাণ সম্পদ ধ্বংস করা হবে'।

যুদ্ধ শুরুর পর ইরান বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের ধমনী বলে খ্যাত 'হরমুজ প্রণালী' বন্ধ করার ঘোষণা দেয়। বিশেষ করে ইসরাঈল ও যুক্তরাষ্ট্র বা তাদের মিত্রদেশের কোন জাহাজ হরমুজ প্রণালীতে প্রবেশ করলে আক্রমণ করার হুমকী দেয়। ইতিমধ্যে উক্ত নৌ রুটে ১৬টি পণ্যবাহী জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে। এতে বিশ্ব বাজারে জ্বালানী তেলের দাম বেড়ে যায়। কেননা বিশ্বের জ্বালানী তেলের ২০ থেকে ৩০ শতাংশ সরবরাহের একমাত্র রুট এই 'হরমুজ প্রণালী'। বিশেষ করে সউদী আরব, ইরাক, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মত বড় বড় তেল রপ্তানীকারক দেশগুলো এই পথের উপর নির্ভরশীল। কাতার থেকে উৎপাদিত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) একটি বিরাট অংশ এই পথেই বিশ্ববাজারে প্রবেশ করে। উল্লেখ্য, পশ্চিমে পারস্য উপসাগর এবং পূর্বে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরকে যুক্ত করেছে

‘হরমুজ প্রণালী’। এর উত্তর উপকূলে রয়েছে ইরান এবং দক্ষিণ উপকূলে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানের একটি ছিটমহল। প্রণালীটি প্রায় ১৬৭ কিলোমিটার দীর্ঘ। এর সবচেয়ে সংকীর্ণ অংশটি মাত্র ৩৩ কিলোমিটার চওড়া।

চলমান এই যুদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জনজীবনেও তাত্ক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি তৈরী করছে। বিশেষ করে জ্বালানী সরবরাহ, রপ্তানি বাজার ও প্রবাস আয়ের ওপর। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে নতুন করে চাপ তৈরী হ’তে পারে। কেননা বাংলাদেশের জ্বালানী আমদানীর বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্যের উপর নির্ভরশীল। দেশের মোট ক্রুড অয়েলের প্রায় ৮০ শতাংশ আসে গালফ অঞ্চলের দেশগুলো থেকে। একইভাবে বছরে আমদানি করা প্রায় ছয় মিলিয়ন মেট্রিক টন ‘এলএনজি’র মধ্যে প্রায় চার মিলিয়ন মেট্রিক টন আসে কাতার থেকে। যুদ্ধের কারণে পেট্রোল, বিদ্যুৎ ও নিত্যপণ্যের দামে চাপ তৈরি হচ্ছে। পরিবহন, প্যাকেজিং ও সার উৎপাদনের খরচ বাড়ার ফলে এই দাম আরও বাড়তে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই যুদ্ধ? জবাব হচ্ছে—এটি আধিপত্যবাদের লড়াই। এটি কোন হক-বাতিলের লড়াই নয়। ইসরাঈল ও আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে ‘বৃহত্তর ইসরাঈল’ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্র চায় অস্ত্র ব্যবসাসহ এ অঞ্চলে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করতে এবং জ্বালানী তেল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে। অপরদিকে ইরানও চায় গোটা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে।

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিগত ৩৫ বছর যাবত বিশ্বব্যাপী দাপিয়ে বেড়িয়েছে। যা ইচ্ছা তাই করেছে। কখনো ইরাক দখল করেছে, কখনো আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া, গ্রানাডা। সর্বশেষ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করে ওই দেশটির তেল দখলে নেওয়ার পায়তারা করেছে। প্রতিবেশী দেশ কানাডা ও গ্রীনল্যান্ড দখলের হুমকি দিয়েছে। এই দখল প্রক্রিয়ার মধ্যেই গত ২৮ ফেব্রুয়ারী মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া মানবতাবিরোধী জায়নবাদী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে ইরান আক্রমণ করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়ত ভেবেছিল অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু না, এই হামলাই এখন ট্রাম্পের জন্য বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপরদিকে ইরান শী‘আ মতাবলম্বী একটি রাষ্ট্র। যা সুন্নী মুসলমানদের জন্যও এক বড় হুমকি। কারণ সুন্নী মুসলমানদের ব্যাপারে ইরানের বিগত ইতিহাস কালিমালিগু ও চরম ন্যাকারজনক। লক্ষ লক্ষ সুন্নী মুসলিমকে শী‘আরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন, ইরাকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তারা সুন্নী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যায়ত্ত চালিয়েছে। শী‘আদের আক্কাঁদাও জঘন্য। এরা ইসলামের মহান তিন খলীফা আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে

ন্যাকারজনভাবে গালি দেয় ও লা‘নত করে। আলী (রাঃ) ব্যতীত বাকী তিন খলীফাকে এরা কাফের মনে করে। এমনকি যারা তাদেরকে কাফের মনে করবে না সে সমস্ত মুসলমানদেরকেও এরা কাফের সাব্যস্ত করে। ইসলামে চূড়ান্ত ভাবে হারামকৃত ঠিকা বিবাহ বা ‘নিকাহে মুত‘আ’কে তারা বৈধ ও উত্তম মনে করে। এরা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা‘আতকে কাফের মনে করে বিধায় তাদের যবহকৃত পশুর গোশত খায় না। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) কে এরা যেনাকার মনে করে (নাউযুবিল্লাহ) এবং ১০ই মুহাররাম তাঁর নামে একটি বকরী বেঁধে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে আর ভাবে আয়েশা (রাঃ)-কে দুরী মারছে। রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করার সময় পাশে দাফন করা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর কবরকে উদ্দেশ্য করে এরা ‘লা‘আনাহুমুল্লাহ’ অর্থাৎ ‘আল্লাহ তাদের উপর অভিসম্পাত করুন’ বলে বদদো‘আ করে। শী‘আদের কোন কোন দল হযরত আলী (রাঃ)কেই স্বয়ং আল্লাহ বলে দাবী করে। এরকম বহু আক্কাঁদার বিভ্রান্তি এদের মধ্যে রয়েছে। তাদের মূল টার্গেট মক্কা-মদীনা। ইতিপূর্বে ১৪০০ হিজরীতে এরা ১৭ দিন পবিত্র কা‘বা দখল করে রেখেছিল। পরে সউদী সরকার তাদেরকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের একচ্ছত্র আধিপত্য এটাও কোনভাবে কাম্য নয়।

ইতিমধ্যে এই সংঘাতের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। খোদ আমেরিকার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক পিটার ফ্রান্সোপান বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রকে যে সমস্যা থেকে এখন বেরিয়ে আসতে হবে, তা হলো বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো। কারণ তারা পরবর্তী সময়ে কী ঘটবে তা না ভেবেই একটি প্যাডোরার বাস্ক খুলে দিয়েছে’। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের কি যুদ্ধ বন্ধ করার উপায় আছে? সেটি হ’লে তো ট্রাম্পের বিশ্ব সম্রাট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ধুলায় মিশে যাবে। ট্রাম্প কি পরাজয় মেনে নিয়ে ফিরে যাবেন? সে কথাও আপাতত ভাবা যাচ্ছে না। ইরানও তো তার সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ফলে ধরে নেওয়া যায় যুদ্ধ দীর্ঘ হ’তে পারে, পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও রূপ নিতে পারে।

আমরা ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশত্রু এই উভয় শক্তিরই পতন ও হেদায়াত কামনা করি। আমরা যুদ্ধ নয়, শান্তিতে বিশ্বাসী। আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে আমরা এর শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করি। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাই। বিশেষ করে জাতিসংঘ, ন্যাটো, ওআইসি এ জাতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে এ মুহূর্তে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কারো একচ্ছত্র আধিপত্য নয়, বরং ন্যায্যতার ভিত্তিতে সর্বত্র ইনছাফ কয়েম হৌক এটা শান্তিকামী বিশ্ববাসীর কাম্য। আল্লাহ আমাদের নিরাপত্তা দান করুন এবং যমীনে শান্তি ফিরিয়ে দিন-আমীন!

## বর্ষবরণ উৎসব ও বিজাতীয় সংস্কৃতির থাবা

—মুহাম্মাদ মীয়ানুর রহমান

উৎসব মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং চিত্তবিনোদনের এক অনিবার্য মাধ্যম। ইসলাম মানুষের এই স্বাভাবিক চাহিদাকে অস্বীকার করেনি। বরং সুন্নাহ ভিত্তিক ‘দুই ঈদ’-এর মাধ্যমে এক প্রশান্তিময় ও পবিত্র উৎসবের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে উৎসবের নামে বাদ্য-বাজনা, নগ্নতা, নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণ ও শিরকী কর্মকাণ্ডের যে সয়লাব চলছে, তা মুমিন হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়। বিশেষ করে ‘পহেলা বৈশাখ’ বা বর্ষবরণকে যেভাবে ‘অসাম্প্রদায়িক’ এবং ইসলামী লেবাস পরিয়ে উদযাপিত করা হচ্ছে, তার গভীরে লুকিয়ে আছে মারাত্মক ঈমানবিধ্বংসী উপাদান। সচেতন মুমিন হিসাবে বর্ষবরণের এই অন্ধকার দিকগুলো এবং এর নেপথ্য ইতিহাস জানা আজ সময়ের অপরিহার্য দাবী।

**বাংলা সনের উৎপত্তি ও প্রেক্ষাপট :** ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মুঘল সম্রাট আকবর হিজরী ৯৬৩ সালকে ভিত্তি ধরে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে এবং তাঁর হিন্দু প্রজাদের সম্বলিত করতে ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘তারিখ-ই-ইলাহী’ বা ফসলী সনের প্রবর্তন করেন। এটি মূলত সৌরবর্ষের হিসাব।<sup>১</sup> পরবর্তীতে পাণ্ডিত্য ফতেহ উল্লাহ সিরাজীর মাধ্যমে এটি বর্তমান ‘বাংলা সন’ হিসাবে পরিচিতি পায়।<sup>২</sup> আধুনিক যুগে ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে ১৪ই এপ্রিলকে পহেলা বৈশাখ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। মূলত নববর্ষ কোন উদযাপনের বিষয় নয়। বরং হিসাব কষার দিন।

**পহেলা বৈশাখ উদযাপনের নেপথ্য ইতিহাস :** পহেলা বৈশাখের সূচনা মূলত মোঘল সম্রাট আকবরের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত সংস্কারের ফসল। তৎকালীন সময়ে চান্দ্র হিজরী সনের সাথে ফসলের মৌসুমের অমিল হওয়ায় খাজনা আদায়ে যে জটিলতা হত, তা নিরসনে আকবরের সিংহাসনান্বরণের বছর ৯৬৩ হিজরীকে ভিত্তি করে সৌরবর্ষের হিসাবে ‘ফসলী সন’ বা বাংলা সনের প্রবর্তন করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রজারা খাজনা পরিশোধ করত এবং পরের দিন পহেলা বৈশাখে জমিদাররা ‘হালখাতা’র মাধ্যমে নতুন হিসাব শুরু করতেন। তবে এই উৎসবের গভীরে ছিল আকবরের প্রবর্তিত সমন্বয়বাদী ধর্ম ‘দ্বীন-ই-ইলাহী’র প্রভাব। মূলত তাঁর হিন্দু ভ্রাতাদের তুষ্ট করা এবং হিন্দু প্রজাদের দাবির প্রেক্ষিতে একটি ‘সার্বজনীন’ বা খিচুড়ি মার্কা উৎসব তৈরি করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। ফলে পহেলা বৈশাখ নিছক কোন কর আদায়ের মাধ্যম হয়ে থাকেনি; বরং এটি হয়ে ওঠে হিন্দুয়ানি কৃষ্টি ও বিজাতীয় সংস্কৃতির এক সংমিশ্রিত রূপ, যা মুসলিম উম্মাহর স্বকীয়তাকে লুণ্ঠন করে দেয়।

**বর্তমান বর্ষবরণের চিত্র :** বর্তমানে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান মানেই যেন বিজাতীয় কৃষ্টি ও কুসংস্কারের এক প্রদর্শনী। খার্টি ফার্স্ট নাইটে আতশবাজি ও নাচ-গানের উন্মত্ততা যেমন বিশ্বজুড়ে প্রচলিত, বাংলাদেশে বৈশাখ বরণের চিত্রও ঠিক তেমনি ভয়াবহ। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গানের মাধ্যমে সূর্যকে স্বাগত জানানো মূলত প্রাচীন সূর্যপূজারই নামান্তর। রমনার অশ্বখমূলে (যা প্রচলিত ভুল শব্দে ‘বটমূল’ নামে পরিচিত) ছায়ানটের যে আয়োজনের সূচনা হয়, তার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পায় চারুকলায় ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’র মাধ্যমে। সমৃদ্ধি কামনার দোহাই দিয়ে হাতি, ঘোড়া ও বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি-

মুখোশ নিয়ে যে মিছিল বের করা হয়, তা মূলত পৌত্তলিক সংস্কৃতিরই সফল বিচরণ। অসাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়ে একশ্রেণীর মুসলিম আজ নিজস্ব ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে হিন্দুয়ানি রীতির লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ হচ্ছে। তথাকথিত এই ধর্মনিরপেক্ষ ও মিকশচার উৎসবের আড়ালে মূলত শিরকী ও অশ্লীল সংস্কৃতির বিষবাস্প ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা মুমিনের ঈমানী চেতনার সাথে চরমভাবে সাংঘর্ষিক।

**বর্ষবরণের অন্ধকার দিকসমূহ :** বর্তমানে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে যেসব অনুষঙ্গ যোগ হয়েছে, তা সরাসরি ইসলামী আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন-

**সূর্যপূজা ও মঙ্গল কামনা :** সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গান গেয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো মূলত প্রাচীন সূর্যপূজারই নামান্তর। মঙ্গল শোভাযাত্রার নামে হাতি, ঘোড়া, হুতুম পেঁচা ও বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি-মুখোশ প্রদর্শন করা হয়, যাকে মঙ্গলের প্রতীক মনে করা হয়। অনেকের বিশ্বাস বছরের প্রথম দিন ভালো খেলে বা ভালো পরলে পুরো বছর ভালো যাবে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক’।<sup>৩</sup> দুর্ভাগ্য, মুসলিমরা আজ এসব শিরকী তকমায়ুক্ত মূর্তিকে কল্যাণের বাহন মনে করছে।

**মূর্তি ও রেপ্লিকার মিছিল :** ১৯৮৬ সালে যশোরের ‘চারুপীঠ’ থেকে শুরু হওয়া ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ বর্তমানে শিরকের এক মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছে। শুরুতে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পশুপাখি ও ভুতের রেপ্লিকা ব্যবহৃত হ’লেও বর্তমানে এটি ‘মঙ্গল কামনার’ ধর্মীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে মঙ্গল শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত হাতি, ঘোড়া ও বিভিন্ন মুখোশ সরাসরি হিন্দুয়ানি কৃষ্টির অনুকরণমাত্র। যা মুসলিম তাওহীদী চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। ছবি ও মূর্তির ব্যাপারে ইসলামের বিধান অত্যন্ত কঠোর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি একটিমাত্র ছবি তৈরী করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে আত্মা দিতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু তার জন্য এটি কখনোই সম্ভব নয়’।<sup>৪</sup>

**গান-বাজনা ও অপসংস্কৃতি :** বর্ষবরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে গান-বাজনা। অথচ কুরআন ও সুন্নাহতে বাদ্যযন্ত্রকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে (লোকমান ৩১/৬; মিশকাত হা/৪৫০৩)।

**বেহায়াপনা ও নারী-পুরুষের মিশ্রণ :** উৎসবের নামে তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশা ও অশালীন পোষাক পরিধান সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ জাতীয় নারীদের সম্পর্কে কঠোর ইশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘দুই শ্রেণীর জাহান্নামী রয়েছে, যাদের আমি এখনও দেখিনি। এর মধ্যে একটি শ্রেণী হ’ল- নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায়। এই নারীরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি এত এত দূর থেকে পাওয়া যায়’।<sup>৫</sup> উল্লেখ্য, যে সকল পুরুষ অভিভাবক তার পরিবারে বেহায়া-বেলাপনা ও অশ্লীলতার সুজোগ দেন হাদীছে তাদেরকে ‘দাইয়ুস’ বলা হয়েছে। আর দাইয়ুস কখনো জান্নাতে যাবে না।<sup>৬</sup>

**পান্তা-ইলিশ ও অপচয় :** বর্তমানে পান্তা-ইলিশকে বৈশাখের হাযার বছরের ঐতিহ্য দাবী করা হ’লেও এর ইতিহাস অত্যন্ত নবীন ও

১. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ৭।  
২. গোলাম আহমাদ মোর্তায়া, ইতিহাসের ইতিহাস, পৃ. ১০৫।

৩. আব্দাউদ হা/৩৯১২; ইবনু মাজাহ হা/৩৫০৮; মিশকাত হা/৪৫৮৪।  
৪. বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৮৯।  
৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪।  
৬. হযীছল জামে’ হা/৩০৫২।

কৃত্রিম। ১৯৮৩ সালে ৫ সেপ্টেম্বর বাগিচায় এক আড্ডার মধ্য দিয়ে জনৈক সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ও তাঁর সঙ্গীদের হাত ধরে এর সূচনা হয়।<sup>১</sup> অথচ ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে এক দিনে পান্তা-ইলিশ ভোজনের নামে যে বিপুল অর্থ ব্যয় ও উৎসবের উন্মত্ততা তৈরি করা হয়, তা বিজাতীয় প্রথার অন্ধ অনুকরণ এবং সময়ের চরম অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ অহেতুক কর্মকাণ্ড ও অপচয় মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে না।

**‘ইসলামীকরণের’ নামে ভ্রান্ত সমন্বয়বাদ ও সাংস্কৃতিক জালিয়াতি :** সাম্প্রতিককালে কিছু ইসলামী নামধারী দল বা গোষ্ঠী পহেলা বৈশাখকে ইসলামী লেবাস পরিয়ে বৈধ করার এক অদ্ভুত কসরত করছে। তারা মঙ্গল শোভাযাত্রার বিপরীতে বিভিন্ন ব্যানার নিয়ে রাস্তায় নামছে, বাদ্যযন্ত্রের বদলে ইসলামী সঙ্গীত বা দফের ব্যবহার করছে এবং ‘শুভ নববর্ষ’-এর পরিবর্তে বাংলা নবযাত্রা বা ‘ইসলামী নববর্ষ’ হিসাবে এটিকে জায়েয করার চেষ্টা করছে। এটি মূলত ধ্বিনের মৌলিক আদর্শের সাথে এক ধরণের চতুরতা ও ‘সাংস্কৃতিক জালিয়াতি’।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন সেখানে প্রচলিত ‘নওরোজ’ ও ‘মেহেরজান’ উৎসব দুটিকে তিনি সংস্কার বা ইসলামীকরণ করেননি; বরং সেগুলো সরাসরি বাতিল করে সম্পূর্ণ পৃথক ও পবিত্র দুটি ঈদে প্রচলন করেছেন। মূলত পহেলা বৈশাখের ভিত্তি যেখানে সম্রাট আকবরের ‘দ্বীন-ই-ইলাহী’র সমন্বয়বাদী চিন্তা এবং পৌত্তলিক সূর্যপূজার আবহে তৈরি, সেখানে ইসলামী লেবাস পরানো মানে হ'ল সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটানো। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, ‘তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না’ (বাকুরাহ ২/৪২)।

বিজাতীয় উৎসবের দিনে পাল্টা মিছিল বা সমাবেশ করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সেই দিনটিকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যা মুসলিম উম্মাহর স্বতন্ত্র পরিচয়কে ধ্বংস করে দেয়। এটি প্রকরান্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর সেই হুঁশিয়ারিরই অন্তর্ভুক্ত ‘যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে’।<sup>২</sup> সারকথা হ'ল পহেলা বৈশাখকে ইসলামীকরণ করার চেষ্টা বিষাক্ত পাত্রকে পবিত্র পানি দিয়ে ধুয়ে পান করার নামান্তর। মুমিনের কাজ বিজাতীয় সংস্কৃতির সংস্কার বা অনুকরণ নয়, বরং তা বর্জন করে

নিঃশর্তভাবে কুরআন ও সুন্নাহর সংস্কৃতিতে ফিরে আসা।

**উপসংহার:** বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ইসলামী শরী‘আতের সাথে সাংস্কৃতিক একটি বিজাতীয় সংস্কৃতি। অপরদিকে মুমিন জীবন এলাহী বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে যা পালনীয় ছিল না, এ যুগেও তা ইবাদত বা সংস্কৃতির অংশ হ'তে পারে না। পহেলা বৈশাখের নামে যে শিরকী কর্মকাণ্ডে অর্থের অপচয় এবং নৈতিক অবক্ষয়ের মহড়া চলে, তা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক ভয়াবহ ফিৎনা। সচেতন মুমিনদের উচিত এই অপসংস্কৃতির খাবা থেকে নিজে বাঁচা এবং নিজের পরিবার ও সমাজকে মুক্ত রাখা। নতুন বছর মানেই হায়াত থেকে একটি বছর হারিয়ে যাওয়া এবং কবরের নিকটবর্তী হওয়া। তাই উৎসবের উন্মত্ততায় না মেতে বিগত জীবনের তুল-আস্তির জন্য তওবা করা এবং আগামী দিনে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলার সংকল্প করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

## ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

### বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক ইসলামী বইয়ের বিশুদ্ধ ঠিকানা

কুরআন, হাদীছ, তাফসীর সহ নির্ভরযোগ্য যেকোন ইসলামী সাহিত্য এবং কুওম্বী ও আলিয়া মাদ্রাসার সকল বইয়ের জন্য আমাদের লাইব্রেরীতে আপনাকে স্বাগতম। আপনার প্রয়োজনীয় বইপত্র বিশেষ ছাড়ে সংগ্রহ করতে সরাসরি আমাদের শোরুমে আসুন অথবা অনলাইনে অর্ডার করুন!

### আমাদের শাখাসমূহ

- রাজশাহী শাখা (১) : মাদ্রাসা মার্কেট, রাণীবাজার।  
মোবাইল : ০১৭০৮-৫২৪৫২৫।
- রাজশাহী শাখা (২) : কাদের ম্যানশন, সোনাদিঘীর  
মোড়, সাহেববাজার। মোবাইল : ০১৯৩৭-১৫২০৩৬
- ঢাকা শাখা : মাদ্রাসা মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড।  
মোবাইল : ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫
- অনলাইন শপ (ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেজ) :

www.wahidiya.com

হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৯৭৮-৮৪১৮৪০



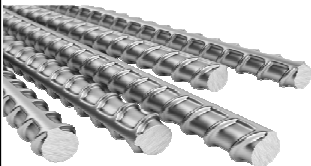
১. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ই এপ্রিল ২০১৪।  
২. আব্দুদাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪০৩৭।

# M/S AL-MANAR STEEL



**Md. Mujtaba Hashemy**  
Proprietor

All kind of MS Rod, Cement wholesale & Retailer



Kadirgonj, Gorhanga (Near to Upohar Cinema Hall), Rajshahi.

+88-01740-966266, +88-01760-282828; ✉ almanarsteel786@gmail.com

## ছালাত কুছর ও জমা করার বিধান : একটি পর্যালোচনা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

ইসলাম একটি শাস্ত, সহজ ও মানবিক জীবনবিধান। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ইবাদতের যেমন সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, তেমনি অস্বাভাবিক বা কষ্টকর মুহুর্তেও ইসলাম দিয়েছে বিশেষ ছাড় বা 'রুখছত'। মুসাফিরের জন্য ছালাত কুছর (সংক্ষিপ্ত করা) এবং প্রয়োজনে জমা (একত্রিত) করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক অনন্য উপহার। উম্মতের কষ্ট লাঘবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরের এই বিধানগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমল করেছেন। তবে বর্তমান যান্ত্রিক যুগে সফরের ধরন ও বাহনে পরিবর্তন আসায় কুছরের মাসআলা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন জাগে। কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলে ছালাত কুছর করতে হবে? কতদিন অবস্থানের নিয়ত করলে মুসাফির থাকা যায়? কিংবা বিমানে বা দ্রুতগামী বাহনে সফরের বিধান কি? আলোচ্য নিবন্ধে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ এবং ছাহাবীগণের আমলের আলোকে ছালাত কুছর ও জমা করার বিধান এবং এতদসংশ্লিষ্ট মাসআলাগুলোর একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা উপস্থাপন করব।

ছালাত কুছরের বিধান :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا, 'আর যখন তোমরা সফর কর, তখন ছালাতে 'কুছর' (সংক্ষেপ) করায় তোমাদের কোন দোষ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদের উত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (নিসা ৪/১০১)। অত্র আয়াত দ্বারা কুছরের ছালাতের বিধান প্রবর্তিত হয়। এতে চার রাক'আত ফরয ছালাত দু'রাক'আত পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ভীতির ছালাত হিসাবে অত্র বিধান নাযিল হ'লেও একই বিধান স্বাভাবিক অবস্থায় সফরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যাতে কোন সুন্নাত-নফল নেই। এছাড়া এতে জমা ও কুছরের বিধানও রাখা হয়, যা ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত (ইবনু কাছীর)। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

فَدَلَّ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ، وَالصَّدَقَةُ رُحْمَةٌ لَا حَتْمَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَقْصُرُوا، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ يَقْصُرُوا فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ إِنْ شَاءَ الْمُسَافِرُ، وَإِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَمَّ فِي السَّفَرِ وَقَصَرَ،

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী প্রমাণ করে যে, ভীতিহীন অবস্থায় সফরে ছালাত কুছর করা হ'ল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ছাদাক্বাহ (উপহার)। আর এই ছাদাক্বাহ একটি অনুমতি মাত্র। আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরদের ওপর কুছর করাকে অবধারিত (ফরয) করে দেননি। এটি আরও প্রমাণ করে যে, মুসাফির চাইলে ভীতিহীন অবস্থায় সফরে ছালাত কুছর করতে পারে (এটি তার ইচ্ছাধীন)। আর আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবগুলোই করেছেন। তিনি সফরে পূর্ণ ছালাতও পড়েছেন এবং কুছরও করেছেন।'

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ-

(১) ইয়া'লা বিন উমাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম (পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে) 'তখন ছালাতে কুছর (সংক্ষেপ) করায় তোমাদের কোন দোষ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদের উত্যক্ত করবে' (নিসা ৪/১০১)। অথচ এখন তো মানুষ নিরাপদ হয়ে গেছে। ওমর (রাঃ) উত্তরে বললেন, 'তুমি যে বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছ, আমিও সে বিষয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, 'এটি (কুছর) একটি ছাদাক্বাহ, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর ছাদাক্বাহ গ্রহণ করো।'

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً-

(২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর ভাষায় ছালাত ফরয করেছেন বাড়ীতে (অবস্থানকালে) চার রাক'আত, সফরে দুই রাক'আত এবং ভয়ের অবস্থায় (যুদ্ধের ময়দানে) এক রাক'আত'।

ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, সফরে ছালাত কুছর করা একটি রুখছত বা অবকাশ। অন্যান্য সাধারণ অনুমতির মতই মুসাফিরের জন্য এটি গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে ইখতিয়ার রয়েছে'।

১. বায়হাক্বী, সুন্নাহুল কুবরা হা/৫৪২১।  
২. মুসলিম হা/৬৮৬; মিশকাত হা/১৩৩৫।  
৩. মুসলিম হা/৬৮৭; মিশকাত হা/১৩৪৯।  
৪. আল-মুগনী, ৩/১২২-১২৩।

জমহুর বা অধিকাংশ বিদ্বানের মত:

অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, সফর অবস্থায় চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত ক্বছর করা পূর্ণ আদায় করার চেয়ে উত্তম।<sup>৫</sup>

ছালাত ক্বছরের দূরত্ব ও সময়সীমা :

ছালাত ক্বছর করা জায়েয হওয়ার জন্য কতদূরে সফর করতে হবে এমর্নে প্রধানত দু'টি অভিমত রয়েছে।

(ক) জমহুর বিদ্বানের অভিমত : জমহুর বিদ্বানগণ মনে করেন কেউ ৪৮ মাইল বা প্রায় ৮০ কি.মি. দূরে সফর করলে সে ছালাত ক্বছর করতে পারবে। এটি ইবনু আব্বাস ও ইবনু ওমর (রাঃ)-এর মত। এ মত গ্রহণ করেছেন ইমাম মালেক, আল-লায়ছ, ইবনু সা'দ, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)।<sup>৬</sup>

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ-

(১) আতা ইবনু আবি রাবাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) চার বুরদ বা তার বেশী দূরত্বে গেলে দুই রাক'আত করে ছালাত আদায় করতেন এবং ছিয়াম ভেঙে দিতেন।<sup>৭</sup>

(২) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقْضِرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ وَهِيَ سِتَّةٌ عَشَرَ فَرَسَخًا، ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) চার বুরদের দূরত্বে ছালাত ক্বছর করতেন এবং ছিয়াম ভেঙে দিতেন।<sup>৮</sup> চার বুরদ অর্থ ছাহাবাদের হিসাবে প্রায় ১৬ ফারসাখ বা ৪৮ মাইল যা আনুমানিক ৮০-৮৮ কিলোমিটার। এই দূরত্ব অতিক্রমকারীকে তাঁরা মুসাফির হিসাবে গণ্য করতেন। মুসাফির হ'লে তাঁরা চার রাক'আতের ছালাত দুই রাক'আত আদায় করতেন।<sup>৯</sup>

(খ) কতিপয় বিদ্বানের অভিমত :

১. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, শরী'আতে বা আরবী ভাষায় যে সকল শব্দের কোন সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি, সেগুলোর অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের প্রচলিত প্রথা বা সামাজিক ধারণার (উরফ) ওপর নির্ভর করতে হবে। (অর্থাৎ সামাজিকভাবে যাকে মানুষ সফর বা ভ্রমণ বলে গণ্য করে, সেটিই সফর। আর যাকে মানুষ সফর বলে গণ্য করে না, সেটি সফর নয়)। এর অর্থ হ'ল আপনি যখন কোন নির্দিষ্ট শহরে যাওয়ার নিয়ত করেন, তখন নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি বলেন যে 'আমি অমুক শহরে

যাচ্ছি, নাকি বলেন যে, আমি অমুক শহরে সফরে যাচ্ছি'?'<sup>১০</sup> এজন্য দেখা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) একেক সময় একেক দূরত্ব অতিক্রম করলে ছালাত ক্বছর করেছেন। যেমন-

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدِ الْهَنْدِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَسَاخٍ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ-

(১) ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াযীদ আল-হনায়ী (রহঃ) বলেন, 'আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে ছালাত ক্বছর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তিন মাইল অথবা তিন ফারসাখ (পথ) ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হ'তেন, তখন তিনি দুই রাক'আত (ক্বছর) ছালাত আদায় করতেন।<sup>১১</sup> এক ফারসাখ সমান তিন মাইল। অর্থাৎ ৯ মাইল দূরে গিয়েই রাসূল (ছাঃ) ছালাত ক্বছর করেছেন।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلِ بْنِ السَّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةِ عَشَرَ، أَوْ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ مَيْلًا، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِيَدِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ-

(২) জুবাইর ইবনে নুফায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গুরাহবীল ইবনে সিমত্ব-এর সাথে সতেরো বা আঠারো মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রামের উদ্দেশ্যে বের হ'লাম। সেখানে তিনি (গুরাহবীল) দুই রাক'আত ছালাত আদায় করলেন। আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে যুল-হুলায়ফাতে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখেছি। আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যা করতে দেখেছি, আমিও ঠিক তেমনই করেছি।<sup>১২</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِبَيْتِ الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا حَمِيْعًا-

(৩) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মদীনায যোহরের ছালাত চার রাক'আত আদায় করলেন এবং যুল-হুলায়ফাতে পৌঁছে আছরের ছালাত দুই রাক'আত আদায় করলেন।<sup>১৩</sup> মদীনা থেকে যুল-হুলায়ফার দূরত্ব মাত্র ১৩ কি.মি।

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'মুসাফির ব্যক্তি প্রত্যেক সফরেই ছালাত ক্বছর করবেন। তবে শর্ত হ'ল,

৫. আল-মুগনী ৩/১২৫।

৬. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, ২/১৮৮।

৭. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৫৩৯৭; ইরওয়া হা/৫৬৮।

৮. বুখারী ৪/৩৩০।

৯. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৪/১২৪।

১০. মাজমূউল ফাতাওয়া ২৪/৪০-৪১।

১১. মুসলিম হা/৬৯১।

১২. মুসলিম হা/৬৯২।

১৩. বুখারী হা/১৫৪৮; মুসলিম হা/৬৯০।



وَإِنْ نَوَى مُفَامَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَى الْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ وَالْيَوْمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّ لَمْ يَحْزُرْ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَانُ بْنُ عَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنَ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَمِنَ الْمُفْهَمَاءِ مَالِكٌ، 'আর যদি কেউ (সফরে থাকাকালীন কোন স্থানে) প্রবেশ করার দিন এবং বের হওয়ার দিন বাদ দিয়ে পূর্ণ চার দিন অবস্থানের নিয়ত করে, তবে তার জন্য ছালাত পূর্ণ করা আবশ্যিক এবং কুছর করা বৈধ নয়। ছাহাবী ওছমান ইবনে আফফান (রাঃ), তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসায়িইব এবং ফক্বীহদের মধ্যে ইমাম মালেক (রহঃ) এই মতটিই পোষণ করেছেন'।<sup>২৫</sup>

ইবনু আদিল বার (রহঃ) বলেন, وَاخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ الْإِقَامَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَيْثُ وَالطَّبْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ إِذَا نَوَى إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أْتَمَّ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فِي رِوَايَةٍ، 'আর তারা বিদ্বানগণ ইক্বামাহ বা অবস্থানের মেয়াদের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ইমাম মালেক, শাফেঈ, লায়ছ, তাবারী এবং আবু ছাওর বলেছেন, যখন কেউ চার দিন অবস্থানের নিয়ত করবে, তখন সে (ছালাত) পূর্ণ করবে। আর এটিই আত্বা আল-খুরাসানি বর্ণিত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসায়িইবের মত।<sup>২৬</sup>

ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, إِنَّهُ إِذَا نَوَى إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أْتَمَّ، وَإِنْ نَوَى ذُوْنَهَا قَصَرَ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبِي ثَوْرٍ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ حَدُّ الْقَلَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ مَنْسَكِهِ ثَلَاثًا. وَلَمَّا أَخْلَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْلَ الذَّمَّةِ، ضَرَبَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا ثَلَاثًا، فَذَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ فِي حُكْمِ السَّفَرِ، وَمَا زَادَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ. 'নিশ্চয়ই যখন কেউ চার দিন অবস্থানের নিয়ত করবে, তখন সে (ছালাত) পূর্ণ করবে। আর যদি এর কম সময়ের জন্য নিয়ত করে, তবে সে কুছর করবে। এটিই ইমাম মালেক, শাফেঈ এবং আবু ছাওর-এর মত। এর কারণ হ'ল, 'তিন' সংখ্যাটি হ'ল স্বল্পতার সীমা। এর প্রমাণ হ'ল নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণী- 'মুহাজিরগণ তাদের হজ্জের কাজ শেষ করার পর (মক্কায়) তিন দিন অবস্থান করতে পারবেন'। এছাড়া হযরত ওমর (রাঃ) যখন যিম্মীদের (অমুসলিম নাগরিক) এলাকা থেকে বের করে দিয়েছিলেন, তখন তাদের মধ্যে যারা ব্যবসায়ী হিসাবে আসত, তাদের জন্য তিন দিন সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। এটিই প্রমাণ করে যে, তিন দিন পর্যন্ত অবস্থানের সময়টি সফরের হুকুমের অন্ত

ভুক্ত। আর এর অতিরিক্ত সময়টুকু 'ইক্বামাহ' বা স্থায়ী অবস্থানের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।<sup>২৭</sup>

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, إِذَا نَوَى أَنْ يُقِيمَ بِالْبَلَدِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَمَا ذُوْنَهَا قَصَرَ الصَّلَاةَ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ. فَإِنَّهُ أَقَامَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَبِهِ نَزَاعٌ. وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ. 'যদি কেউ কোন শহরে (বা এলাকায়) চার দিন বা এর কম সময় অবস্থানের নিয়ত করে, তবে সে ছালাত কুছর করবে। যেমনটি নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় প্রবেশ করার পর করেছিলেন। কেননা তিনি সেখানে চার দিন অবস্থান করেছিলেন এবং ছালাত কুছর করেছিলেন। আর যদি এর চেয়ে বেশী সময় (অবস্থানের নিয়ত) হয়, তবে সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সতর্কতামূলক আমল হ'ল (ছালাত) পূর্ণ করা।<sup>২৮</sup>

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, هذه أربعة أيام قد عزم على إقامتها، فيقصر فيها الصلاة كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نوى أكثر من ذلك أتم، لأن الأصل هو الإتمام، 'এই যে (সর্বমোট) চার দিন, যা সে অবস্থানের দৃঢ় সংকল্প করেছে, সে এতে ছালাত কুছর করবে; যেমনটি নবী করীম (ছাঃ) কুছর করেছিলেন। কিন্তু যখন সে এর চেয়ে বেশী (সময় অবস্থানের) নিয়ত করবে, তখন সে (ছালাত) পূর্ণ করবে। কারণ মূল বিধান হ'ল (ছালাত) পূর্ণ করা এবং ছালাত পূর্ণ করাই হ'ল ওয়াজিব।<sup>২৯</sup> আর এটাই ছিল মদীনাবাসীর আমল।<sup>৩০</sup>

অতএব সফরে কুছরের সময়সীমা হিসাবে ৪ দিনকে একটি গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে তিনজন ছাহাবীর তিন রকম আমল পাওয়া যায়। যেমন—(১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) সফরে ১৯/১৭ দিনের বেশী অবস্থান করলে ছালাত পূর্ণ করতেন। এর কম সময় থাকলে ছালাত কুছর করতেন।<sup>৩১</sup> (২) ইবনু ওমর ১৭/১৫ দিনের বেশী সময় সফরে অবস্থান করলে ছালাত পূর্ণ করতেন এবং এর কম হ'লে ছালাত কুছর করতেন। (৩) আর আনাস (রাঃ) দশ দিনের কম সময় সফরে অবস্থান করলে ছালাত কুছর করতেন।<sup>৩২</sup>

সুতরাং এরূপ ইজতেহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি উপরোক্ত যে কোন একটি অভিমত অনুযায়ী আমল করে তাহ'লে কোন দোষ হবে না ইনশাআল্লাহ।

২৭. আল-মুগনী ২/২১২।

২৮. মাজমুউল ফাতাওয়া ২৪/১৭।

২৯. ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব ১৩/৩৬।

৩০. মুয়াত্তা মালেক হা/১৩৩২-৩৪।

৩১. বুখারী হা/১০৮০।

৩২. বুখারী হা/৪২৯৭; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৭।

২৫. আল-হাজীল কাবীর ২/৩৭১।

২৬. আত-তামহীদ ১১/১৮১।

অনিশ্চিত গন্তব্য ও মেয়াদহীন সফরে ছালাত ক্বছরের বিধান :  
যে ব্যক্তি নিজের কোন প্রয়োজন বা কাজ শেষ করার জন্য  
(কোন স্থানে) অবস্থান করছে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার  
কোন নির্দিষ্ট নিয়ত করেনি, সে ব্যক্তি ছালাত ক্বছর করবে;  
যদিও তার অবস্থানের সময়কাল অনেক দীর্ঘ হয়।

(১) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَقَامَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَفْصُرُ  
(ছাঃ) মক্কা বিজয়ের সময় উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন  
এবং তিনি ছালাত ক্বছর করেছিলেন।<sup>৩৩</sup>

(২) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَصْحَابَ رَسُولِ  
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامُوا بِرَأْمِهِمْ مِزَّةً تِسْعَةَ عَشَرَ  
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ (ইরানের)  
রামহুরমুয নামক স্থানে নয় মাস অবস্থান করেছিলেন এবং  
তারা ছালাত ক্বছর করেছিলেন।<sup>৩৪</sup>

(৩) নাফে' (রহঃ) থেকে বর্ণিত, ইবনু ওমর (রাঃ)  
আযারবাইজানে ছয় মাস অবস্থান করেছিলেন এবং তিনি  
ছালাত ক্বছর করেছিলেন।<sup>৩৫</sup>

غَزَوْنَا خُرَّاسَانَ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,  
فِي زَمَنٍ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّا لَمُحَاصِرُونَ حِصْنًا مِنْ حُصُونِ خَوَارِزْمٍ،  
আমরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে  
খোরাসান যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমরা খাওয়ারিয়মের (Khwarizm)  
দুর্গগুলোর মধ্যে একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলাম।  
সেখানে আমরা দীর্ঘ দুই বছর অবস্থান করেছিলাম এবং  
আমরা দুই রাক'আত করেই ছালাত আদায় করেছি।<sup>৩৬</sup>

বিদ্বানগণ এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, একজন  
মুসাফির ততক্ষণ পর্যন্ত ছালাত ক্বছর করতে পারবেন, যতক্ষণ  
না তিনি (একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে) অবস্থানের দৃঢ় সংকল্প  
করছেন। এমনকি যদি তার অবস্থানের সময়কাল দীর্ঘও হয়।<sup>৩৭</sup>

সফরে ছালাত জমা করার বিধান :

সফরে ছালাত ক্বছর করা যেমন জায়েয তেমনি জমা তাকদীম  
ও জমা তা'খীর করাও জায়েয। অর্থাৎ সফরে যোহর-আছর  
একই সময়ে ও মাগরিব-এশার ছালাত একই সময়ে একত্রে  
আদায় করা যায়। যেমন হাদীছে এসেছে,

(১) মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন، خَرَجْنَا مَعَ  
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّيُ

আমরা  
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ حَمِيْعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ حَمِيْعًا  
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে বের হ'লাম। সেখানে  
তিনি যোহর ও আছর একত্রে এবং মাগরিব ও এশা একত্রে  
আদায় করেন।<sup>৩৮</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  
بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا، وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ -

(২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)  
মদীনায় সাত রাক'আত এবং আট রাক'আত ছালাত আদায়  
করেছেন। অর্থাৎ যোহর ও আছর একত্রে আট রাক'আত  
এবং মাগরিব ও এশা একত্রে সাত রাক'আত ছালাত আদায়  
করেছেন।<sup>৩৯</sup>

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي  
غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ  
يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا حَمِيْعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ  
الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ  
حَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ  
حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ  
الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ

(৩) মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ  
(ছাঃ) তাবুক যুদ্ধের সময় সূর্য ঢলে পড়ার আগে রওনা দিলে  
যোহরকে পিছিয়ে আছরের ওয়াজ্তে নিয়ে যেতেন এবং যোহর  
ও আছর একত্রে আদায় করতেন। আর যদি সূর্য ঢলে পড়ার  
পর রওনা হ'তেন, তবে আছরকে এগিয়ে এনে যোহরের  
সাথে একত্রে আদায় করে নিতেন এবং তারপর যাত্রা শুরু  
করতেন। একইভাবে তিনি যদি মাগরিবের আগে রওনা হ'তেন,  
তবে মাগরিবকে পিছিয়ে এশার সাথে একত্রে আদায় করতেন।  
আর যদি মাগরিবের পর রওনা হ'তেন, তবে এশাকে এগিয়ে  
এনে মাগরিবের সাথে একত্রে আদায় করে নিতেন।<sup>৪০</sup>

সফরে ছালাত জমা' করে আদায় করার শর্তসমূহ :

১. সফরের ছালাত ক্বছর এবং জমা' করার জন্য শর্ত হ'ল-  
ক্বছর করার সমপরিমাণ দূরত্বে সফর করা।

২. অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সফরটি হ'তে হবে বৈধ। সূত্রাং  
কেউ যদি ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে, অশ্লীল কাজে অথবা অন্য  
কোন পাপকাজে লিগু হওয়ার উদ্দেশ্যে সফর করে, তবে তার  
জন্য মুসাফিরের কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা  
জায়েয হবে না।<sup>৪১</sup>

৩৩. বুখারী হা/১০৮০।

৩৪. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৫৪৮০; ইরওয়া হা/৫৭৬।

৩৫. ইরওয়া হা/৫৭৭।

৩৬. সুনান সাঈদ ইবনু মানছুর হা/২৫৮১।

৩৭. তিরমিযী হা/৫৪৮; ইবনু আদ্দিন বার, আল-ইত্তিফাক ২/২৪২;

ইবনুর রশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১৭০।

৩৮. মুসলিম হা/৭০৬।

৩৯. বুখারী হা/৫৪৩; মুসলিম হা/৭০৫।

৪০. আবুদাউদ হা/১২২০; তিরমিযী হা/৫৫৩।

৪১. আল-মাওসু'আতুল ফিক্কাহিয়া ২/২৭৬।

৩. এক বড় সংখ্যক বিদ্বানের মতে, সফরে অবস্থান করার নিয়ত চার দিন অথবা তার কম সময়ের জন্য হ'তে হবে। যদি কেউ এর চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করার নিয়ত করে, তবে সে মুসাফিরের জন্য নির্ধারিত বিশেষ সুবিধাগুলো (ছিয়াম ভঙ্গ করা এবং ছালাত কুছর ও জমা' করা) গ্রহণ করতে পারবে না।<sup>৪২</sup>

৪. সফরে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলো গ্রহণ করা শুরু করবে না, যতক্ষণ না সে তার শহর (বা নিজ এলাকা) থেকে বের হয়।<sup>৪৩</sup>

৫. অধিকাংশ বিদ্বানের মতে শর্ত হ'ল জমা' তাকুদীম-এর ক্ষেত্রে দুই ছালাতের মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। অর্থাৎ দুই ছালাতের মাঝে দীর্ঘ বিরতি না দেওয়া। তবে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর মতে, দীর্ঘ বিরতি না দেওয়া কোন শর্ত নয়।<sup>৪৪</sup>

৬. ছালাত জমা' করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব। অর্থাৎ প্রথমে যোহর এবং এরপর আছর পড়বে। একইভাবে প্রথমে মাগরিব এরপর এশা পড়বে। জমা' তাকুদীম হোক বা জমা' তা'খীর হোক উভয় ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।<sup>৪৫</sup>

উল্লেখ্য যে, মুসাফিরের জন্য দুই ছালাত একত্রে পড়া (জমা' করা) অথবা প্রত্যেক ছালাত তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা উভয়টিরই সুযোগ রয়েছে। তবে উত্তম হ'ল ছালাত একত্রে না পড়া, যতক্ষণ না প্রত্যেক ছালাত তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে কোন কষ্টের সম্মুখীন হ'তে হয়। কিন্তু একটি বিষয়ে সতর্ক করা প্রয়োজন যে, মুসাফিরের উপরও জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। তাই একা একা ছালাত জমা' ও কুছর করার উদ্দেশ্যে জামা'আত ত্যাগ করা জায়েয নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কেউ প্রয়োজনে বাড়ীতে বা সফরে দুই ওয়াক্তের ছালাত জমা' করলে এই দুয়ের মধ্যে কোন সূনাত ছালাত আদায় করতে হবে না। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ (أَي فِي مَزْدَلِفَةَ) كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَيِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا-

(১) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) (মুযদালিফায়) মাগরিব ও এশার ছালাত একত্রে আদায় করলেন। এর প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা ইক্বামত দেওয়া হয়েছিল। তিনি এই দুই ছালাতের মাঝখানে কোন নফল (সূনাত) পড়েননি এবং এদের কোনটির পরেও সূনাত পড়েননি।<sup>৪৬</sup>

৪২. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/১১৩-১১৪।

৪৩. আল-মাওসু'আতুল ফিকুহিয়া ২৭/২৭৯।

৪৪. মাজমুউল ফাতাওয়া ২৪/৫৪।

৪৫. ফাতাওয়া লাজনা-দায়েমাহ ৮/১৩৯।

৪৬. বুখারী হা/১৬৭৩।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقَبَةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بَنِمْرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْفَصْوَاءِ فَرَجَلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا أَتَتْهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَدَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا-

(২) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চলতে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি আরাফাতের ময়দানে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি দেখলেন তাঁর জন্য নামিরা নামক স্থানে একটি তারু খাটানো হয়েছে। তিনি সেখানে অবস্থান নিলেন। অতঃপর যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে পড়ল (অর্থাৎ যোহরের সময় হ'ল), তিনি তাঁর কাছওয়া নামক উটটিকে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি তাতে আরোহণ করে উপত্যকার মাঝখানে পৌঁছে উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে খুবা প্রদান করলেন। তারপর বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন এবং এরপর ইক্বামত দিলেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) যোহরের ছালাত আদায় করলেন। এরপর আবার ইক্বামত দেওয়া হ'ল এবং তিনি আছরের ছালাত আদায় করলেন। আর এই দুই ছালাতের মাঝখানে তিনি অন্য কোন (নফল বা সূনাত) ছালাত আদায় করেননি।<sup>৪৭</sup>

**সফর অবস্থায় নফল ও সূনাত ছালাত পড়ার বিধান :**

সফরে সূনাতে রাতেবা বা সূনাতে মুওয়াক্কাদাহ ছালাত আদায় করতে হবে না। বরং এগুলো না পড়াই সূনাত। তবে ফজরের দুই রাক'আত সূনাত, বেতর ছালাত ও অন্যান্য নফল ছালাত যেমন তাহাজ্জুদ, ছালাতুল ইশরাফু বা ছালাতুয যোহা আদায় করা যাবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

(১) হাফছ ইবনে আছিম (রাঃ) বলেন, 'আমি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন ইবনু ওমর (রাঃ) আমাকে দেখতে এলেন। আমি তাকে সফরে নফল (সূনাত) ছালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, صَحِّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَمَا رَأَيْتَهُ يُسَيِّحُ আমি সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম, কিন্তু তাঁকে (ফরযের আগে-পরে) নফল (সূনাত) ছালাত পড়তে দেখিনি। তিনি আরও বললেন, আমি যদি নফল ছালাত পড়তামই, তবে আমি পূর্ণ চার রাক'আত আদায় করতাম। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।<sup>৪৮</sup>

(২) হাফছ ইবনে আছিম (রাঃ) বলেন, 'আমি মক্কার পথে ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গী হ'লাম। তিনি আমাদের নিয়ে যোহরের ছালাত দুই রাক'আত আদায় করলেন। এরপর তিনি এগিয়ে চললেন এবং আমরাও তাঁর সাথে চললাম,

৪৭. মুসলিম হা/১২১৮।

৪৮. আহযাব ৩৩/২১; মুসলিম হা/৬৮৯।

যতক্ষণ না তিনি তাঁর বিশ্রামস্থলে পৌঁছলেন। তিনি বসলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে বসলাম। হঠাৎ তিনি যেখানে ছালাত আদায় করেছিলেন সেদিকে তাকালে কিছু লোককে সূনাত পড়তে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, তারা সূনাত আদায় করছে। তিনি বললেন, আমি যদি নফল আদায় করতামই, তবে আমি আমার (ফরয) ছালাত পূর্ণ আদায় করতাম। হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম, আল্লাহ তাঁর মৃত্যু না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সফরে দুই রাক'আতের বেশী (ফরযের আগে-পরে সূনাত) পড়েননি। আমি আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম; মৃত্যু পর্যন্ত তিনিও সফরে দুই রাক'আতের বেশী পড়েননি। আমি ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম; মৃত্যু পর্যন্ত তিনিও সফরে দুই রাক'আতের বেশী পড়েননি। এরপর আমি ওহমান (রাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। তিনিও মৃত্যু পর্যন্ত সফরে দুই রাক'আতের বেশী পড়েননি। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ'।<sup>৪৯</sup>

(৩) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوَاتُلِ أَشَدَّ مَعَاهِدَةً** নবী করীম (ছাঃ) সূনাত ছালাতগুলোর মধ্যে ফজরের পূর্বের দুই রাক'আতের মতো অন্য কোনটির প্রতি এত বেশী যত্নবান বা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন না'<sup>৫০</sup>

**عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمِيَّ إِيمَاءَ صَلَاةِ اللَّيْلِ** **إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَأْسِهِ**

(৪) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সফরে থাকাকালীন তাঁর সওয়ারির পিঠে আরোহণ করেই ছালাত আদায় করতেন, বাহনটি তাঁকে যদিকেই নিয়ে যেত সেদিকে মুখ করেই (ইশারায়)। তিনি রাতের ছালাত (তাহাজ্জুদ ও নফল) ইশারার মাধ্যমে সম্পন্ন করতেন, তবে ফরয ছালাতগুলোর ক্ষেত্রে এমনটি করতেন না। আর তিনি তাঁর সওয়ারির পিঠেই বিতরের ছালাত আদায় করতেন।<sup>৫১</sup>

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, **وَيُوتِرُ الْمَسَافِرُ وَيَرَكِعُ سُنَّةَ الْفَجْرِ وَيَسُنُّ تَرَكُّهُ غَيْرَهُمَا وَالْأَفْضَلُ لَهُ** মুসাফির ব্যক্তি বিতর ছালাত এবং ফজরের সূনাত আদায় করবে। তবে এই দু'টি ছাড়া অন্যান্য সূনাত যেমন, যোহর, মাগরিব ও এশার সূনাত বর্জন করা সূনাত। আর সূনাতে রাতের বাদে অন্যান্য নফল ছালাত

৪৯. আহযাব ৩৩/২১; মুসলিম হা/৬৮৯।

৫০. মুসলিম হা/৭২৪।

৫১. বুখারী হা/১০০০; মিশকাত হা/১৩৪০।

আদায় করা মুসাফিরের জন্য উত্তম।<sup>৫২</sup>

### উপসংহার :

ছালাত ক্বছর ও জমা করার বিধানটি মূলত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য এক বিশেষ রহমত ও সহজীকরণ। ইসলামের শাস্ত্বত সৌন্দর্য এই যে, মানুষের সাধ্যাতীত কোন বোঝা চাপিয়ে দেয় না; বরং দীর্ঘ ও ক্লাস্তিকর সফরেও যেন ইবাদতের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, সেজন্যই এই চমৎকার ছাড় দেওয়া হয়েছে।

আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সফর অবস্থায় ক্বছর করা কেবল সুযোগ নয়, বরং এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সূনাতের অনুসরণ। ছাহাবীগণের আমল থেকেও আমরা দেখি যে, তারা সফরের এই সহজতাকে আল্লাহর ছাদাক্বা হিসাবে গ্রহণ করতেন। তবে এই বিধান ব্যবহারের ক্ষেত্রে শারঈ দূরত্বের সীমা ও সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি মেনে চলা আবশ্যিক, যাতে ইবাদতের মূল কাঠামোটি সংরক্ষিত থাকে। স্নানের এই সহজতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতেও যেন আমরা ছালাতের মত মহান ইবাদত থেকে বিচ্যুত না হই। সূতরাং সূনাতের সঠিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সফরের এই বিধানগুলো যথাযথভাবে পালন করাই হোক একজন মুমিনের ঐকান্তিক লক্ষ্য। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!!

৫২. আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়া ১/৪৩৫।

বিসমিল্লা-হির রহমান-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক কিয়ামতের দিন দু'আব্বুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

## আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

### ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধিক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হোন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

### স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

### অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউন্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১  
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।  
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।  
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

## রোজনামাচা : লেখালেখির হাতেখড়ি

-সারওয়ার মিছবাহ

আমি জীবনে যতগুলো চির-যৌবনা বস্তু দেখেছি, 'লেখা' তার মধ্যে অন্যতম। একটি সুলিখিত বইয়ের যৌবন কখনো শেষ হয় না। কখনো তার লেখক পাঠকের মন থেকে আড়াল হন না। তিনি মৃত্যুর পরেও অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকেন তার কলম-কালির মাঝে। অনেক লেখকের নাম শুনলে মনে হয়, হয়ত তিনি বেঁচেই আছেন। অথবা হয়ত কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি দুনিয়া ছেড়েছেন হাযার বছর আগে। যখন শুনি, তিনি হাযার বছর আগের মানুষ, তখন বেশ আশ্চর্য হই। সত্যি! এভাবে লোক-আলোচনায় জীবিত থাকতে শুধু লেখকরাই পারেন।

আমি কখনো কলম দেখে অবাক হই। এই অতি-সাধারণ একটি ছোট্ট বস্তু দিয়ে কিভাবে সবকিছু বদলে দেয়া যায়! কিভাবে মিথ্যা ও বাতিলের বিরুদ্ধে অভেদ প্রাচীর তৈরি করে দেয়া যায়! কিভাবে যালেম-শাহীর মসনদে ভূমিকম্পের মত কাঁপন ধরানো যায়! কিভাবে অনির্বাণ দাবানলের মত পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা যায় অপসংস্কৃতি আর বেহায়াপনার আশ্রাসন! পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবিলায় কিভাবে এই কলম হঠাৎই ধারালো তরবারিতে রূপ নেয়! আমি সত্যিই কলম দেখে অবাক হই।

আমি কলমের কালি দেখে অবাক হই। যে কলমের কালির মাধ্যমে এই ধরণীর বুকে বার বার উত্থান আসে। যুগে যুগে হাযার হাযার বিপ্লবী জীবন দিতে সারিবদ্ধ হয়। আমি বুঝতাম না, লেখকের লেখা কিভাবে বেঁচে থাকে। এরপরে যখন চব্বিশের অভ্যুত্থানে রাজপথে কাযী নযরুলের লেখা 'কারার ঐ লৌহ কপাট' শুনলাম তখন বুঝতে পারলাম, এটাকে বলে লেখার বেঁচে থাকা। 'কারার ঐ লৌহ কপাট' এখনো বেঁচে আছে। যুগে যুগে যখনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ জাগবে, তাদের সাথে জেগে উঠবে 'কারার ঐ লৌহ কপাট...' 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু...' 'চল চল চল...'। এভাবেই যুগে যুগে নযরুল জেগে উঠবে। এভাবে জেগে উঠতে কেবল লেখকরাই পারে।

এজন্য ভাব প্রকাশের সবগুলো মাধ্যমের মাঝে লেখাটাই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা স্থায়ী। এটা অমর। আমরা চাই, আমাদের শিক্ষার্থীরাও লেখক হোক। তারা দুনিয়ার বুকে যে পদচিহ্ন রেখে যাবে সেই পদচিহ্ন মানুষ শতাব্দীকাল ধরে আগলে রাখুক। যদিও আজ আমাদের ছাত্ররা দুনিয়াবী স্বাচ্ছন্দ্য, যশ ইত্যাদির পেছনে পড়ে ভিন্ন মাধ্যমে চলে যায়। হয়ত তারা কলমকে সেভাবে কোনদিনও দেখেনি, যেভাবে আমরা দেখেছি। এর মাঝেও অনেকে আসে লেখা শিখতে। কিভাবে লেখা শুরু করলে পুরোদস্তুর লেখক হওয়া যাবে সে বিষয়ে পরামর্শ চায়। আমরা তাদেরকে কলমী জিহাদের এই উষর প্রান্তরে জানাই আহলান-সাহলান। তোমরা আমাদের ছাদাকুয়ে জারিয়ার খনি। তোমরা আমাদের উত্তরসূরী। তোমাদেরকে কলম ধরা শেখাতেই এই শিক্ষা পরামর্শ।

রোজনামাচা : যখন তুমি কলম ধরা শিখতে যাবে তখন প্রথম সমস্যা হবে, 'লিখতে চাই, তবে কি লিখব সেটা বুঝতে পারছি না'। এজন্য আমরা শুরুর ধাপে রোজনামাচা লেখার পরামর্শ

দেই। রোজনামাচা হ'ল, প্রতিদিন একটি খাতায় তুমি কিছু লিখবে। সেটা তোমার সারাদিনের কাজ হ'তে পারে। সারাদিনের মধ্যে কোন একটি কাজ হ'তে পারে। তোমার দেখা বা তোমার সাথে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা হ'তে পারে। তোমার বন্ধুর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা হ'তে পারে, যা তুমি দেখনি, তবে শুনেছ। আবার ঘটেনি, তবে তুমি মনে মনে ভেবেছ এমন কোন ঘটনা বা চিন্তাও হ'তে পারে।

মোটকথা, তুমি প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি সময় ডায়েরি বা নোটবুক নিয়ে লিখতে বসবে। আমি এখানে অনেকগুলো লেখার বিষয় খুঁজে দিয়েছি। তারপরও এমন হ'তে পারে, কোন লেখাই আসছে না। সেদিন তুমি গুছিয়ে এটাই লিখবে যে, 'আজকে আমার লেখা আসছে না'। লেখা না আসার অনুভূতিগুলো লিখবে। এটাই রোজনামাচা। প্রতিদিনের রোজনামাচা লেখার পরে তারিখ, বার, সময়, স্থান লিখে রাখবে। কারণ তুমি যখন রোজনামাচা লেখায় পাকা হয়ে উঠবে তখন তোমার রোজনামাচার নোটবুক হবে সেই জায়গার ইতিহাস।

পরামর্শদাতা নির্ধারণ : লেখা শেখার যাত্রা অনেক লম্বা। দু'এক মাসে লেখক হওয়া যায় না। লেখালেখির এই লম্বা যাত্রায় যেন তুমি পথ হারিয়ে না ফেল এজন্য একজন পরামর্শদাতার সাথে পরামর্শ করে পথ চলবে। খেয়াল রাখবে, পরামর্শদাতা যেন বিশুদ্ধ আকীদা ধারণকারী লেখক হন। কারণ বাংলা সাহিত্যের হরফে হরফে যৌনতার বিষ রয়েছে। রয়েছে হিন্দুয়ানীর জয়-জয়কার। এজন্য অনেকেই সাহিত্যের পথে চলতে গিয়ে আদর্শ থেকে ছিটকে পড়ে। ভ্রান্ত পথে চলে যায়। তুমি যেন তেমন না হও। তুমি যেন সাহিত্য চর্চা করেও সেই বিষ থেকে মুক্ত থাকতে পার। আবার আমার এই লেখা পড়েই পরামর্শদাতা খুঁজতে বেরিয়ে যেও না। আগে একমাস রোজনামাচা লেখ। যদি ধারাবাহিক একমাস রোজনামাচা লেখা চালিয়ে যেতে পার তবে তোমার এই পথের যাত্রা যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় পরামর্শদাতার সময় নষ্ট করো না।

পরামর্শদাতার সাথে প্রতিদিন যোগাযোগের প্রয়োজন নেই। প্রতি সপ্তাহে একবার সাক্ষাৎ করলেই হবে। তিনি তোমার এক সপ্তাহের লেখায় নযর বুলিয়ে একটি সার্বিক মন্তব্য লিখে দিবেন। কোন বিষয়গুলো ভুল হয়েছে, কোন জিনিসগুলো সামনে খেয়াল রাখতে হবে, আগামী এক সপ্তাহে কোন বইগুলো পড়তে হবে এগুলো বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। সেই দিকনির্দেশনাগুলো মেনে এক সপ্তাহ পড়া-লেখার পরে তুমি আবারো সাক্ষাৎ করবে। আবার আগামীর জন্য দিক-নির্দেশনা আসবে। এভাবেই ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

ধৈর্যের সবক গ্রহণ : একজন লেখককে সর্বপ্রথম ধৈর্যশীল হ'তে হবে। যদি ধৈর্য না থাকে তবে লেখা শেখা যায় না। কারণ লেখালেখি আর ১০টা কাজের মত নয়। কখনো এমন হ'তে পারে, খাতা-কলম নিয়ে বসে আছ, ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, তবে কোন লেখা আসছে না। টানা তিন-চারদিন ধরে লেখা আসছে না। আবার লেখা হচ্ছে, তবে তা নিজেকেই পড়তে ভাল লাগছে না। পরামর্শদাতার কাছে গেলে তিনি সময় দিচ্ছেন না। ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন বা ভিন্ন কোন সময়ে আসতে বলছেন। পরিবার বলছে, লেখক হ'তে হবে না, বজা হও; বক্তব্য শিখ। তুমি দেখছ,

এতদিন ধরে লিখে কেউ কোনদিন মূল্যায়ন করল না। অথচ টুকটাক বক্তব্য শিখে জুম'আর খুৎবা দিলেই পারিশ্রমিক পাওয়া যায়।

এই পরিস্থিতিগুলোতে অনেক শিক্ষার্থী কলম ছেড়ে দেয়। এজন্য তুমি খেয়াল করে দেখবে, জনপ্রিয় লেখকের সংখ্যা বেশী নয়। টুকটাক লেখালেখি করে এমন অনেকেই আছে। তবে দোয়াত-কলমেই জীবন উৎসর্গ করেছেন এমন লেখকের সংখ্যা হাতের আঙ্গুলের মাঝে সীমাবদ্ধ। সুতরাং তুমি যদি সত্যিকারের লেখক হ'তে চাও তবে তোমাকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চাকে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকতে হবে। তারপরে দেখবে হঠাৎই একদিন তোমার কলমের বুক চিরে আলো বিচ্ছুরিত হ'তে শুরু করেছে। সেই আলোয় অনেক দিনের জমে থাকা কষ্টগুলো বরফের মত গলতে শুরু করেছে। তবে তার আগে তোমাকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।

**একই লেখা বার বার আসা :** রোজ নামচা লিখতে গিয়ে আমরা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হই তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল, 'একই লেখা বার বার আসে। নতুন লেখা খুঁজে পাই না'। শুরুর দিকে এই সমস্যা খুবই স্বাভাবিক। কারণ প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের মনের সাথে কলম সংযুক্ত থাকে না। মনের সাথে মুখ সংযুক্ত থাকে। তাই মনের কথাগুলো মুখে অনায়াসে আসলেও কলমে আসতে চায় না। খেয়াল করলে দেখবে, আমরা যখন বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প করি তখন একই গল্প বার বার করি না। বরং আমাদের কাছে এত গল্প থাকে যে একবার করে বললেও সারাদিনে যেন গল্পই ফুরাতে চায় না। অথচ সেই আমি যখন কলম নিয়ে বসছি তখন আমার কলমে আর কোন কথা আসছে না। এজন্য মনের সাথে কলমকে সংযুক্ত করতে হবে। এর পদ্ধতি হ'ল, রোজনাচা। অর্থাৎ মনের সব কথা শুধু মুখেই না বলে প্রতিদিন কিছু কথা কলম দিয়েও বলতে হবে। যদি এভাবে নিয়মিত মনের কথাগুলো কলমে আসতে থাকে তবেই মনের সাথে কলম সংযুক্ত হবে। ধীরে ধীরে দেখা যাবে, মন কলমের মর্যাদা বুঝবে। সারাদিনের সুন্দর সুন্দর কথাগুলো জমিয়ে রাখবে কলমের মাধ্যমে বলার জন্য। এই পরিস্থিতি লিখতে লিখতেই একসময় তৈরি হয়ে যাবে।

**নিজের লেখা নিজের কাছে মনঃপূত হয় না :** কয়েকদিন রোজনাচা লেখার পরে যে সমস্যা প্রকাশ্যে আসে তা হ'ল, 'অন্যান্য লেখকদের লেখা কত সুন্দর! অথচ আমার লেখা নিজের কাছেই ভাল লাগে না'। এটা মূলত একই লেখা বার বার আসার কারণে হয়। আবার লেখার বিষয়বস্তু সুন্দর না হওয়ার কারণেও হ'তে পারে। তবে এখানে ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তুমি নিজের যে লেখা পড়ে হতাশ হচ্ছ সেটা সম্পাদনা করা হয়নি। আর অসম্পাদিত লেখা হ'ল শুধু ইটের তৈরি দেয়ালের মত। যা দেখতে খুব একটা সুন্দর নয়, এবড়ো খেবড়ো। যখন এই দেয়াল প্লাস্টার করা হবে, তারপরে রং করা হবে তখন সেটা দেখতে কতই না সুন্দর হবে। তাই না?

তুমি যে লেখাগুলো পড়ে মন্ত্রমুগ্ধ হও সে লেখাগুলো বহুবার সম্পাদিত। তাছাড়া সব লেখা শুরুর অবস্থায় এমনই থাকে। সেটা যখন ঘষে-মেজে পলিশ করে রং করা হয় তখন সেটার চেহারা বদলে যায়। সুতরাং শুরুর দিকে যেমন হচ্ছে তেমনই হোক। ধাপে ধাপে তুমিও সম্পাদনা শিখবে। তুমিও একটি

লেখা কাটা-ছেঁড়া করে তার চেহারা বদলে দিতে পারবে। সে পর্যন্ত নিজের কাজ চলমান রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, তুমি নতুন। যিনি এই পথে দশ বছর অতিবাহিত করেছেন তার লেখা, আর তোমার লেখা মানের দিক থেকে কখনোই এক হবে না। সুতরাং হতাশ হয়ো না।

**লিখতে বসলে অলসতা কাজ করে :** এটা দুয়েক সপ্তাহ লেখার পরে তুমি অনুভব করবে। লিখতে বসতে মন চাইবে না। এর কারণ হ'ল অনুপ্রেরণার অভাব। তোমার মন তোমাকে বলবে, 'আমার কলমে কোন সুন্দর লেখা আসে না। আমার লেখা পড়ে কেউ প্রশংসা করে না। আমার লেখা কোন পত্রিকায় ছাপা হয় না। এভাবে শুধু লিখে কি লাভ!' দেখ! কারো লেখাই শুরুতে পত্রিকায় ছাপা হয় না। মানুষ প্রশংসা করে না। এটা অনেক দূরের যাত্রা। তবে সেখানে পৌঁছানো অসম্ভব নয়। এর জন্য মেহনত প্রয়োজন আছে, দো'আর প্রয়োজন আছে। যা তোমার মাধ্যমে খুব সম্ভব।

কালী প্রসন্ন ঘোষ লিখেছেন, 'জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার, হাঁটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়, সাঁতার শিখিতে হ'লে আগে তব নাম জলে, আছাড়কে করে হেলা হাঁট বারে বার, পারিব বলিয়া সুখে হও অগ্রসর'। তোমাকেও এতটুকু অনুপ্রেরণা বুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করতে হবে, যেন অনুপ্রেরণা তো দূরের কথা; মানুষ যদি তোমাকে সকাল-বিকেল হতাশার কথা শোনায় তবুও তুমি তোমার কাজে অটল থাকতে পার। এরপরে একটি সময় আসবে, যখন সকলেই তোমাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবে। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম, দো'আ ও দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে এই পরিস্থিতি তোমাকেই তৈরি করতে হবে। লেখালেখির মাঠে চলে এসেছ মানেই তুমি এখন যোদ্ধা। আর অলসতা, অনগ্রহ, অনুপ্রেরণার অভাববোধ হ'ল সাধারণ মানুষের বিষয়। এগুলো কোন যোদ্ধার জন্য সাজে না।

**রোজনাচায় নতুনত্ব :** রোজনাচা লেখার জন্য বেশ কিছু উপাদান ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। তারপরও যদি একঘেঁয়েমি চলে আসে তবে সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু পরামর্শ থাকবে। প্রথমত তোমাকে মনে রাখতে হবে, লেখকরা সর্বদা বাস্তবমুখী হন না। তারা বাস্তবতাকে ব্যবহার করেন। বাস্তবতার সাহায্য নেন। কারণ বাস্তব জীবনে যে ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলো মুখরোচক বা চটকদার হয় না। লেখকরা দেখেন, কোন বিষয়টি অস্বাভাবিক করে প্রকাশ করলে পুরো ঘটনাকে মুখরোচক করে তোলা যায়। তারা বাস্তবতার সেই অংশকে পরিবর্তন করেন। চরিত্রের নাম, জায়গার নাম পরিবর্তন করে ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। বাস্তবতাকে রূপ দেন কল্পনার এক জগতে। এভাবে ছদ্মনাম ব্যবহার করে তুমিও অনেক কিছুই লিখতে পার। শুরুর দিকে এই পদ্ধতি তোমাকে লেখার অনেক উপাদান পেতে সাহায্য করবে।

রম্য লেখার চর্চা করতে পার। রম্য লেখা হ'ল, যা বাস্তব নয় তবে বাস্তবতা সম্পর্কে তথ্য দেয়। যেমন তোমরা আরবী সাহিত্যের 'কালীলা ওয়া দিমনাহ' পড়েছ। তোমরা সিংহ ও ইঁদুরের গল্প পড়েছ। তোমরা শেয়াল ও বকের গল্প পড়েছ। যে গল্পগুলো বাস্তব নয়। তবে মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ অনেক বিষয়ের শিক্ষা বর্ণনা করে। তুমি যদি মনে কর, কোন বিষয়ে সরাসরি

বর্ণনা দিলে তা সমস্যা সৃষ্টি করবে, তবে তুমিও এভাবে রূপক অর্থে গল্প লিখতে পার। এতে করে তোমার উদ্দেশ্যও সাধন হবে, আবার সমস্যাও হবে না।

আরেক ধরনের রম্য লেখা হয়, যেখানে মানুষকেই চরিত্রে রাখা হয়। তবে পাঠক বুঝতে পারে, এখানে যে গল্প বলা হচ্ছে সেটা উদ্দেশ্য নয় বরং লেখক এখানে ভিন্ন কোন তথ্য দিচ্ছেন। এমন লেখার একটি উদাহরণ হ'ল, 'সেদিন এক ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'ভাইয়া! পরীক্ষার জন্য কী 'পরতে' হবে?' প্রশ্ন শুনে আমি একইসাথে অবাক ও বিরক্তবোধ করলাম। বললাম, 'তোমার যে পোশাক ভাল লাগে সেটাই পরতে পারো'। সে কোন পোশাক পরবে সেটাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? আজব দুনিয়া! সে বলল, ভাইয়া! এইসব কি বলছেন? জানতে চাচ্ছিলাম, কি বই 'পরতে' হবে? ওহ! এতক্ষণে বুঝলাম, সে আসলে জানতে চেয়েছে, কী বই 'পড়তে' হবে। 'পরা' আর 'পড়া' দু'টো এক নয়। 'পরা' মানে পরিধান করা। আর 'পড়া' মানে পড়াশোনা করা, ক্ষেত্র বিশেষে তা 'পড়ে যাওয়া' বুঝায়।

**রোজনাট্য ঘষা-মাজা :** আশা করছি, তুমি লেখার অনেকগুলো উপাদান পেয়ে গেছ। আল্লাহ তোমাকে আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে কাজে লেগে থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন। টানা কয়েক সপ্তাহ রোজনাট্য লেখার পরে সময় আসবে সেগুলোকে আরো বেশী সুন্দর করার। রোজনাট্য সুন্দর করার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। প্রথমত রোজনাট্যের গ্রুপ তৈরি করতে হবে। যারা রোজনাট্য লেখে তারা কয়েকদিন পর পর একসাথে বসে একে অপরের রোজনাট্য পড়বে এবং প্রশংসা বা সমালোচনা করবে। যদি গ্রুপ তৈরি করা সম্ভব না হয় তবে অন্তত একজন পাঠক বা সাথী যোগাড় করতে হবে। যে প্রতিনিয়ত রোজনাট্যগুলো পড়বে এবং মন্তব্য লিখে দিবে।

লেখার সমালোচনা শিখতে হবে। বানানগুলো ঠিক আছে কি না, প্রকাশভঙ্গি ঠিক আছে কি-না ইত্যাদি বিষয় মন্তব্য করতে হবে। মনে রাখবে, যতদিন এই সমালোচনা চালু থাকবে ততদিন লেখা উন্নত হবে। যখন সমালোচনা বন্ধ হয়ে যাবে তখন লেখার উন্নতিও বন্ধ হয়ে যাবে। ঝরঝরে বাংলা পড়তে পারে এমন একজন পাঠক থাকা ভাল। সে স্বাভাবিক স্বরে রোজনাট্য পড়ে শোনাবে। এতে সহজেই বোঝা যাবে, কোন বাক্য পরিবর্তন, পরিবর্তন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন। কারণ লেখার মাঝে উচ্চ-নীচু-অসমতল তখনই বোঝা যায়, যখন তা উচ্চস্বরে পাঠ করা হয়।

যদি এতটুকু ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় তবে আমরা একটি রোজনাট্যের প্রাথমিক সম্পাদনার বিষয়ে ধারণা দেব। একটি রোজনাট্য প্রাথমিকভাবে সম্পাদনা করার জন্য প্রথমে দেখতে হবে, কথাগুলো ধারাবাহিক হয়েছে কি-না। যদি ঘটনা বর্ণনায় আগ-পিছ হয়ে যায় তবে তা ঠিক করতে হবে। এরপরে দেখতে হবে, দু'টি বাক্যের মাঝে কোন ফাঁকা বা অস্পষ্টতা থেকে গেছে কি-না। কোন সমস্যা থাকলে সেখানে নতুন বাক্য যোগ করে বাক্যের সমতা রক্ষা করতে হবে। এরপরে দেখতে হবে, প্যারাগুলো ঠিক স্থানে শেষ হয়েছে কি-না। প্যারা হ'ল পাঠকের খামার জায়গা। প্রথমদিকে এটা বোঝা যায় না, পাঠককে কোথায় রেস্ট দিতে হবে। দেখা যায়, বক্তব্যের মাঝে

প্যারা হয়ে যায়। আবার অনেকে তো ইয়া লম্বা লম্বা প্যারা করে। ফলে পাঠক পড়তে গিয়ে অস্বস্তিতে ভোগে।

এরপরে বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধনে শব্দ বা বাক্যাংশ যোগ করতে হবে এবং বাক্যগুলো ঘষামাজা করে চকচকে করতে হবে। আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। মনে কর, আমি দু'টি বাক্য লিখেছি এমন, 'ঘরে খুব গরম। পূর্বদিকের জানালা খুলে দিতেই গায়ে বাতাস লাগল'। এই বাক্য দু'টিকে এভাবে পরিবর্তন করা যায়, 'ঘরজুড়ে ভ্যাপসা গরম। পূর্বের জানালা খুলতেই স্নিগ্ধ শীতল সমীরণ যেন অন্তর ছুঁয়ে গেল'। আবার আরো দু'টি বাক্য যেমন, 'দুপুর বেলা মরুর বুকে হেঁটে চলেছি। ঘামে ভেজা জামায় মাঝে মাঝে বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে'। এই বাক্যটিকে এভাবেও বলা যায় যে, 'কাঠফটা রোদের দুপুরে রসহীন মরুর বুকে অবিরাম পথ চলছি। ঘামে ভেজা স্যাঁতসেঁতে জামায় মাঝে মাঝে বাতাসের শীতল পরশ অনুভব করছি'।

আমি এখানে তেমন কিছুই করিনি। শুধু শব্দ বিশেষণ যুক্ত করেছি। গরম থেকে ভ্যাপসা গরম, দুপুর থেকে কাঠফটা রোদের দুপুর, মরু থেকে রসহীন মরু। এতেই কিন্তু বাক্যের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সুতরাং তোমাকে ভাল লেখক হ'তে হ'লে শব্দ বিশেষণ জানতে হবে। একটি নোটবুকে আলাদা করে বাতাসের নাম, রঙের নাম, অনুভূতির নাম, স্বাদের নাম ইত্যাদি লিখে লিখে মুখস্থ করতে হবে। যেগুলো শব্দ লেখা সম্পাদনার সময় তোমার কাজে আসবে। এভাবে খুব সহজেই তুমি একটি লেখার চেহারা পরিবর্তন করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। প্রাথমিক সম্পাদনার শেষ ধাপ হবে, প্রতিটি বানান আলাদাভাবে যাচাই করা। তারপরে তুমি নিজেই নিজের লেখার পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হবে।

**শেষ কথা :** আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা তোমাদেরক রোজনাট্যের সাথে পরিচিত করিয়েছি। প্রথম ধাপে কিভাবে লিখতে হয়, কি লিখতে হয় এই সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি। শিক্ষার্থী হিসাবে কলম তোমাদের হাতে সর্বদাই থাকে। আমরা চাই, তোমরা আবার নতুনভাবে কলম ধর। শিক্ষার্থী হিসাবে নয়, লেখক হিসাবে। মেহনত ও দো'আর ইহতেমামের মাধ্যমে নিজের কলমকে ক্ষুরের চেয়েও ধারালো বানাও। মনে রাখবে, এটা অনেক যত্নের বিষয়। একটি ক্ষুর হয়ত একবেলায় ধারালো করা যায়। তবে কলমে ধার দিতে বছরের পরে বছর সময় লাগে। তবে কলমে যদি একবার ধার দিতে পার তখন দেখবে কলম দিয়ে সবই কাটা যায়।

আমরা চাই, তোমরা কলমী যোদ্ধা হও। যোদ্ধা হওয়ার যে পদক্ষেপ তা আজ থেকেই শুরু কর। আজ থেকেই রোজনাট্য লেখা শুরু কর। বন্ধুদের সাথে আলোচনা কর। তারাও যেন তোমার সাথী হয়। শিক্ষকদের সাথে আলোচনা কর। তারা যেন তোমাদের সহযোগী হন। তোমাদের জন্য দো'আ করেন। আপাতত রোজনাট্যের দিকনির্দেশনাগুলো মেনে লেখা শুরু কর। আগামী সংখ্যায় আবারো দেখা হবে লেখালেখির ভিন্ন কিছু পরামর্শ নিয়ে।

## দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সর্গর্ভিত বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -সম্পাদক।

## আখ্যার দিনলিপি

-মুহাম্মাদ মুবাশ্শিরুল ইসলাম\*

বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে সমানুপাতিক হারে বেড়েছে নগরবাসীর ব্যস্ততা। শৈশবে মাদ্রাসা-স্কুলের পড়াশোনা, এরপর মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পেরিয়ে স্নাতক-স্নাতকোত্তর এবং সবশেষে কর্মজীবনের ব্যস্ততা। মৃত্যুর আগে যেন কারো থামাথামি নেই। ঠিক তেমনি নাজীবের জীবনেও 'ফুরছত' শব্দটি যেন কেবলই অভিধানসর্বস্ব। পূর্বের শারীরিক দুর্বলতা ও অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার সুযোগে হঠাৎ এক অসুখ সর্বশক্তি দিয়ে নাজীবকে আক্রমণ করে বসল। টানা দুইদিনের জ্বর ও ক্লান্তির একপর্যায়ে বাধ্য হয়েই তাকে হাসপাতালে ভর্তি হ'তে হ'ল।

স্ট্রেচারের ধাক্কায় নাজীবের ঘুম ভাঙল। গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। ব্যথার কারণে হাত-পা নাড়ানো যেন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্যালাইনের পাশাপাশি স্টেরয়েড ইনজেকশন নিতে হচ্ছে। হাসপাতালে আজ তার দ্বিতীয় দিন। সর্বক্ষণের সাথী হিসাবে আছে তার বড় ভাই আদীব। সময়ের পরিক্রমায় আদীব পুরোদস্তুর সাহিত্যিক ও গভীর চিন্তাবোধের অধিকারী হয়ে উঠলেও নাজীবের অগ্রহের সবটুকু বিজ্ঞানে। তবে আদীবের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ আর জীবনমুখী উপলব্ধির দারুণ সব গল্প নাজীব মস্তমুষ্কের মতো শোনে। মনে হয় যেন অন্যরকম এক পৃথিবীতে সে বাস করছে! হাসপাতালেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না।

'এখন তোর কেমন লাগছে?' ঘুম ভাঙতে দেখে এগিয়ে এসে আদীব জিজ্ঞেস করল। 'ভাল লাগছে না, খুব কষ্ট হচ্ছে' হতাশ কর্তে জওয়াব দিল নাজীব। আদীব বলল, ভাল লাগার কথাও নয়। এমনিতে তুই অসুস্থ, তার উপরে চারদিকে তাকিয়ে দেখ, কেমন যেন মৃত্যুর গন্ধ। যদিকেই তাকাই, মনে হচ্ছে মৃত্যুর উপকরণ থরে থরে সাজানো আছে। এই যে খসখসে সাদা বিছানার চাদর, যার উপরে তুই ছটফট করছিস, এর সাথে কাফনের শুভ্রতার কতই না মিল! মাত্রই যদি তোর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, তবে ঠিক এমন তিন খণ্ড সাদা কাপড়ে মুড়িয়ে তোকে কবরে রেখে আসতে হবে! লাশের সাথে তোর পার্থক্য হ'ল, তুই জ্যান্ত আছিস, আর লাশ প্রাণহীন হয়ে মাটির তলে পড়ে থাকে।

আমরা তো প্রায়ই আঁব্বার কবর যিয়ারত করে আসি। কবরস্থানের নিয়মটা একবার ভেবে দেখ। যিয়ারতকারীদের জন্য মাঝখানে ছোট্ট একটি পথ রেখে দু'ধারে সারি সারি কবর থাকে। ঠিক তেমনি এই ওয়ার্ডটাকেও আমার কাছে কবরস্থান মনে হচ্ছে। ডানে-বামে, উত্তরে-দক্ষিণে চেয়ে দেখ, সারি সারি শুভ্র চাদর বিছানো, মাঝখানে চলাচলের পথ; প্রতিটি বিছানাই যেন এক-একটি কবর। বাস্তবেও কিন্তু তাই। এখানে কত মুমূর্ষু রোগী, কত আতর্জিতকার, কত যন্ত্রণা! এদের মধ্য থেকে কতজন নিজ বাড়ির বিছানায় শোয়ার ভাগ্য না পেয়ে সরাসরি কবরস্থানে চলে যাবে, ভাবতে পারিস? এ

যে ১৭ নম্বর বিছানার রোগী, কাল সন্ধ্যায়ও বেঁচে ছিল, কিন্তু মধ্যরাতেই ওপারের ডাক পড়ে গেল! তোরও কিন্তু যেকোন সময় ডাক পড়ে যেতে পারে!

নাজীব মাথা ঘুরিয়ে ১৭ নম্বর বেডের দিকে তাকাল। সত্যিই তো! বিছানাটা এখন খালি পড়ে আছে। হাসপাতালের উঁচু রংচটা ছাদটাকে তার আকাশ মনে হ'তে লাগল, আর বিছানাটা যেন কবর। বয়স কেবল একটা সংখ্যা মাত্র। নিতান্ত তরণ হ'লেও মৃত্যুর ভাবনা নাজীবকে ঘিরে ধরল। আনমনে সে প্রভুর সাথে লেনাদেনার একটা হিসাব কষার চেষ্টা শুরু করল। আমাদের সংক্ষিপ্ত জীবনে কত উত্থান-পতন, কত শত পরিকল্পনা! অথচ আমাদের সকল পরিকল্পনার উর্ধ্বে কেবল আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনাই চূড়ান্ত, যার বাস্তব পরিণতিতে তাকে আজ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে।

নাজীবের বিছানা জানালা বরাবর। পুরনো মরিচাপড়া জানালা দিয়ে তিনতলা থেকে হাসপাতালের মর্গ দেখা যাচ্ছে। জীবনের সমস্ত ব্যাকরণ যেখানে দুর্বোধ্য, সকল হিসাবের খাতা যেখানে নিঃশব্দে বন্ধ! সেই হিমঘরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আদীব। একের পর এক স্ট্রেচার বের হচ্ছে সেখান থেকে। মৃতদেহ শেষবারের মতো হাসপাতালের দুয়ার দিয়ে বের হ'তে দেখে আদীবের চোখের কোণ হঠাৎ ভিজে ওঠে। আদীবের মৌনতা ভেঙে নাজীব শুধায়, 'মানুষ তো মৃত্যুর জন্যই এসেছে ভাইয়া! হঠাৎ এমন আনমনা হয়ে কী ভাবছ?'

কপোল গড়িয়ে আসা অশ্রুটুকু হাতের উল্টোপিঠে মুছে নিয়ে আদীব উত্তর দেয়, 'মানুষের দুনিয়াবী মৃত্যুতেও কত ফারাক রে! আজ যারা এই মর্গ থেকে বের হচ্ছে, তারা হয়তো যন্ত্রণায় মারা গেছে, তবে গাযাবাসীর চেয়ে কম যন্ত্র এদের হয়নি! এরা নিজেদের অক্ষত শরীরসহ একটুকরো জানাঘা পাবে, স্বজনরা পরম মমতায় নিরাপদ স্থানে দাফন করবে। কিন্তু পুরো মুসলিম বিশ্বের অবহেলায় গাযায় যে মৃত্যু নেমে আসে, তা তোকে কে বোঝাবে! বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন শরীর, বুলেটে বাঁঝরা হওয়া মাথা নিয়ে তারা রাস্তায় অহরহ পড়ে থাকে। কেউ কাফন পরায় না, ধ্বংসস্তুপের নিচেই পড়ে থাকে তাদের শেষ শাহাদাতের বাণী।

তুই যদি এখনকার রোগীদের দিকে লক্ষ্য করিস, ঐ যে কমবয়সী এক বাবা। বিছানায় রোগে কাতর, তবুও তার সন্তানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এখনকার প্রতিটি শিশু অস্তত হাফ ডজন লোকের সেবা-শুশ্রূষা পাচ্ছে। কিন্তু গাযায়? বোমা-বারুদে ক্ষতবিক্ষত, ছেঁড়া কাপড় পরা যে বালিকা 'ইয়া আল্লাহ' বলে কাঁদে, তার অধিকার আর বিশ্বের অন্য বাচ্চাদের অধিকার কি সমান নয়? আমরা তো সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখি, তবে গাযার শিশুরা কি ভবিষ্যৎ নিয়ে জন্মায়নি? চিকিৎসা ও খাদ্যহীন মৃত্যুর ভয়ংকর রূপ অবলোকন করে আদীবের সাথে ফিলিস্তিনের হাল ভেবে নাজীবের চোখেও অশ্রু এসে গেল। দুর্বল কর্তে সে উত্তর দেয়, 'তারা শহীদ, তারা মৃত নয়!' একসাথে দু'জনের কশিপত ঠোঁট উচ্চারণ করে 'রাবিবনছুর

\* শিক্ষার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মুসলিমী গাযাহ' (হে রব! গাযাহ মুসলিমদের সাহায্য করুন)। অক্ষুট কর্তের এই কান্নাভেজা উচ্চারণ যেন পুরো পৃথিবীর দো'আয় শামিল হ'ল।

বাইরের রোদের তাপ কেবিনের ভেতর থেকেই আঁচ করা যাচ্ছে। জানালা দিয়ে যথেষ্ট বাতাস প্রবেশ করলেও তাতে যেন আগুনের হলকা। সময়টা তখন যোহর। মেডিকেল ফ্রীণ স্বরে আযান শোনা গেল। ১৩ নম্বর বেডের ফুসফুস আক্রান্ত মুমূর্ষু রোগীটি যেন মৃত্যুর কাছাকাছি উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণকারী হয়েছেন। ছালাতের প্রতি তাঁর অদ্ভুত নিষ্ঠা, প্রভুর প্রতি তাঁর আনুগত্য সত্যিই অতুলনীয়। সার্বক্ষণিক স্যালাইন ও অক্সিজেন চললেও যোহরের আযান শোনা মাত্রই তাঁর উদ্যম বেড়ে গেল। প্রাণান্তকর সংগ্রামে তাঁকে উঠিয়ে বসানো হ'ল। তায়াম্মুম করলেন। বাপসা হয়ে আসা অক্সিজেন মাস্কের ভেতরও তাঁর মুখে প্রশান্তির ছায়া স্পষ্ট, এক স্নিগ্ধ হাসি দেখা যাচ্ছে। স্যালাইনের স্ট্যান্ডটা বেশ উঁচু। ক্লান্ত হাত তুলে তিনি ছালাত আদায় করছেন, যেন বলছেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার মৃত্যু পথযাত্রী'। রোগাটে মুখাবয়ব ও রক্তশূন্যতার ফ্যাকাসে রং ছাপিয়ে তাঁর মুখমণ্ডলে ঈমানী দীপ্তির আভা ছড়িয়ে পড়ল।

নাজীব ও আদীব মন্ত্রমুগ্ধের মতো দৃশ্যটি দেখল। আদীবের কর্ণে বিস্ময়, 'এমন দৃশ্য আমি আমার সমগ্র জীবনে দেখিনি! মানুষ সুস্থ থেকেও আড্ডায় বা কর্মব্যস্ততায় আযানের জবাবটুকু দেওয়ার ফুরছত পায় না। সামান্য গরম বাতাসের হলকায় অতিষ্ঠ হয়ে সবাই জানালা বন্ধ করে দিচ্ছে, অথচ দম ফুরোলেই যে আগুনে তাদের বলসানো হবে, সেই উপলব্ধি ক'জনের আছে? এই বয়স্ক মুছল্লীর ঈমানী দৃঢ়তার কাছে আমাদের যুবকদের আমলের পরিমাপ করতে গেলেই শরীর ঘাম দিয়ে ওঠে'! নীচু করলে উল্টো রক্ত যেন বেরিয়ে না যায়, সেজন্য তিনি হাতটা উঁচু করে ধরে রাখলেন। যেন বলছেন, 'ইয়া রাক্ব! রোগ-শোক-দুর্বলতা তোমার বান্দাকে কাবু করতে পারেনি, তোমার পদতলে সিজদাহ দিতে এই বান্দা কার্পণ্য করেনি। আমাকে জান্নাতে ঠাই দিও প্রভু'!

নাজীবের জ্বরটা বাড়ছে। একটা বেজে পাঁচশ মিনিট, আদীব নাজীবকে ওষুধ খাইয়ে দ্রুতপদে জামা'আত ধরতে ছুটে গেল। বিশাল নোংরা ছাদটা ছোট হয়ে আসছে যেন। শরীরের জড়তা ছাপিয়ে নাজীবের কানে কেউ একজন যেন বলেই চলছে, 'সামান্য রোদপোড়া বাতাসের হলকা সহ্য করতে না পারা বনু আদমের মাথার একহাত উপরে যখন প্রচণ্ড সূর্যটাই ঝুলে থাকবে, তখন তারা কীরূপ হা-হুতাশ করবে'!

নাজীবের অসুস্থতার খবর রটে যেতে বেশী দেরি হ'ল না। আজ হিশামসহ তার বন্ধু-বান্ধব সবাই এসেছে। বিম মেরে থাকা নাজীবের মনটা একটু ভাল করতে হিশাম সহাস্যে বলে উঠল, 'অসুস্থ হয়ে মেডিকলে ভর্তি হওয়ার জন্য তোকে ধন্যবাদ। আজ তোর অসুখ না হ'লে কি আমরা রোগী দেখার এই বিপুল ছুঁয়াব পেতাম'? বিষণ্ণ নাজীবের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। আদীব বলল, 'ডাক্তার বেশ কিছু টেস্ট দিয়েছেন, তোমরা সাথে থাকলে ভালোই হবে'। নাজীবের অবস্থা এতটাই

জটিল যে তাকে কোলে তুলে হুইলচেয়ারে বসাতে হ'ল। তারপরেও বেডের সাথে ধাক্কা খেয়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেল সে।

লিফট বা ট্রলির সামনে রোগীদের জটলা। কারো দু'হাত নেই, কারো পা নেই, কেউ ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটছে। আগুনে পোড়া মানুষেরও কমতি নেই। আদীব অভ্যাসমতো স্মরণ করিয়ে দিল, 'চেয়ে দেখ, আমরা কতটা ভাল আছি, আলহামদুলিল্লাহ'। নাজীব হাঁটতে পারছে না বলে পায়ের অভাব আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। অথচ যাদের পা-ই নেই, তাদের জীবনটা কতটা সংগ্রামের! শরীর সুস্থ থাকতে আমরা ক'জন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি? অথচ অসুস্থ হ'লেই কেবল সুস্থতা চাই।

আল্লাহ চাইলে তো কোন অঙ্গহীন করেও আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাতে পারতেন। স্বার্থের দ্বন্দ্বই আমাদেরকে পিছিয়ে দেয়, সুস্থ থাকতে সুস্থতার দাম আমরা দেই না। কর্তব্যরত চিকিৎসকের রুঢ় আচরণ নাজীবের মনে ভীষণ দাগ কাটল। তার কেবলই মনে হ'তে লাগল, সক্ষম হ'লে পৃথিবীর সবাইকে সে একবার হ'লেও বলত, 'সুস্বাস্থ্য বড় নে'মত, হাসপাতালের গণ্ডি দর্শনের পূর্বেই এর যত্ন করো এবং প্রভুর শুকরিয়া আদায় করো'।

হাসপাতালে নাজীবের টানা তিনরাত ঘুম নেই। রোগীদের চিৎকার, নানামুখী হাহাকার আর মাথার ওপর জ্বলতে থাকা বারোশো ওয়াটের বাতির আলোয় ঘুমানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদীব ওষুধ খাইয়ে দিতে দিতে বলল, 'এই আলো আর চিৎকার-টেঁচামেচিতে তোর ঘুম হচ্ছে না, তাই না? আল্লাহ কত মহান তা তুই এখন বেশী ভালো করে বুঝতে পারবি। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 'আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লাস্তি দূরকারী এবং রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ' (নাবা ৭৮/৯-১০)।

ব্যস্ত নগরীর সারাদিনের কোলাহল শেষে রাতের আঁধারেই শরীর প্রশান্তি পায়। কিন্তু বর্তমান যুবসমাজের দিকে তাকালে দেখি, তারা আল্লাহর এই চমৎকার নে'মতের চরম অবহেলা করছে। গভীর রাত পর্যন্ত স্মার্টফোনে বা আড্ডাবাজিতে মেতে থাকছে, আর কাকডাকা ভোরে ঘুমিয়ে যোহরের আযানের আগে উঠছে। এভাবেই তারা কার্যত নিজের শরীরের আরাম একেবারে নষ্ট করে ফেলছে। নাজীব ধীর কর্ণে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করল। চোখে ঘুম নামাতে এর চেয়ে জাদুকরী কোন পস্থা আপাতত তার জানা নেই।

ভোরের প্রশান্তিময় সময়টায় নাজীব খানিকটা নিশ্চিন্তে ঘুমায়। সকালের স্যালাইন শেষ হ'তে গিয়ে ক্যানলার ব্যথায় তার ঘুম ভাঙল। আজ পবিত্র জুম'আ বার। আশেপাশে আদীবকে দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয়ই সে ফজরের ছালাতে মসজিদে গেছে। অথচ নিয়তির কারণে নাজীব আজ রোগাক্রান্ত হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী। ও মনে মনে ভাবতে লাগল, আজ সে মেডিকলে, কিন্তু কত অযুত কোটি সুস্থ মুসলিম নির্বিঘ্নে ঘুমে ডুবে আছে! দুনিয়ার চাকরির সামান্য বেতনের জন্য তারা ঠিকই ভোরে ওঠে, অথচ ছালাতের মতো হৃদয়স্পর্শী ইবাদত তাদের কাছে নিছক প্রথাগত নিয়মে পরিণত হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর আদীব দ্রুত হেঁটে ফিরে এলো। নাজীবকে তায়াম্মুম করিয়ে বিছানায় শুয়েই ছালাত আদায় করালো। কারণ এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। শেষে আদীবের 'কেমন আছিস'? প্রশ্নের জবাবে নাজীব বলল, 'যেসব সুস্থ মানুষ আজ ফজরে জাগতে পারেনি, তাদের আত্মার ব্যাধি তাদেরকে জাগতে দেয়নি, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে দুই-ই খুইয়েছে। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভাল আছি। কারণ আমার এই দৈহিক রোগ পরকালীন কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না'।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। স্যালাইন চলার ফাঁকে নাজীব খেয়াল করল, আদীব মৃদু স্বরে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছে। সূরা কাহাফের সাপ্তাহিক তিলাওয়াত অন্তরকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত আলোকিত রাখে। নাজীব চোখ বুঁজে সেই তিলাওয়াত শুনে যাচ্ছে। সুস্থ থাকলে সে নিজেই তিলাওয়াত করত, কিন্তু আজ অন্তত সে শুনে রাখতে পারছে। এরপর দুই ভাই মিলে দরুদ পাঠ করতে লাগল। মুসলিম জাতির জন্য দরুদের ফযীলত অনেক। গুনাহ মাফ, মর্যাদা বৃদ্ধি আর সুপারিশ লাভের অন্যতম মাধ্যম এটি।

আজকের জুম'আ নিয়ে নাজীবের অনেক পরিকল্পনা ছিল। জুম'আর পর কবরস্থানে গিয়ে জীবনের শেষ শয্যার কথা ভাববে, আর বিকেলে লাইব্রেরি থেকে বই কিনবে। অথচ আল্লাহর পরিকল্পনার কাছে মানুষের শত পরিকল্পনা কতই না তুচ্ছ! কিন্তু এই পরিকল্পনা ভেঙে যাওয়ার মাঝেও নাজীব এক অদ্ভুত আনন্দ খুঁজে পেল। জুম'আর জামা'আতে সে শরীক হ'তে পারছে না ঠিকই, কিন্তু হাসপাতালের মর্গের ধারে শুয়ে মৃত্যু ও জীবনের নানাবিধ চিন্তায় এই সপ্তাহজুড়ে সে যে আত্মিক উন্নতি সাধন করেছে, তা নিছক বইয়ের পাতা উল্টে কিংবা দুনিয়াবী কোন মোটিভেশনাল স্পিচ শুনে অর্জন করতে পারত না।

টানা এক সপ্তাহের জ্বর, ইনজেকশন আর ডজনখানেক ওষুধের পর অবশেষে সুস্থতার স্বাদ নিয়ে বাড়ি ফেরার আনন্দে নাজীব যেন নবজাতক শিশুর মত দুনিয়ার আলো গায়ে মাখতে লাগল। তার মনে পড়ে গেল, মুমিনরা জান্নাতে প্রবেশ করলে যে যাতনাইন অনন্ত প্রশান্তি পাবে তার কথা। সে কেবলমাত্র দুনিয়াটা দেখার জন্য মাত্র এক সপ্তাহে এত কষ্ট পেল, অথচ কল্পনাতেই সুখের জান্নাতে প্রবেশ করলে কেমন অনুভূতি

হবে! রিকশায় বসে নাজীব আনমনা হয়ে গেল।

আদীব ইতিপূর্বে যতবারই নিজের অন্তরের সাথে কথা বলতে চেয়েছে, মৃত্যুর নির্মমতার কথা সে ভয়ে বেশী ভাবতে পারেনি। কিন্তু নাজীবকে নিয়ে কাটানো এই সপ্তাহে দু'জনের আলোচনায় সেই ভয় কেটেছে। জীবনের প্রতিফলনে পরম করুণাময় আল্লাহর কুদরতের দর্শন অব্যাহত রাখার জন্য তারা পাঠচক্রের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক বৃদ্ধের ঈমানদীপ্ত ছালাত নাজীবকে আমলের কবুলিয়াত নিয়ে ভাবতে শিখিয়েছে। সে ইদানীং ভাবে, 'আমরা যেমন দায়সারা ইবাদত করি, তা কি আল্লাহ কবুল করবেন? আমি আমার রব হ'লে কি নিজের আমলগুলো কবুল করতাম'? আসলেই একজন বান্দা তার নিজের পাপ ও ত্রুটি সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে। সুতরাং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সে যদি নিজের আমলের হিসাব কষে, তবে আত্মার উন্নয়ন কতই না সহজ!

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাড়ির সামনে রিকশা থামল। হাসপাতালের যে দিনগুলো নাজীব শুয়ে-বসে কাটিয়েছে, তাতে সে জীবনের যত পাঠ আর আত্মার পরিশুদ্ধিতা অর্জন করেছে, তা সুস্থতার ব্যস্ততার মাঝে হয়তো সম্ভব হ'ত না। মূলত আমাদের কর্তব্য হ'ল জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আখিরাতে অপরিহার্য নিদর্শনাবলী খুঁজে ফেরা। সমাজ, দেশ এবং নিজের পরিবার থেকে শুরু করে সবকিছু সংশোধনের জন্য খুব বেশী কিছু দরকার নেই। শুধু সুন্দর মন, ছহীহ আক্বীদা এবং জীবনের প্রতিটি ধাপে চিন্তাশীল পদক্ষেপই আমাদেরকে পৌঁছে দেবে কাজক্ষিত সফলতার সর্বোচ্চ চূড়ায়! আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!



## দারুল আব্বার লাইব্রেরী

এখানে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর পাঠ্যবই, 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল বই এবং 'তাকসীর পাবলিকেশন'-এর তাকসীর ইবনে কাছীর সহ বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ ভিত্তিক সকল বই পাওয়া যায়।

৩৪ নর্থকেক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪



## ক্বাহী হারুণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং  
০০১৩৫২৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহু

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছ ভাই ও বোনেরা! ক্বাহী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাহী হজ্জ কাফেলা) বিপত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিপত্তি নিয়তে ও সুল্লাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জরত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

### আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহর সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সন্তবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহর যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

### বি: দ্র:

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহর প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাহী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্টাট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।  
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাহী হারুণর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

## কবিতা

## সুন্নাহর গ্রহী

-মুহাম্মাদ আলী আকবর  
বদরগঞ্জ, রংপুর।

সুন্নাহর পথে অবিচল থাকি  
দ্বীনের কাজে না দিই ফাঁকি  
বুকে জ্বালিয়ে ঈমান  
মিথ্যা প্রথার শৃঙ্খল টুটে  
হকের নিশান ধরি শক্ত হাতে  
মানি নবীর ফরমান।  
ফৎওয়াবাজির মোহজাল ছিঁড়ে  
ফিরে আসি কুরআন-সুন্নাহর নীড়ে  
সুদৃঢ় দ্বীনের নিশানায়,  
যতই আসুক বাধা-তুফান  
সুন্নাহর তরে সঁপে দেব জান  
নিষ্ঠীক আমি সব সীমানায়।  
ওহে মুসলিম জাগো তবে আজ  
সুন্নাহর সাজে সাজাও সমাজ  
অহি-র জ্ঞানে বুক ভরিয়া,  
বাতিল শক্তি করো দলন  
সুন্নাহর পথে করো বিচরণ  
যাও পুলছিরাত তরিয়া।

## পিতা-মাতার সেবা

-আব্দুল্লাহ আন-নোমান, সিরাজগঞ্জ।

পিতা-মাতা আছে যাদের শোন দিয়ে মন,  
পিতা-মাতার সেবাই হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ ধন।  
মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত রাসুলের ফরমান,  
পিতা খুশি হ'লেই খুশি স্বয়ং রহমান।  
না খেয়ে মা খাইয়েছিল রাত জেগেছে কত,

## হালাল প্রয়েন্ট বিডি

নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তৈরি ১০০% খাঁটি পণ্যের নিশ্চয়তা

## আমাদের পণ্যসমূহ

- ◆ সরিষার তৈল
- ◆ ১০০% খাঁটি খেজুরের গুড়
- ◆ আখের গুড়
- ◆ ১০০% খাঁটি আখের গুড়
- ◆ হোম মেড বি
- ◆ প্রাকৃতিক চাকের খাঁটি মধু
- ◆ হাতে তৈরি গমের আটার সেমাই
- ◆ খাঁটি খেজুর গুড় (ঝোলা, পাটালি, দানাদার ও বিচ গুড়)
- ◆ ফরমালিন মুক্ত সকল ধরনের আম ও লিচু ইত্যাদি।

বি.দ্র. দেশের যেকোন স্থানে খুচরা ও পাইকারী সরবরাহ করা হয়।

## সার্বিক যোগাযোগ

শ্রীঃ খুরশেদ আলম  
মোবাইল : ০১৭৫১৪৭৫৩৬২  
বানেশ্বর, পুটিয়া, রাজশাহী

facebook.com/khurshad.rony  
Facebook Page : হালাল প্রয়েন্ট বিডি  
E-mail : khurshadrony607@gmail.com  
Whatsapp : 01863024259

পিতা সয়েছে রৌদ্র-দহন লুকিয়ে কত ক্ষত।  
জোয়ান হয়ে ভাবিস বুঝি সব করেছিস জয়?  
পিতা-মাতার চোখের পানি তোর যে পরাজয়!  
ভুলিস যদি তাদের ব্যথা অহংকারের ঘোরে,  
আল্লাহর আযাব তখন হানবে আঘাত তোরে!  
অটালিকা, ধন-সম্পদ, সবই হবে ছাই,  
পিতা-মাতার দো'আর চেয়ে দামী কিছু নাই।  
তাই তো বলি, ওরে যুবক তরুণ ওরে প্রাণ!  
পিতা-মাতার সেবায় যদি কাটাস দিনমান,  
খুশী হয়ে তারা যদি দো'আ করে যায়,  
জান্নাতী সুখ পাবি তবে উভয় দুনিয়ায়।

## আহলেহাদীছ পরিচয়

-আবু রায়হান, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

আমি বিপ্লবী বীর পথ চলি আমি নবীর সুন্নাহ ধরি  
শিরক ও কুফর, বিদ'আতি প্রথা সব করি খান-খান!  
ভ্রান্তির পথে পা না বাড়িয়ে চলি আল্লাহকে স্মরি  
আগা-গোড়া আমি আহলেহাদীছ এটাই তো সম্মান!  
অন্ধ অনুকরণ করি না কভু মানি না অহী ছাড়া  
রাসুলের চেয়ে বড় কোন পীর দুনিয়ার বুকে নাই!  
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এই দুই শ্রবতারার  
ছিরাতুল মুস্তাক্কীম খুঁজে পেতে শুধু এই দু'টো চাই।  
মানুষের গড়া ফৎওয়া যখন ঢেকে দেয় হকের পথ  
বিদ্রোহ করি হাতে তুলে নিই দলীলের তলোয়ার!  
যে পথে চলেছেন সালাফ মোদের সেই পথ মোর পথ  
তন্ত্র-মন্ত্র পিছে ফেলে করি সত্যের বিস্তার।  
ওহে মুসলিম! কেন ভুলে যাস রবের সে পয়গাম?  
মিথ্যা মোহেতে মজিয়া আছিস ভুলে গিয়ে নিজ দ্বীন  
আহলেহাদীছ যুগে যুগে করে সুন্নাহর এহতেমাম  
হকের আলোতে মুছে দেয় তারা বিজাতীয় সব দ্বীন।  
গর্বিত আমি ছহীহ পথের পেয়েছি যে সন্ধান  
নবীর চরণ-চিহ্ন ধরেই পার হবো পুলছিরাত  
আহলেহাদীছ পরিচয়ে মোর জুড়িয়েছে আজ প্রাণ  
আল্লাহর রাহে সঁপে দিলাম আমার এই জীবন!

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য  
যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪



## Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

## আমাদের পণ্য সমূহ

- ▶ আম (মৌসুমি)
- ▶ লিচু (মৌসুমি)
- ▶ সকল প্রকার খেজুর
- ▶ মরিচের গুঁড়া
- ▶ হলুদের গুঁড়া
- ▶ আখের গুড় (মৌসুমি)
- ▶ খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- ▶ খাঁটি মধু
- ▶ খাঁটি গাওয়া ঘি
- ▶ খাঁটি নারিকেল তৈল (এছাড়া ভাবিন)
- ▶ খাঁটি সরিষার তৈল
- ▶ খাঁটি জয়ন্তনের তৈল
- ▶ খাঁটি নারিকেল তৈল
- ▶ খাঁটি কালো জিরার তৈল
- ▶ নাটোরের কাঁচাপোল্লা ও বগুড়ার দই

## যোগাযোগ

- ① facebook.com/banglafoodbd
- ② E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
- ③ Whatsapp & lmo : 01751-103904
- ④ www.banglafoodbd.com



SCAN ME

## স্বদেশ

### দাদনের ফাঁদে নিঃস্ব প্রান্তিক পোলট্রি খামারীরা

সরকারী সূত্রে পরিকল্পনার অভাবে মহাজনদের উচ্চ সূদের দাদনের ফাঁদে পড়ে আজ প্রায় নিঃস্ব দেশের প্রান্তিক পোলট্রি খামারীরা। প্রতিটি ডিম উৎপাদনে সাড়ে ৯ টাকা খরচ হলেও দাদনের কঠিন শর্তে তা মাত্র ৬ টাকায় সেই মহাজনদের কাছেই বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। এই অব্যাহত লোকসান ও ঋণের চাপে পুঁজি হারিয়ে গত পাঁচ বছরে গাযীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের মতো প্রধান উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ খামারী ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন। অনেকেই দিশেহারা হয়ে ফেরারী জীবন কাটাচ্ছেন। এমনকি কেউ কেউ আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছেন। এদিকে ডিমের উৎপাদনকারী না হয়েও দাদন ব্যবসায়ীরা মহাজন, দাদনের ফড়িয়া ও পাইকারী বিক্রোতা-এই তিন স্তরের শক্তিশালী সিঙিকেট তৈরি করে পুরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। দাদনের শর্তের বেড়া জালে আটকে খামারীরা সরাসরি ঢাকার বড় আড়তে ডিম বিক্রি করতে পারছেন না। খামারী ও সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, প্রাণিসম্পদ বিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশ ও বাজার তদারকির অভাবে প্রান্তিক খামারীরা আজ ধ্বংসের মুখে এবং পুরো পোলট্রি খাতটি ধীরে ধীরে করপোরেট কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া দখলে চলে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে সাধারণ ভোক্তাদের জন্যও ডিমের দামে চরম সংকট ডেকে আনবে।

[মাছ-মাংসের এই দুর্মূল্যের গরীবের প্রোটিনের একমাত্র উৎস ডিমকে সূদী কারবারীদের বাঁচানো সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আমরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের কঠোর ভূমিকা আশা করছি (স.স.)]

### পরিকল্পিত যাকাত ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখা সম্ভব : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, লক্ষ্যভিত্তিক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে যাকাত বণ্টন করা গেলে আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। গত ৭ই মার্চ শনিবার রাত্তরীয় অতিথি ভবন যমুনায়া ইয়াতীম শিশু ও ওলামা-মাশায়েখদের সম্মানে আয়োজিত এক ইফতার মাহফিলে সরকারের পরিকল্পনার বিস্তারিত তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশে বছরে ২০-২৫ হাজার কোটি টাকার অধিক যাকাত আদায় হলেও অপরিপূর্ণ বণ্টনের কারণে তা দারিদ্র্য দূরীকরণে পুরোপুরি কাজে আসছে না। ধনী-দরিদ্র মিলিয়ে দেশে বর্তমানে কমবেশী ৪ কোটি পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে প্রতিবছর পর্যায়ক্রমে ৫ লক্ষ পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা করে যাকাত দেওয়া হলে তারা দ্রুত স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। আশা করা যায়, পরের বছর তাদের আর যাকাত গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। পরিশেষে তিনি কুরআন-হাদীছের আলোকে ইয়াতীমদের হক আদায়ের প্রতি সমাজের বিত্তবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

### এক মসজিদে ইতিকাফে ১৬০০ মুছল্লী!

যশোরের সতীঘাটায় অবস্থিত আশরাফুল মাদারিস মসজিদে এবারে রামাযানে প্রায় ১ হাজার ৬০০ জন মুছল্লীর অংশগ্রহণে বিশাল পরিসরে ইতিকাফ সম্পন্ন হয়েছে। যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ আটটি দেশের ৭৫ জন বিদেশী নাগরিকও রয়েছেন। মূলত শায়খুল হাদীছ মাহমুদুল হাসান গান্ধুহির অনুসারীরা এবং বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকার শায়েখ ইব্রাহীম অফ্রিকীর উপস্থিতির কারণে দেশ-বিদেশের এত বিপুলসংখ্যক আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলিম এখানে সমবেত হয়েছেন। মুছল্লীদের

নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতের সূত্রে পরিবেশ নিশ্চিত করতে ইফতার ও সাহারীসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মাদ্রাসার প্রায় ১৮০০ শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করছেন।

## বিদেশ

### টানা চার বছর কমল জনসংখ্যা : জন্মহার বাড়তে মরিয়া টীন

টীনে ২০২৫ সালেও টানা চতুর্থ বছরের মতো জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবছর ৩৩ লাখ ৯০ হাজার কমেছে। ফলে দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১৪০ কোটি ৫০ লাখে দাঁড়িয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালের তুলনায় গত বছর জন্মহার ১৭ শতাংশ কমে যাওয়ার পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১ কোটি ১৩ লাখে পৌঁছেছে, যা ১৯৬৮ সালের পর সর্বোচ্চ। মূলত দীর্ঘদিনের এক সন্তান নীতি, বিয়েতে তরুণ প্রজন্মের অনীহা এবং জীবনযাত্রার অত্যধিক ব্যয়ের কারণে জন্মহার এমন আশঙ্কাজনক হারে কমেছে। যার ফলে দেশটিতে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে সামগ্রিক অর্থনীতি ও পেনশন ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এই গভীর বহুমুখী সংকট মোকাবিলায় এবং জন্মহার বাড়তে মরিয়া টীন সরকার ইতিমধ্যে অবসরের বয়সসীমা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রায় ২ হাজার ৫৮০ কোটি ডলারের বিশাল অর্থনৈতিক প্রণোদনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার আওতায় জাতীয় শিশু ভাতা প্রদানসহ গর্ভবতীদের আইভিএফ ও অন্যান্য সব চিকিৎসা খরচ সরকারিভাবে বহন করা হবে।

[ভারতের মধ্য প্রদেশে একই অবস্থা শুরু হয়েছে। সেখানে সন্তান বৃদ্ধির জন্য মায়ীদের আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। আন্ড্রাহর বিধান অগ্রাহ্য করলে তার শাস্তি এমনিভাবেই দুনিয়াতে নেমে আসে। সন্তান হ'ল সম্পদ, জঞ্জাল নয়। সর্বাগ্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে (স.স.)]

### ট্রাম্পের ইরান যুদ্ধ : সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতে হবে বিশ্বের দরিদ্র মানুষকে

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও তেহরানের পাশ্চাত্য হামলার জেরে হরমুজ প্রণালি বন্ধ হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতি ও জ্বালানি সরবরাহে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। সংঘাতের ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই বহুমাত্রিক সংকটে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন দরিদ্র ও অসহায় মানুষ। কারণ নিত্যপণ্যের আকাশছোঁয়া দাম, প্রবাসী শ্রমিকদের কাজ হারানো এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সহায়তা হ্রাসের ফলে তারা চরম বিপাকে পড়েছেন। এছাড়া দুবাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং পরিবহন খরচ বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক ত্রাণ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একইসাথে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সার সরবরাহ বন্ধ থাকায় কৃষিখাত এবং জেনারেলের খরচ বৃদ্ধিতে চিকিৎসাসেবা চরম হুমকির মুখে পড়েছে। লাখো মানুষের বাস্তবচ্যুত হওয়া এবং দরিদ্র দেশগুলোর সরাসরি দুর্ভিক্ষের দিকে ধাবিত হওয়ার এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলায় নিরাপদ ত্রাণ প্যারাপারের পাশাপাশি ধ্বংসাত্মক এই যুদ্ধের অবিলম্বে অবসান ঘটানোই এখন সবচেয়ে যরুরী।

## বিজ্ঞান ও বিস্ময়

### উদ্ভিদের শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করল মানুষ

কয়েক শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে প্রথমবারের মতো উদ্ভিদের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় আরবানা-শ্যাম্পেইনের গবেষকরা। 'স্টোমাটা ইন-সাইট' নামক প্রযুক্তির সহায়তায় উচ্চ রেজলুশনের মাইক্রোস্কোপ ও উন্নত মেশিন-লার্নিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে তারা পাতার ক্ষুদ্র ছিদ্র বা স্টোমাটার কার্যপ্রণালি ভিডিওতে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অভাবনীয় উদ্ভাবনের ফলে এখন কোষীয় স্তরে সরাসরি দেখা সম্ভব হচ্ছে যে, কিভাবে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং একই সাথে প্রশ্বেনের মাধ্যমে জলীয় বাষ্পের ভারসাম্য বজায় রাখে। বিজ্ঞানীরা এখন নিখুঁতভাবে শনাক্ত করতে পারছেন ঠিক কোন মুহূর্তে এবং কেন একটি গাছ তার 'মুখ' বন্ধ করে দেয়। যা ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় খরা-সহনশীল ও অধিক উৎপাদনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে যেখানে লবণাক্ততা বা খরার কারণে প্রায়ই ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়, সেখানে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত উন্নত বীজ কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে।

### চীনের নতুন আবিষ্কার : মরুভূমিতেও হবে সবুজ ফসল

মরুভূমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন চীনের বিজ্ঞানীরা। যার মাধ্যমে মাত্র ১০ থেকে ১৬ মাসের মধ্যেই আলগা বালুকে আবাদযোগ্য মাটিতে রূপান্তর করা সম্ভব। চাইনিজ একাডেমী অব সায়েন্সেসের গবেষকদের এই গবেষণায় তাকলামাকান মরুভূমিতে 'সায়ানোব্যাকটেরিয়া' নামক এক বিশেষ অণুজীব ব্যবহার করা হয়েছে। এই অণুজীব বালুর ওপর একটি কালো জৈব আন্তরণ তৈরি করে বালুকণাগুলোকে আঠার মতো আটকে রাখে, যা মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায় এবং বাষ্পীভবন রোধ করে চারাগাছ গজাতে সাহায্য করে। এছাড়া এই আন্তরণ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সংগ্রহ করে মাটির পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করে এবং বাতাসে বালু উড়ার হার ৯০ শতাংশেরও বেশী কমিয়ে ধূলিঝড় রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। সব মিলিয়ে এই আবিষ্কার মরুভূমিকে ধীরে ধীরে সবুজে ভরিয়ে তোলার নতুন আশা দেখাচ্ছে।

[বাংলাদেশে নদী সমূহের চরাঞ্চলে সাধারণ কৃষকরাই বালুর উপর ব্যাপক চাষাবাদ করছে। এছাড়া লবনাক্ত ভূমিতে এখন চাষাবাদ চলছে। এমনকি শ্যাওলার উপরে মাচান বানিয়ে তার উপরে চাষাবাদ চলছে। প্রয়োজনের তাকীদে সাধারণ কৃষকরা যা পারে, অনেক সময় বড় বড় বিজ্ঞানীরা

তাদের কাছে হার মানে। 'প্রয়োজন সকল আবিষ্কারের মূল'। সর্বোপরি আল্লাহ রুযীর মালিক। তিনি তার যে কোন বান্দার মাধ্যমে রুযীর যোগান দিয়ে থাকেন (স.স.)।

## দারুস সুন্নাহ শপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকার ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থ, হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, আহলেহাদীস তা'লিমী বোর্ড ও কওমী মাদ্রাসার বই-পুস্তক এবং দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, খেজুর, খাঁটি মধু, ঘি, কালোজিরার তেল, জয়তুন তেল, অন্যান্য খাঁটি ও অর্গানিক পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুন :

☎ ০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪৯-৮১১৩৪৪

অর্ডার করতে ভিজিট করুন : 📍 Darus Sunnah Shop

সেন্ট্রাল রোড, আল-মানার ভবন  
(নিচ তলা), হাজী লেন, রংপুর।

## পার্টি মেকার, রাজিয়া সাউথ ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট

রাজশাহীর প্রসিদ্ধ এই ডেকোরেশন আপনাকে  
দিচ্ছে রুচিশীল ও আধুনিক কাজের প্রতিশ্রুতি।

তাবলীগী ইজতেমা'২৬ সফল হোক

রাণী বাজার, রাজশাহী।  
মোবাইল : ০১৭৫৮-৩৫১১২৪, ০১৭৭৪-৭৬৭৬৮৬।  
Partymaker.raj@gmail.com

# হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল

○ আবাসিক ○ আমাদের সেবা সমূহ ○ মিটিং রুম

○ রুপটপ রেস্তুরেন্ট ○ কনফারেন্স হল ○ কমিউনিটি সেন্টার ○ ট্রেনিং সেন্টার

○ সুইমিং পুল ○ জিমনেসিয়াম ○ কিডসজোন

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ উপলক্ষে রাজশাহীতে আগত সকল অতিথিদের হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনারা স্বাভাবিক আমন্ত্রিত। তাবলীগী ইজতেমার অতিথির জন্য বিশেষ ছাড় রয়েছে।

আসুন! আমরা যার যার অবস্থান থেকে দেশ ও মানুষের জন্য কিছু করি। আমরা সবাই মিলে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ি।



যোগাযোগ : আম চত্বর, বাইপাস রোড, নতুন বাস টার্মিনাল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

☎ 01784-400700 🌐 www.hotelstarint.com 📱 hotelstarint

## আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ,  
আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি', 'আল-আওন' ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের' কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং মনোনীত দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় প্রোগ্রাম সমূহের সর্ৎক্ষণ্ড রিপোর্ট নিম্নরূপ।-

**৪ঠা রামাযান ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার মান্দা, নওগাঁ :** অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মান্দা থানাধীন পাজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ফেরদাউসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

**৫ই রামাযান ২৩শে ফেব্রুয়ারী সোমবার মানিকগঞ্জ :** অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন নওখণ্ডা বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীল আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইহসান।

**৬ই রামাযান ২৪শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার রংপুর-পশ্চিম :** অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের মুসলিম পাড়া শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সর্ৎক্ষণ্ড প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

**৭ই রামাযান ২৫শে ফেব্রুয়ারী বুধবার কাউনিয়া, রংপুর-পূর্ব :** অদ্য বাদ যোহর যেলার কাউনিয়া থানাধীন ভায়রহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সর্ৎক্ষণ্ড প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল নূর।

**৮ই রামাযান ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার নেত্রকোণা :** অদ্য বাদ আছর যেলার কলমাকান্দা থানাধীন কালিহালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইহসান।

**৯ই রামাযান ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সুনামগঞ্জ :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন নিসর্গ হাসননগর গোরাবায়ে আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার

মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবু আব্দুল্লাহ আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

**৯ই রামাযান ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার কিশোরগঞ্জ :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন মহিনন্দ গালিমগাযী দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সর্ৎক্ষণ্ড প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক এস. এম নূরুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইহসান।

**৯ই রামাযান ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মুন্সিগঞ্জ, নীলফামারী-পশ্চিম :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের মুন্সিগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সর্ৎক্ষণ্ড প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল নূর।

**৯ই রামাযান ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সর্ৎক্ষণ্ড প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম।

**৯ই রামাযান ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ :** অদ্য বেলা ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলার উদ্যোগে ফুলবাড়িয়া থানাধীন ছনকান্দা দক্ষিণপাড়া বায়তুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ঢাকা যেলা আন্দোলন-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার।

**৯ই রামাযান ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ :** অদ্য বাদ আছর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজারছ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

**৯ই রামাযান ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাজবাড়ী :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন সূর্যনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সর্ৎক্ষণ্ড প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা

‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা মাকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম।

**৯ই রামাযান ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শেরপুর :** অদ্য বাদ জুম’আ যেলার সদর থানাধীন বাজিতখিলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সর্গক্ষণ প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ডা. এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল নূর।

**১০ই রামাযান ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার কুষ্টিয়া-পূর্ব :** অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ১০০ বিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া সা’দ ইসলামিক সেন্টারে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ডা. আলী মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

**১০ই রামাযান ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ইসলামপুর, জামালপুর-উত্তর :** অদ্য বাদ যোহর যেলার ইসলামপুর থানাধীন খালুয়িয়া ঢেংগারগড় সুরেরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সর্গক্ষণ প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা মাসউদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল নূর।

**১০ই রামাযান ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সিরাজগঞ্জ :** অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন জগতগাঁতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সর্গক্ষণ প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুযযামান, ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাকীবুল ইসলাম ও আল-‘আওনের’ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

**১০ই রামাযান ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার, বরিশাল-পশ্চিম :** অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কাশিপুর দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ রাকীবুল ইসলাম ও ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান।

**১১ই রামাযান ১লা মার্চ রবিবার ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম-উত্তর :** অদ্য বাদ আছর যেলার ভুরুঙ্গামারী থানাধীন আন্ধারীবাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা

নূরুল ইসলাম ও ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

**১১ই রামাযান ১লা মার্চ রবিবার, পুঠিয়া, রাজশাহী-পূর্ব :** অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার পুঠিয়া উপজেলাধীন বানেশ্বর দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

**১১ই রামাযান ১লা মার্চ রবিবার সরিষাবাড়ী, জামালপুর-দক্ষিণ :** অদ্য বাদ যোহর যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন সাতপোয়া আরামনগর কামিল মাদ্রাসা জামে মসজিদে জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক সর্গক্ষণ প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি অধ্যাপক বয়লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল নূর।

**১১ই রামাযান ১লা মার্চ রবিবার মাদারীপুর :** অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের দরগা শরীফ রোডস্থ তাকুওয়া কালার ভবনের নীচতলায় এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ কামাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ রাকীবুল ইসলাম।

**১২ই রামাযান ২রা মার্চ সোমবার শরীয়তপুর :** অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের শরীয়তপুর কনভেনশন সেন্টারে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং কেন্দ্রীয় দাঈ রাকীবুল ইসলাম। উল্লেখ্য, শরীয়তপুর শহরে অনুষ্ঠিত ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এটাটাই প্রথম অনুষ্ঠান।

**১২ই রামাযান ২রা মার্চ সোমবার পাবনা :** অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন চর প্রতাপপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে সর্গক্ষণ প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আলী শাহান মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম।

**১২ই রামাযান ২রা মার্চ সোমবার কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ :** অদ্য বা’দ আছর লালমণিরহাট যেলা শহরের সৌলীমনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ।

**১৩ই রামায়ান ৩রা মার্চ মঙ্গলবার, দিনাজপুর-পশ্চিম :** অদ্য বাদ যোহর য়েলা শহরের স্টেশন রোড আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সৎক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। য়েলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি ড. মীযানুর রহমান ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম।

**১৪ই রামায়ান ৪ঠা মার্চ বুধবার দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম :** অদ্য বেলা ১১-টায় য়েলার দৌলতপুর থানাধীন ধর্মদহ মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। য়েলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

**১৪ই রামায়ান ৪ঠা মার্চ বুধবার রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও :** অদ্য বাদ আছর য়েলার রাণীশংকৈল থানাধীন ভরমিয়াহাট উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তনে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। য়েলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মামুন ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইহসান।

**১৪ই রামায়ান ৪ঠা মার্চ বুধবার লক্ষ্মীপুর :** অদ্য বাদ আছর য়েলা শহরের তরীকায় মুহাম্মাদ (ছাঃ) মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। য়েলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুছতফা মাহতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও আল-আওনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান।

**১৫ই রামায়ান ৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার ফেনী :** অদ্য বাদ আছর য়েলা শহরের জমিদার ভবনস্থ দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্সে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। য়েলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সৈয়দ মহিউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও আল-আওনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান।

**১৫ই রামায়ান ৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার ফরিদপুর :** অদ্য বাদ আছর য়েলার সালথা থানাধীন সালথা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। য়েলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান এবং 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাকীবুল ইসলাম।

**১৫ই রামায়ান ৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার বাঁকাল, সাতক্ষীরা :** অদ্য সকাল ১০-টায় য়েলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সলংগ দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মসজিদে সাতক্ষীরা য়েলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। য়েলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রউফ।

### মাহে রামায়ানের আগমন উপলক্ষে র্যালি

**১৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সাহেব বাজার, রাজশাহী :** অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় য়েলা শহরের সাহেব বাজারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক য়েলার উদ্যোগে মাহে রামায়ানের আগমন উপলক্ষে এক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিটি রাণীবাজার মাদ্রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিইয়াহ থেকে শুরু হয়ে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট হয়ে আলুপট্টি যায়। সেখান থেকে আবার জিরো পয়েন্ট হয়ে সোনাদিঘীর মোড় ঘুরে বাটার মোড় গিয়ে সৎক্ষিপ্ত পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়। রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক য়েলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, রাজশাহী-সদরের সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও দফতর সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন প্রমুখ।

**১৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী :** অদ্য বাদ যোহর য়েলার বাগমারা থানাধীন হাটগাঙ্গোপাড়া বাজারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগমারা-পশ্চিম উপযেলার উদ্যোগে মাহে রামায়ানের আগমন উপলক্ষে এক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিটি হাটগাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় হাট গাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়। বাগমারা-পশ্চিম উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এস. এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক য়েলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ য়িল্লুর রহমান ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সুলতান মাহমুদ প্রমুখ।

**১৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সাতক্ষীরা :** অদ্য বাদ আছর য়েলা শহরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা য়েলার উদ্যোগে মাহে রামায়ানের আগমন উপলক্ষে এক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিটি শহরের আব্দুর রায়যাক পার্ক থেকে শুরু হয়ে নাজমুল হক স্মরণী হয়ে নারিকেল মোড় যায়। সেখান থেকে খুলনা রোড মোড় হয়ে নিউ মার্কেট চত্বর দিয়ে পুনরায় আব্দুর রায়যাক পার্ক ফিরে এসে শেষ হয়। য়েলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন য়েলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফয়লুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুফলেছুর রহমান, য়েলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুজাহিদুর রহমান, য়েলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ও বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহর পরিচালক অধ্যক্ষ আযীযুর রহমান প্রমুখ।

**১৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বুড়িচং, কুমিল্লা :** অদ্য বাদ আছর য়েলার বুড়িচং থানা সদরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা য়েলার উদ্যোগে মাহে রামায়ানের আগমন উপলক্ষে এক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিটি বুড়িচং বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ থেকে শুরু হয়ে সরকারী হাসপাতাল রোড হয়ে উপযেলা চত্বর দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষক মার্কেটের সামনে গিয়ে পথসভা করে। সেখান থেকে পুনরায় বুড়িচং বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এসে শেষ হয়। য়েলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন য়েলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আমজাদ

হোসাইন, অর্থ সম্পাদক ইউসুফ আহাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি জা'ফর ইকরাম প্রমুখ।

**১৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার ঈশ্বরদী, পাবনা :** অদ্য বা'দ আছর যেলার ঈশ্বরদী বাজারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে মাহে রামাযানের আগমন উপলক্ষে এক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিটি ঈশ্বরদী সরকারী কলেজ চত্বর থেকে শুরু হয়ে ঈশ্বরদী বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী শাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আকরাম হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক হাফীযুর রহমান মাস্টার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শরীফুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক আরমান হোসাইন প্রমুখ।

## হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

### সীরাতে সেমিনার ও সীরাতে কোর্স ২য় ব্যাচের পুরস্কার বিতরণী

**৩রা মার্চ মঙ্গলবার, ঢাকা :** অদ্য বাদ আছর ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের যত্নে হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' ও 'হাদীছ ফাউন্ডেশন অনলাইন একাডেমী'র যৌথ উদ্যোগে সীরাতে সেমিনার ও সীরাতে বিষয়ক অনলাইন কোর্সের দ্বিতীয় ব্যাচের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-এর কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ, শিক্ষা বোর্ডের সচিব শামসুল আলম ও প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান, বিশিষ্ট আইনজীবী ড. রফীকুল ইসলাম মেহেদী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা মুঈনুদ্দীন ও সীরাতে কোর্সের শিক্ষক আব্দুল নূর প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে হাদীছ ফাউন্ডেশন অনলাইন একাডেমীর সীরাতে বিষয়ক অনলাইন কোর্সের দ্বিতীয় ব্যাচের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ীদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করেন মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম (নোটোর), ২য় স্থান শাকিলা জান্নাতী (সিরাজগঞ্জ) এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন ডা. মুহাম্মাদ আকরামুযামান সোহাগ (বগুড়া)। তারা পুরস্কার হিসাবে ওমরাহ

পালনের সুযোগ লাভ করেন। এছাড়াও ১০ জনকে বিশেষ পুরস্কার হিসাবে নগদ ৫০০০ টাকা প্রদান করা হয়। তারা হ'লেন- আসাদুযামান (সাতক্ষীরা), রিয়ায়ুল ইসলাম (বরিশাল) হালীমাতুস সা'দিয়া (ঢাকা), ফারজানা ছিদ্দীকা (ঢাকা), মারুফা খাতুন (রাজশাহী), মাহমুদুল হাসান রব্বানী (টাংপাই নবাবগঞ্জ), শামীম আহমাদ সবুজ (ঢাকা) সেলিনা আখতার (গাযীপুর), রাশিদুল হাসান রনি (গাইবান্ধা) ও আব্দুল মুত্তালিব (গাযীপুর)।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক অবক্ষয় মোকাবেলায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছা.)-এর জীবনী গ্রন্থ 'সীরাতুর রাসুল (ছা.)' জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তাগণ বলেন, এ সমৃদ্ধ পুস্তকটি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হ'লে রাসূল (ছা.)-এর আদর্শে তরুণ সমাজ মানবিক, নৈতিক ও দায়িত্বশীল সুনামগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালক ছিলেন হাদীছ ফাউন্ডেশন অনলাইন একাডেমীর কো-অর্ডিনেটর আবু রায়হান।

## মারকায সংবাদ

### বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫-এর ফলাফল

**আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী**  
**৫ম ও ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি লাভ**  
: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৫ সালে ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর ১৭ জন 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ৫১ জন 'সাধারণ গ্রেড' সহ মোট ৬৮ জন এবং ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় ২০ জন 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ১১ জন 'সাধারণ গ্রেড' সহ মোট ৩১ জন ছাত্র-ছাত্রীসহ সর্বমোট ৯৯ বৃত্তি পেয়েছে। *ফালিলাহিল হাম্দ*।

## নূর গার্মেন্টস

এখানে পাবেন পাঞ্জাবী, শেরওয়ানী, কোটি ও বরের যাবতীয় পোশাকের অনন্য সংগ্রহ।

**ঠিকানা :** ২৭১-২৯৬ (৩য় তলা) আর.ডি.এ. মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

### প্রোগ আব্দুল জব্বার

মোবাইল : ০১৭১৬-৬৯৫০৯৯, ০১৭০১-০৪২৪২১।

## তাবলীগী ইজতেমা ২০২৬ সফল হোক!



## হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল

তিন তারকা মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিলাসবহুল আবাসিক হোটেল। রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মানদীর বাম তীর সংলগ্ন গণকপাড়া সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এ অবস্থিত।

- (১) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি কক্ষ
- (২) ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস ও সিকিউরিটি
- (৩) কম্প্লীমেন্টারী সকালের নাস্তা ও দৈনিক নিউজ পেপার
- (৪) সিকিউরিটি ক্যামেরা
- (৫) ইন্টারনেট সার্ভিস
- (৬) জেনারেলের দ্বারা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ
- (৭) জরুরী চিকিৎসা
- (৮) মানি চেঞ্জিং ও সেফটি লকার
- (৯) রেস্টুরেন্ট
- (১০) কনফারেন্স হল
- (১১) হোটেলের নিজস্ব পরিবহণ
- (১২) রুফটপ গার্ডেন ও সানবার্থ
- (১৩) কার পার্কিং
- (১৪) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা
- (১৫) লজ্জি সার্ভিস
- (১৬) সেলুলনের বিশেষ ব্যবস্থা
- (১৭) ভিসা/ক্রেডিট কার্ডে পেমেণ্টের ব্যবস্থা
- (১৮) হোটেল থেকে ভ্রমণের সুব্যবস্থা
- (১৯) ড্রাইভার এ্যাকোমেডেশন।

ফোন : ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮; ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭৬২৫, মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৩৯৬।

# প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

**প্রশ্ন (১/২৪১) :** শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া বা সেখানে গিয়ে হাত তুলে দো'আ করার বিধান কি?

-শরীফ আহমাদ, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

**উত্তর :** কবরে-মাযারে বা কথিত শহীদ মিনারে বা স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধার্চ নিবেদন করা, পুষ্পমাল্য অর্পণ করা, তার সম্মানে বা কোন মৃত ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে শরী'আত বিরোধী এবং অমুসলিমদের অনুকরণে সৃষ্ট প্রথা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' (আবুদাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)। এতদ্ব্যতীত এগুলির মধ্যে শিরক মিশ্রিত আছে। কেননা কোন ব্যক্তির কবর যিয়ারতের সময় কেবল দো'আ করার কথা এসেছে। কিন্তু কবরে দাঁড়িয়ে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন, পুষ্পমাল্য অর্পণ বা আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা নিবেদনের কোন বিধান নেই। আর শহীদ মিনার বা স্মৃতিসৌধের বিষয়টি আরও ভিন্ন। কেননা এগুলো কবর নয়। বরং এগুলি মানুষ নিজেরা প্রতীক হিসাবে তৈরী করে, নিজেরাই পবিত্র ঘোষণা করে এবং নিজেরাই সেখানে শ্রদ্ধার্চ নিবেদন করে বা পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। এ ধরনের রীতি লাশ বিহীন কবর যিয়ারতের শামিল, যা মূর্তিপূজার সমার্থক। আল্লাহ বলেন, তোমরা কি ঐ বস্তুর উপাসনা কর, যা তোমরা নিজ হাতে গড়েছ? (ছাফফাত ৩৭/৯৫)।

**প্রশ্ন (২/২৪২) :** আমি তুরস্কের ইমাম হাতিব উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। আমি ও আমার সহপাঠীরা সুনাহর অনুসরণে দাড়ি রাখলেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমাদের দাড়ি নিয়ে প্রতিনিয়ত হেনস্থা করেন। এমনকি দাড়ি না কাটলে ক্লাসে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়। এমতাবস্থায়, পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার স্বার্থে এবং শিক্ষকের প্রবল চাপে বাধ্য হয়ে আমাদের দাড়ি কাটতে হচ্ছে। দাড়ি কাটার আদেশদাতা হিসাবে প্রধান শিক্ষক গুনাহগার হবেন, না-কি ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ই এই পাপে অংশীদার হিসাবে গণ্য হবে? এক্ষেত্রে ছাত্র হিসাবে আমাদের করণীয় কি?

-তানযীম আহমাদ, সিভাস, তুরস্ক।

**উত্তর :** উভয়ে গোনাহগার হবে। কেননা দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং এটি ইসলামের নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে বাধা দিলে কর্তৃপক্ষের নিকট বিচার দিতে হবে। তাতে কাজ না হলে বাধ্যগত অবস্থায় অন্যপথ তালাশ করা যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'যার উপরে (কুফরীর জন্য) যবরদস্তি করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানের উপর প্রশান্ত থাকে, সে ব্যতীত যে ব্যক্তি ঈমান আনার পরে কুফরী করে এবং কুফরীর জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব ও তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি' (নাহল ১৬/১০৬)।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা গোঁফ অধিক ছোট করবে এবং দাড়ি ছেড়ে দিবে (আহমাদ হা/৭১৩২; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৯২)। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে গোঁফ খাটো করতে এবং দাড়ি লম্বা করতে আদেশ করেছেন' (মুসলিম হা/২৫৯; আবুদাউদ হা/৪১৯৯)।

**প্রশ্ন (৩/২৪৩) :** আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ক্যাশব্যাক অফার বা পয়েন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে কেনাকাটা করা কি সুদের আওতায় পড়বে?

-মীয়ান, দিনাজপুর।

**উত্তর :** ব্যাংক বা কোন প্রতিষ্ঠান যদি গ্রাহককে বোনাস বা বিপণন কৌশল হিসেবে ক্যাশব্যাক বা পয়েন্ট প্রদান করে এবং তা কোন ঋণের ভিত্তিতে না হয়, তবে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি এই অফার ঋণের বিনিময়ে বা ঋণের শর্ত হিসেবে প্রদান করা হয়-যেমন ঋণ নেওয়া বা ঋণ ব্যবহারের কারণে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়, তাহ'লে তা সুদ হিসাবে গণ্য হবে। সর্বোপরি কোন সুদী প্রতিষ্ঠান থেকে এ ধরনের অফার গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়। আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তির কাছে তোমার কোন পাওনা (ঋণ) থাকে এবং সে তোমাকে এক বোঝা খড় বা এক বোঝা যব বা এক বোঝা পশু-খাদ্য (ঘাস) উপহার দেয়, তবে তুমি তা গ্রহণ করো না। কারণ ওটা সুদ (বুখারী হা/৩৮১৪; মিশকাত হা/২৮৩৩)।

**প্রশ্ন (৪/২৪৪) :** পরিবারের চাকুরীরত অবিবাহিত মেয়ের মালিকানায় ২.৮ ভরি স্বর্ণ আছে (যা মায়ের যিম্মায় রাখা)। এছাড়া মায়ের নিজের ৩ ভরি স্বর্ণ ও ১ লক্ষ টাকা এবং পিতার ১ লক্ষ টাকা জমানো আছে। পরিবারের সম্পূর্ণ খরচ পিতাই বহন করেন। এক্ষেত্রে এই সম্পদ কি একত্রে মিলিয়ে যাকাত হিসাব করতে হবে, না-কি প্রত্যেকের সম্পদের যাকাত যার যার আলাদাভাবে হিসাব করে আদায় করতে হবে?

-ফাতেমা, কুষ্টিয়া।

**উত্তর :** যার যার সম্পদ আলাদাভাবে হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে, একসাথে মিলিয়ে নয়। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, 'আর তারা যদি চারণ ভূমির পশু ছাড়া অন্য সম্পদে অংশীদার থাকে, তবে প্রত্যেকের নিজের অংশ অনুযায়ী আলাদা আলাদা হিসাবেই যাকাত নেওয়া হবে, যদি তার অংশে যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ থাকে। অর্থাৎ তারা স্বর্ণ, রূপা, ব্যবসার পণ্য, শস্য ও ফলমূল এগুলোতে অংশীদার হ'লে তাদের এই অংশীদারিত্ব কোন প্রভাব ফেলবে না। বরং তাদের হুকুম হবে একক মালিকদের হুকুমের মতোই (মুগনী ২/২৫৪; বিস্তারিত দ্র. 'যাকাত ও ছাদাক্বা' বই 'বিবিধ মাসায়েল'-৫)।

**প্রশ্ন (৫/২৪৫) :** একজন ব্যক্তি কোন কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে একদিন টানা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ত্যাগ করার

**পর যদি আবার ছালাত শুরু করে, তখন তাকে পূর্বের পাঁচ ওয়াজ্জ ছালাতের ক্বাযা আদায় করতে হবে কি?**

-আব্দুর রহমান, লালবাগ, দিনাজপুর।

**উত্তর :** এমতাবস্থায় সে ধারাবাহিকভাবে ক্বাযা আদায় করবে। খন্দকের যুদ্ধের দিন বাধ্যগত অবস্থায় পরপর চার ওয়াজ্জ ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। তখন রাসূল (ছাঃ) ধারাবাহিকভাবে ক্বাযা আদায় করেন (সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) 'খন্দক যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহ'-৯)। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা নবী করীম (ছাঃ)-কে চার ওয়াজ্জ ছালাত (আদায়ে) বাধ্যকৃত করেছিল। অতঃপর তিনি বেলালকে নির্দেশ দিলেন, ফলে তিনি আযান দিলেন। এরপর তিনি এক্বামত দিলেন এবং মোহর পড়লেন। এরপর এক্বামত দিলেন এবং আছর পড়লেন। এরপর এক্বামত দিলেন এবং মাগরিব পড়লেন। এরপর ইকামত দিলেন এবং এশা পড়লেন' (নাসাঈ হা/৬৬২)। এতে বুঝা যায় যে, পাঁচ ওয়াজ্জ ক্বাযা ছালাত এক সাথে পরপর পৃথক এক্বামত দিয়ে পড়া যায় অথবা প্রতি ওয়াজ্জ ছালাতের আগে বা পরে পড়া যায়।

ছালাত তরক করাকে হাদীছে 'কুফরী' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯)। অতএব যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দিবে, তাদের অন্ততঃ হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে এবং কখনই একাজ করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে (ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজ্জ সুন্নাহ, ৫/২৩৩; ইবনুল ক্বাইয়িম, আছ-ছালাত ৬৭-১০৯; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ২/২৬)।

**প্রশ্ন (৬/২৪৬) :** তাসবীহ গণনা করার সময় আংগুলের ডান না বাম দিক থেকে শুরু করতে হবে? আংগুলের রেখা হিসাব করে গণনা করা যরুরী কি?

-সাইফুল ইসলাম, ঢাকা।

**উত্তর :** ডান হাতের আংগুল দ্বারা তাসবীহ গণনা করা সুন্নাত (তিরমিযী হা/৩৫৮৩, সনদ হাসান)। তা আংগুলের ডগা, গিরা কিংবা রেখা যেভাবে ব্যবহার করলে সহজ হবে সেভাবে গণনা করবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি তাঁর ডান হাতে তাসবীহ গণনা করেছেন (আবুদাউদ হা/১৫০২)। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডান হাত ছিল তাঁর পবিত্রতা ও খাদ্য গ্রহণের জন্য, আর তাঁর বাম হাত ছিল পায়খানা-প্রস্রাব এবং অন্যান্য অপবিত্রতার কাজের জন্য' (আবুদাউদ হা/৩৩; মিশকাত হা/৩৪৮)। অতএব তাসবীহ গণনার ক্ষেত্রে ডান হাতের কথা বলা হয়েছে, বুড়ো আংগুল বা কড়ে আংগুল কোন দিকের কথা বলা হয়নি। তবে প্রয়োজনে বাম হাতেও করা যাবে।

**প্রশ্ন (৭/২৪৭) :** আমি আমার বাসায় একজন ইয়াতীম শিশু প্রতিপালন করি। কেউ যদি তাকে কোন কিছু হাদিয়া প্রদান করে, তাহ'লে সেগুলো আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা ভক্ষণ করতে পারব কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

**উত্তর :** খাওয়া যাবে। তবে সে সাবালক হয়ে গেলে তার অনুমতি সাপেক্ষে খাওয়া যাবে। কারণ তার জন্য এটি

ছাদাকা হ'লেও তা অন্যের জন্য হাদিয়া হবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে গোশত আনা হ'ল। বলা হ'ল এটি বারীরাহকে ছাদাকা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, এটি তার জন্য ছাদাকা, আর আমাদের জন্য হাদিয়া (বুখারী হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/১৮২৫)।

**প্রশ্ন (৮/২৪৮) :** আমি বালেগ হয়েছি ১৩ বছর বয়সে। কিন্তু আমি ছিয়াম রাখা শুরু করেছি ১৪ বছর বয়স থেকে। অজ্ঞতাবশত আমার বিগত এক বছরের ছুটে যাওয়া ছিয়ামগুলোর ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কী? আমাকে কি শুধু ক্বাযা আদায় করতে হবে, না-কি কাফফারাও দিতে হবে?

-রাক্বীবুল হাসান, বাড্ডা, ঢাকা।

**উত্তর :** যদি কেউ স্রেফ অবহেলা ও অলসতা বশে ইচ্ছাকৃতভাবে রামাযানের ছিয়াম পরিত্যাগ করে, তাহ'লে সে হবে 'কবীরা গোনাহগার'। বিশুদ্ধচিত্তে তওবা না করা পর্যন্ত তার ঐ পাপের কোন ক্ষমা নেই। তাকে অন্ততঃ হৃদয়ে তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এবং যথা নিয়মে রামাযানের ছিয়াম পালন শুরু করতে হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/১৪৩)। তার পিছনের ছিয়ামের ক্বাযা আদায়ের প্রয়োজন নেই (ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৮৯; ড. 'ছিয়াম ও ক্বিয়াম' বই)। উমরী ক্বাযা বলে কোন কথা শরী'আতে নেই। আর অজ্ঞতাবশত আদায় না করে থাকলে উক্ত এক বছরের ৩০টি ছিয়াম ক্বাযা আদায় করবে। এজন্য কোন কাফফারার প্রয়োজন নেই (বিন বায, ফাতাওয়া নূরন আলাদ-দারব ১৬/২১৮; ওছায়মীন, মাজমূউল ফাতাওয়া ১৯/১৩)।

**প্রশ্ন (৯/২৪৯) :** আমরা রামাযান মাসে প্রতিদিন ছালাত শেষ করে আমাদের মসজিদের ফ্যান চালু করে দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকি। এটা জনগণের সম্পদ নষ্ট ও খেয়ানত করার শামিল হচ্ছে কি?

-কাবীরুল ফরাজী, গোপালগঞ্জ।

**উত্তর :** মসজিদের ফ্যান ছালাত বা ইবাদতের সময় চালানো বৈধ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি কেউ শুধু ব্যক্তিগত আরামের জন্য বা অনর্থক গল্প-গুজব করে দীর্ঘক্ষণ ফ্যান চালু রাখে, তবে এটি মসজিদের সম্পদের অপচয় এবং জনগণের হক নষ্ট করার শামিল হবে। তাই শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী এবং ইবাদতের সুবিধার জন্য ফ্যান চালানো উচিত। আল্লাহ বলেন, তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' (আ'রাফ ৭/৩১)।

**প্রশ্ন (১০/২৫০) :** ঈদের ছালাত আদায়ের পর একাধিক ব্যক্তি খুৎবা দিতে পারবেন কি?

-হাসান রাজা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

**উত্তর :** না। বরং একজন ব্যক্তিই খুৎবা দিবেন। এটাই রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত (মুসলিম হা/৮৮৫, মিশকাত হা/১৪৪৬)। ওয়রবশতঃ কাউকে মাঝপথে খুৎবা পরিত্যাগ করতে হ'লে অপরজন প্রথম থেকে খুৎবা শুরু করবেন (ওছায়মীন, শারহুল মুমত' ৫/৫৮)।

**প্রশ্ন (১১/২৫১) :** আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ছিয়ামের প্রতিদান

**প্রদান করার বিষয়টি কি ফরয ছিয়ামের সাথে খাছ না-কি নফল ছিয়ামের জন্যও প্রযোজ্য?**

-আব্দুল্লাহ রাইসান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

**উত্তর :** নফল ছিয়ামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ কোন হাদীছে উক্ত ফযীলতকে ফরয ছিয়ামের সাথে খাছ করা হয়নি। বরং ব্যাপক অর্থে উক্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে (বাজী, আল-মুনতাক্বা শরহ মুওয়াত্ত্বা ২/৬০)।

**প্রশ্ন (১২/২৫২) :** কোন অমুসলিমের জান, মাল বা সম্মানের ক্ষতি করলে এবং তার হক নষ্ট করলে কি কেবল আল্লাহর কাছে তওবা করাই যথেষ্ট হবে, না-কি তার কাছে গিয়ে সরাসরি ক্ষমা চাওয়া বা পাওনা পরিশোধ করা আবশ্যিক?

-আহমাদ, নেত্রকোনা।

**উত্তর :** যারা মুসলমানদের কোন ক্ষতি করে না, এমন অমুসলিমের জান মালের ক্ষতি করা যাবে না। অতএব তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তার নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তার পাওনা পরিশোধ করে দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যিম্মীদের (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকের) কাউকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বছরের পথ দূর থেকেও পাওয়া যায়' (নাসাঈ হা/৪৭৫৫; হযীহত তারগীব হা/২৪৫৩)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সাবধান! তোমাদের কেউ যদি কোন যিম্মীর উপর অত্যাচার করে বা তার হক নষ্ট করে কিংবা তার সামর্থ্যের বাইরে তার উপর কিছু চাপিয়ে দেয় অথবা জোরপূর্বক তার কোন জিনিস নিয়ে নেয়, তবে আমি কিয়ামতের দিন তার বিপক্ষে বাদী হব' (আবুদাউদ হা/৩০৫২; মিশকাত হা/৪০৪৭)।

**প্রশ্ন (১৩/২৫৩) :** অমুসলিমদের নিকট বিড়ি-সিগারেট বা তামাকজাত পণ্য বিক্রয় করা যাবে কি?

-আহসান, মান্দা, নওগাঁ।

**উত্তর :** যা খাওয়া হারাম তা থেকে যেকোনভাবে উপকৃত হওয়াও হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছু হারাম করেন, তখন তার মূল্যও (কেনা-বেচা) হারাম করে দেন' (আহমাদ হা/২৬৭৮, সনদ হযীহ)।

**প্রশ্ন (১৪/২৫৪) :** আমি সউদী আরবে একটি কেএফসি রেস্টুরেন্টে কাজ করি। আমাদের পোষাকে কেএফসি-এর প্রতিষ্ঠাতা ক্রোনেল সান্ডার্স-এর মাথার লোগো আছে। ছালাতের সময় হলে এই ডিউটি পোষাক পরেই ছালাত আদায় করা লাগে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-আরাফাত, সউদী আরব।

**উত্তর :** ছবি-যুক্ত পোষাক পরিহার করা ও ছবি-বিহীন কাপড় পরে ছালাত আদায় করা আবশ্যিক। বরং সর্বাবস্থাতেই ছবিযুক্ত পোষাক পরিধানের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি বা কুকুর থাকে' (বুখারী হা/৩২২৪; মুসলিম হা/২১০৬)। আর যদি কেউ উক্ত

পোষাক পরে ছালাত আদায় করে, তবে তার ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হলেও ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন (১৫/২৫৫) :** আমি ও আমার পরিবার বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে বসবাস করছি। আমার জন্য ফিতরা কোথায় প্রদান করা বেশী উত্তম হবে? ইংল্যাণ্ডে না-কি বাংলাদেশে? যদি বাংলাদেশে দিতে হয় তাহলে কিভাবে তা আদায় করব?

-নাজীব, দিনাজপুর।

**উত্তর :** সঠিক, উত্তম এবং অধিকতর সতর্কতামূলক পন্থা হ'ল ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করছেন, সেখানে নিজ এবং নিজ পরিবারের (স্ত্রী, সন্তান ও অধীনস্তদের) পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা। কারণ অনেক আলেমই ফিতরা সেই স্থানে আদায় করা ওয়াজিব মনে করেন, যেখানে ব্যক্তি নিজে অবস্থান করছেন (বিন বায়, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৫/২৮০)। তবে ঐ ব্যক্তি যদি তার পরিবারের ফিতরাও তার নিজের অবস্থানের দেশে আদায় করে দেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কারণ তারা (পরিবার) তার অনুগামী বা তার ওপর নির্ভরশীল' (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/২৭১)।

**প্রশ্ন (১৬/২৫৬) :** আমি বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে কর্মরত আছি। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থে আমাকে ছালাতের সময়েও দায়িত্ব পালন করতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

**উত্তর :** এটি ওষর হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে। শায়েখ বিন বায় (রহঃ) বলেন, আপনি যদি একজন নিরাপত্তা প্রহরী হন এবং ছালাতের সময়ে আপনাকে পাহারার স্থান ত্যাগ করার অনুমতি না দেওয়া হয়, তবে আপনার কোন গুনাহ হবে না। কারণ আপনি জীবিকা নির্বাহ এবং আপনার নিয়োগকর্তার সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিত থাকার কারণে (জামা'আতে না যাওয়ার বিষয়ে) অপারগ বা ওয়রঐন্ত বলে গণ্য হবেন। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ঘর, দোকান বা অন্য কোন জিনিসের পাহারায় নিয়োজিত থাকে, তবে তার জন্য নিজের কর্মস্থলে ছালাত আদায় করা বৈধ। তার ওপর থেকে জামা'আতে শরীক হওয়ার বাধ্যবাধকতা রহিত হবে (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৫/২৮০)। একইরূপ বলেন শায়েখ ওছায়মীন (মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৩৪)।

**প্রশ্ন (১৭/২৫৭) :** মুসলিম উম্মাহর বড় ধরনের কল্যাণে আসবে এরকম কিছু অর্জনের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যায় কি?

-মারুফ হোসাইন, বরিশাল।

**উত্তর :** মিথ্যা বলা মহাপাপ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বহু জায়গায় সত্য বলা এবং মিথ্যা পরিহারের অপরিহার্যতা বর্ণনা করেছেন। তবে তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা যায়। সে তিনটি ক্ষেত্র হ'ল- দু'ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসার জন্য, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে (৩) স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নিকট (আবু দাউদ হা/৪৯২১; তিরমিযী হা/১৯৩৭; মিশকাত হা/৫০৩১, ৫০৩৩; হযীহাহ হা/৫৪৫)। এছাড়া বৃহত্তর কল্যাণের কাজে সাময়িকভাবে

মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যায়। যেমন মুশরিকরা তাদের উৎসবে শরীক হওয়ার জন্য ইব্রাহীম (আঃ)-কে দাওয়াত দিলে তিনি না যাওয়ার জন্য বলেন, ‘আমি অসুস্থ’ (ছাফফাত ৩৭/৮৯)। মূর্তি ভাঙ্গার পরে তিনি বড় মূর্তিকে দোষারোপ করে বলেছিলেন, বড়টাই তো একাজ করেছে। তাকে জিজ্ঞেস কর (আম্বিয়া ২১/৬৩)। ইউসুফ (আঃ) ভাইদের রসদপত্রের মধ্যে ওষনের পাত্র লুকিয়ে রেখে ঘোষককে দিয়ে বলেছিলেন, ‘হে কাফেলার লোকজন! তোমরা অবশ্যই চোর’ (ইউসুফ ৭০)। উল্লেখ্য, এগুলো প্রকৃত অর্থে মিথ্যা নয়, বরং ‘তাওরিয়াহ’। যা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য করা হয়ে থাকে।

**প্রশ্ন (১৮/২৫৮) :** অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রী মিলনের ফলে আইয়ামে বীঘের ছিয়াম ভেঙ্গে গেলে তার ক্বাযা আদায় করতে হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

**উত্তর :** নফল ছিয়াম কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে তার জন্য ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নফল ছিয়াম পালনকারী তার নিজের উপর হুকুমদাতা। ইচ্ছা করলে সে ছিয়াম রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে ছাড়তে পারে’ (তিরমিহী, মিশকাত হা/২০৭৮; ‘ছিয়াম ও ক্বিয়াম’ ১১৩-১১৪ পৃ.)। তবে বিদ্বানগণ বলেন, ‘যে ব্যক্তি নফল ছিয়াম শুরু করেছে, তার জন্য তা পূর্ণ করা মুস্তাহাব। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না’ (মুহাম্মদ ৪৭/৩৩)।

**প্রশ্ন (১৯/২৫৯) :** শরী‘আত ভিত্তিক মিউচুয়াল ফাওন্ড ইনভেস্টমেন্টের বিষয়ে সালাফী আলেমদের অভিমত জানতে চাচ্ছি। এখানে ইনভেস্ট করা কি বৈধ? যদি ইন্টারন্যাশনাল AAOIFI অনুসরণ করে থাকে?

-ছিয়াম, ঢাকা।

**উত্তর :** যদি মিউচুয়াল ফাওন্ড সম্পূর্ণ শরী‘আত সম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, হারাম সেক্টরে বিনিয়োগ না করে, সূদের লেনদেন বর্জন করে এবং বিনিয়োগকারী প্রকৃত সম্পদের মালিকানা পায়, তবে এতে বিনিয়োগ জায়েয। মূলত যে কোন কোম্পানীতে বিনিয়োগ করা বৈধ যদি সে কোম্পানী সূদসহ কোন হারাম কাজে লিপ্ত না হয়। কিন্তু যদি কোন কোম্পানী সূদ বা অন্যান্য হারাম লেনদেন করে, তবে সেই কোম্পানীতে বিনিয়োগ করা জায়েয নয়। অতএব উল্লিখিত বিনিয়োগগুলোর মধ্যে যদি কোন বিনিয়োগ এমন কোম্পানীতে থাকে যা সূদ বা অন্য কোন হারাম কাজে জড়িত, তবে সেখান থেকে বিনিয়োগ তুলে নেওয়া যরুরী এবং যে মুনাফা অর্জিত হয়েছে তা দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/২৯৯)। এতদ্ব্যতীত ‘যে কোম্পানী সূদ ভিত্তিক লেনদেন করে, তাতে বিনিয়োগ করা হারাম। কারণ এতে পাপ ও অন্যায্য কাজে সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘সৎকর্ম ও তাকুওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো, আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয়

করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা’ (মায়েরাহ ৫/২)। দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি আগে থেকেই এমন কোন কোম্পানীতে বিনিয়োগ করে থাকে যা সূদ ভিত্তিক লেনদেনে জড়িত, তার করণীয় হ’ল সে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া; আর সূদের মাধ্যমে যা লাভ হয়েছে তা নিজের জন্য রাখা যাবে না; বরং ছাদাক্বার কাজে ও কল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয় করতে হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/৩০০)।

AAOIFI হচ্ছে বাহরায়েন ভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার মানদণ্ড নির্ধারণকারী একটি স্বীকৃত সংস্থা। এটি মূলত বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিপূর্ণ শরী‘আত অনুসরণের জন্য আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড বা নীতিমালা তৈরি করে থাকে। তবে উক্ত সংস্থা কার্যক্রম কতটুকু স্বচ্ছ এবং শরী‘আতসম্মত তা আমাদের জানা নেই।

**প্রশ্ন (২০/২৬০) :** হুণ্ডিতে টাকা লেনদেন করা যাবে কি? বৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠালে প্রবাসীদের যে প্রণোদনা দেওয়া হয় তা কি সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

**উত্তর :** হুণ্ডিতে ব্যাংকিং সিস্টেমের বাইরে গোপন উপায়ে টাকা পাঠানো ঠিক নয়। কারণ এতে কয়েকটি বিষয় থাকে- (১) অর্থপাচার, (২) সূদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা (৩) জাল লেনদেন ও প্রতারণার ঝুঁকি। (৪) রাষ্ট্র যেসব নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেছে তা যদি শরী‘আত বিরোধী না হয়, তবে মুসলিমের জন্য সেগুলো মানা বাধ্যতামূলক। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মুসলমানরা তাদের শর্তসমূহের প্রতি দায়বদ্ধ’ (আবুদাউদ হা/৩৫৯৪)। যেহেতু প্রবাসীরা সরকারের দেওয়া শর্ত গ্রহণ করেছে, তাই তা পূর্ণ করতে হবে। এতে জনস্বার্থ রয়েছে এবং আর্থিক বিশৃঙ্খলা বন্ধ হয়। অতএব বৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠালে সরকার কর্তৃক প্রবাসীদের যে প্রণোদনা দেওয়া হয় তা গ্রহণ করা বৈধ এবং এটা সূদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

**প্রশ্ন (২১/২৬১) :** এক হাদীছে এসেছে সিজদাতে দো‘আ করলে কবুল হয়। অন্য এক হাদীছে এসেছে দরুদ পাঠ না করলে দো‘আ কবুল হয় না। তাহ’লে কি সিজদাতে দো‘আ করার আগে দরুদ পাঠ করা যাবে?

-রাসেল মণ্ডল, কোমখালি, নড়াইল।

**উত্তর :** সিজদায় দো‘আ করার সময় দরুদ পাঠের প্রয়োজন নেই। কারণ সেখানে এটি বর্ণিত হয়নি। এটি হ’ল সেই প্রকৃতির দো‘আ যা কোন স্থানে প্রবেশ, প্রস্থান বা বিশেষ কোন ঘটনার সময় পাঠ করতে হয়। যেমন টয়লেটে প্রবেশ ও প্রস্থানকালে দো‘আ, ঝড়-ঝঞ্ঝা বা প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহের সময়ে দো‘আ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যে হাদীছে দো‘আর পূর্বে দরুদ পড়তে বলা হয়েছে, সেখানে দো‘আ করার সাধারণ শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে (আবুদাউদ হা/১৪৮১; নাসাঈ হা/১২৮৪)।

**প্রশ্ন (২২/২৬২) :** আমি পেশাব করার পর টিস্যু নেই। এরপর ওযু করি। কিন্তু যখন ছালাতে দাঁড়াই তখন আমার হালকা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব ঝরে। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

-জালালুদ্দীন, লক্ষ্মীপুর।

**উত্তর :** এটা এক প্রকার রোগ। এর চিকিৎসা করতে হবে। তবে এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহপাক মানুষের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেননি (বাক্বুরাহ ২/২৮৬)।

**প্রশ্ন (২৩/২৬৩) :** আমি একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসাবে এন্ডরে করি। বিশেষ কিছু এন্ডরে করার ক্ষেত্রে মহিলাদের হিজাব, নিকাব ও বোরকা খোলার প্রয়োজন হয়। আবার কিছু সময় মহিলাদের গায়ে হাত দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিছু কিছু সময় শয়তানের ধোঁকায় মনে খারাপ চিন্তা চলে আসে। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি।

-ছিয়াম, বরিশাল।

**উত্তর :** মহিলাদের এন্ডরে মহিলাদের মাধ্যমে করা কর্তব্য। কারণ একরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের পর্দা বিঘ্নিত হবে। সেজন্য কর্তৃপক্ষকে বলে একজন মহিলা নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। যাতে সে মহিলাদের এন্ডরে করার সময় সহযোগিতা করতে পারে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/৭১)। ইয় ইবনু আব্দুস সালাম বলেন, সতর বা গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা ওয়াজিব। এটি মনুষ্যত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ এবং সুন্দরতম অভ্যাস। বিশেষত পরনারীদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত যরুরী। তবে বিশেষ প্রয়োজন হ'লে কিছু ক্ষেত্রে তা শিখিল বা জায়েয হ'তে পারে (কাওয়াইদুল আহকাম ২/১৬৫)।

**প্রশ্ন (২৪/২৬৪) :** একঘন্টা আল্লাহর সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করা সারারাত তাহাজ্জুদ ছালাতের চেয়েও উত্তম। উক্ত কথা কি সঠিক?

-শাহীনের রহমান, রাজশাহী।

**উত্তর :** 'এক ঘন্টার চিন্তা-ভাবনা করা ষাট বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল (সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭৩)। তবে এ বিষয়ে একাধিক ছাহাবী ও তাবেরের বক্তব্য রয়েছে (বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১১৭; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫২২৩, সনদ ছহীহ; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া ৫/৩৩৪)। কারণ এতে ঈমান বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করনি। মহা পবিত্র তুমি, অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' (আলে ইমরান ৩/১৯১)।

**প্রশ্ন (২৫/২৬৫) :** আমি একটি মুরগীর খামারে কাজ করি। খামারে কিছু মুরগী অসুস্থ হ'লে সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে মেরে ফেলতে হয়। এভাবে মুরগী মেরে ফেলা যাবে কি?

-খলীলুর রহমান, সউদী আরব।

**উত্তর :** অসুস্থ প্রাণীকে মেরে না ফেলে বরং যবহ করে নিজে বা অন্যকে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবে। আর খাওয়ার কারণে স্বাস্থ্যগত ক্ষতির আশঙ্কা করলে মেরে ফেলে মাটিতে পুতে ফেলবে। ইবনুল কাসেম (রহঃ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তির এমন একটি পালিত পশু থাকে যা এতটাই অসুস্থ যে তা থেকে কোনভাবেই আর উপকার পাওয়ার আশা নেই, তবে

সেটিকে যবহ করা আমার কাছে ফেলে রাখার চেয়ে বেশী পসন্দনীয়। ইবনে রুশদ (রহঃ) বলেন, 'কারণ এতে পশুটির আরাম বা কষ্টমুক্তি রয়েছে (আত-তাজ ওয়াল ইকলীল ৪/৩৩৩)।

**প্রশ্ন (২৬/২৬৬) :** ক্যাথেটার লাগানো অবস্থায় মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আনোয়ারুল ইসলাম, পাবনা।

**উত্তর :** যদি ক্যাথেটারের ব্যাগটি লিক না করে এবং ওয়ু ধরে রেখে নিজে ও মসজিদকে পবিত্র রাখা যায়, তবে ক্যাথেটার লাগানো অবস্থায় মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। যার পেশাব বরার রোগ বা এই জাতীয় সমস্যা আছে, তার নিজের ছালাত সঠিক। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো' (তাগাবুন ৬৪/১৬) এবং 'আল্লাহ কার উপরে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোকা চাপিয়ে দেন না' (বাক্বুরাহ ২/২৮৬)।

**প্রশ্ন (২৭/২৬৭) :** মোবাইলে দাবা, লুডু, ক্যারাম, তাস ও অন্যান্য গেমস খেলাগুলোর বিষয়ে শারঈ বিধিমালা জানতে চাই?

-মিনহাজ পারভেয়, রাজশাহী।

**উত্তর :** সাধারণভাবে টেবিল গেম (লুডু) হ'ল সেই 'নারদ' যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নারদাশির (ছক্কা দিয়ে নারদ) খেলল, সে যেন তার হাত শূকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করল' (মুসলিম হা/২২৬০; মিশকাত হা/৪৫০০)। আলী (রাঃ) বলেন, 'দাবা (শতরঞ্জ) হ'ল অনারবদের (অমুসলিমদের) জুয়া' (বায়হাক্বী, হা/২০৯২৮; মিশকাত হা/৪৫১০)। নারদাশির হ'ল নারদ বা টেবিল গেম (লুডু জাতীয়)। এটি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আরও অনেক হাদীছ রয়েছে এবং অধিকাংশ বিদ্বান এর হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে তাসের সাথে ঐতিহাসিকভাবে জুয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তাই তাস খেলাও অধিকাংশ বিদ্বানের মতে নিষিদ্ধ। ক্যারাম খেলাও একটি সময় অপচয়কারী ও জুয়ার সাথে সম্পৃক্ত, যার কোন স্বাস্থ্যগত কল্যাণ নেই। অতএব এসব খেলা মুসলমানের জন্য অবশ্য বর্জনীয়। চাই এসব খেলা বাস্তব জীবনে হোক অথবা কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে, সবই একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

**প্রশ্ন (২৮/২৬৮) :** আমি একজন মহিলা গাইনী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। কোন কোম্পানী যদি তাদের কোন প্রোডাক্ট লেখার জন্য সম্মানী দেয়। আর তা আমি না নিয়ে যদি মসজিদ/মাদ্রাসায় দান করি তাহ'লে কি আমার হওয়াব হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, দিনাজপুর।

**উত্তর :** নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে এসব উপহার গ্রহণ করলে ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ নির্বিশেষে হাদিয়া প্রদানকারী কোম্পানীর ঔষধ রোগীদেরকে লিখে দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতেই উক্ত হাদিয়া প্রদান করা হয়ে থাকে। যা ঘুষ হিসাবে গণ্য (ফাতাওয়া লাজনাহ

দায়েমাহ ২৩/৫৭০)। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুসখোর ও ঘুস প্রদানকারীকে লানত করেছেন (তিরমিযী হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/৩৭৫৩)। এক্ষণে চিকিৎসক দান করলেও ছওয়াব হবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হারাম মাল সঞ্চয় করে, অতঃপর তা থেকে ছাদাক্বা করে, তাতে সে ছওয়াব পাবে না এবং এর পাপ তার উপরই বর্তাবে' (বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩৪৭৭; হাকেম হা/১৪৪০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৫৬)।

**প্রশ্ন (২৯/২৬৯) :** আবুবকর (রাঃ)-এর ছেলে মুহাম্মাদ কি ওছমান (রাঃ)-কে হত্যায় জড়িত ছিলেন?

-মুত্তাক্বীম বিল্লাহ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

**উত্তর :** মুহাম্মাদ বিন আবুবকর মূলত ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত নন। তাছাড়া ওছমান (রাঃ)-কে হত্যায় বা তাতে উস্কানি দেওয়ার ক্ষেত্রে তার অংশগ্রহণ বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। কিছু এমন বর্ণনাও রয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি ওছমান (রাঃ)-কে হত্যায় ষড়যন্ত্র থেকে পিছু হটেছিলেন। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, 'হাদীছ ও ফিক্বহের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে মুহাম্মাদ বিন আবুবকরের তেমন কোন উল্লেখ নেই' (মিনহাজ্জুস সুন্নাহ আন-নববিয়াহ ৪/৩৭৫-৩৭৭)। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেছেন, 'বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ বিন আবুবকর ওছমান (রাঃ)-এর কানের লতি দিয়ে ছুরি চালিয়ে দিয়েছিলেন যা তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কিন্তু সঠিক কথা হ'ল, এই কাজটি অন্য কেউ করেছিল। মুহাম্মাদ বিন আবুবকর বরং লজ্জা পেয়ে ফিরে এসেছিলেন যখন ওছমান (রাঃ) তাকে বলেছিলেন, তুমি এমন এক দাড়ি ধরেছ যা তোমার পিতা (আবুবকর) সম্মান করতেন। একথা শুনে তিনি লজ্জিত হন এবং মুখ ঢেকে ফিরে আসেন। এমনকি তিনি ওছমান (রাঃ)-কে রক্ষা করার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। আল্লাহর ফায়ছালা অবধারিত ছিল এবং তা কিতাবে পূর্বনির্ধারিত ছিল' (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/২০৭)। মুহাম্মাদ বিন আন্দুল্লাহ গাব্বান আল-ছুবহী বলেছেন, 'মুহাম্মাদ বিন আবুবকর ওছমান (রাঃ)-কে হত্যায় উস্কানি দেওয়ার ক্ষেত্রে অথবা তাকে সরাসরি হত্যা করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার সবই বাতিল এবং এর কোন সত্যতা নেই' (ফিতনাতু মাকতালি উছমান ইবনে আফফান ১/২৯০)।

**প্রশ্ন (৩০/২৭০) :** জনৈক মহিলার স্বামী নয় বছর যাবৎ নিখোঁজ। এক্ষণে তাদের বিবাহ থাকবে কি? এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার করণীয় কি?

-শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী।

**উত্তর :** নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর ইদ্দত বা অপেক্ষার সময়সীমা কতদিন হবে এ বিষয়ে ফক্বীহগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম মালেক, মদীনার অধিবাসীগণ, ইমাম আহমাদ, ইসহাক এবং আবু ওবায়দ বলেছেন, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী চার বছর অপেক্ষা করবে, অতঃপর সে বিবাহ করতে পারবে। তাঁরা

এই মতটি ওমর, ওছমান, আলী, ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে সুফিয়ান ছওরী এবং হানাফী ফক্বীহগণ বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিখোঁজ হয়, তখন তার স্ত্রী ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না তার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। এটি ইমাম শাফেঈরও একটি অভিমত। তাঁরা এই মতটি আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন (মাজ্বী, ইখতিলাফুল ফুকাহা ১/২৬৯)। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিষয়ে বিশুদ্ধতম মত হ'ল ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণের অভিমত। আর তা হ'ল স্ত্রী চার বছর অপেক্ষা করবে, অতঃপর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে। এরপর তার জন্য বিবাহ করা বৈধ হবে। এমতাবস্থায় সে দ্বিতীয় স্বামীর স্ত্রী হিসাবে গণ্য হবে (আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৫১১)।

**প্রশ্ন (৩১/২৭১) :** জামা'আতে ছালাত আদায়কালে মাঝখানের কাটারে থাকা অবস্থায় হঠাৎ ওযু নষ্ট হয়ে গেলে মুছল্লীদের ভিড় ঠেলে সেখান থেকে বের হওয়া বেশ কষ্টকর ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-আবু সাঈদ ছাকিব, রংপুর।

**উত্তর :** রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছালাতরত অবস্থায় তোমাদের কেউ যখন নিঃশব্দে বাতাস বের করে, সে যেন ফিরে গিয়ে ওযু করে এসে পুনরায় ছালাত আদায় করে নেয়' (আবুদাউদ হা/২০৫; মিশকাত হা/১০০৬, সনদ হাসান, তারাজ্জ'আতে আলবানী হা/২৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৪৩৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১৫৯)। এক্ষণে কেউ কাটারের সামনে থাকলে সে দু'টি পদ্ধতির যেকোন একটি বেছে নিতে পারে। ১. সে নাক ধরে সুবিধামত স্থান দিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে এবং ওযু করে ছালাত আদায় করবে। ২. সম্ভব না হ'লে সে স্বস্থানে বসে বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে। যখন সুযোগ পাবে বের হয়ে ওযু সম্পাদন করত ছালাত আদায় করবে (ছালেহ আল-ফাওয়ান, আল-মুনতাক্বা ৪৯/৩৫)।

**প্রশ্ন (৩২/২৭২) :** ক্লাউড সিডিং বা কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানো কি আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্বে হস্তক্ষেপ হিসাবে গণ্য হবে?

-সারওয়ার, কাটাখালী, রাজশাহী।

**উত্তর :** ক্লাউড সিডিং করা আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্বে হস্তক্ষেপ করা নয়, বরং তার সৃষ্টবস্তুকে বিকল্প উপায়ে ব্যবহার করা। এতে নতুন করে পানি সৃষ্টি করা হয় না, বরং আল্লাহর সৃষ্টি করা জলীয় বাষ্পকে বৃষ্টির রূপ দিতে সাহায্য করা হয় মাত্র। মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তা একত্রে মিলিয়ে দেন এবং পরে তাকে স্তূপীকৃত করেন, অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, তার মধ্য থেকে বৃষ্টি নির্গত হয়...' (নূর ২৪/৪৩)। অতএব যতই কৃত্রিম উপায় গ্রহণ করা হোক না কেন মেঘ তৈরি হওয়া এবং বায়ুমণ্ডলে বিশাল পরিসরে জলীয় বাষ্পের পূর্ণ হওয়া হ'ল আল্লাহরই সৃষ্টি, যা তিনি তাঁরই সৃষ্ট মাধ্যমগুলোর সাহায্যে সম্পন্ন করেন। তিনিই বাষ্পের স্রষ্টা, সূর্যের তাপের স্রষ্টা এবং বায়ুমণ্ডলের শীতলতা ও বায়ুপ্রবাহের নিয়ন্ত্রক। মেঘকে

চালিত করা তাঁরই কাজ। তিনিই এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

**প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) :** অফিসে, ফ্যাক্টরিতে বা মার্কেটে ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট ঘর থাকে। সেখানে প্রবেশের জন্য মসজিদে প্রবেশের সময় যে দো'আ বা তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়তে হবে কি?

-মোহতফা যামান, হোতাপারা, গাযীপুর।

**উত্তর :** ছালাতের জন্য নির্ধারিত কক্ষে বা স্থানে প্রবেশকালে মসজিদে প্রবেশের দো'আ পড়া মুস্তাহাব। এক্ষেত্রে ডান পা আগে বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হবে, 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক' (হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও)। অনুরূপভাবে তাহিইয়াতুল মসজিদও আদায় করতে পারবে (আবুদাউদ হা/৪৬৫)।

**প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) :** আমি ১৪ বছর বয়সী একজন শিক্ষার্থী। নিয়মিত ছালাত ও ছিয়াম পালনের চেষ্টা করি। বয়ঃসন্ধি কালীন শারীরিক পরিবর্তনের কারণে আমি তীব্র জৈবিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছি, যা নিয়ন্ত্রণ করা আমার জন্য অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ছে। হারাম কাজ ও পাপাচার থেকে বেঁচে থেকে আত্মসংযম বজায় রাখার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় আমি দিশেহারা হয়ে যাই। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য করণীয় কি?

-রেযওয়ান, নারায়ণগঞ্জ।

**উত্তর :** বয়স ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এমন অবস্থায় করণীয় হ'ল- ১. সপ্তাহে অন্তত ২ দিন (সোমবার ও বৃহস্পতিবার) ছিয়াম পালন করবে (বুখারী হা/১৮৯৪)। ২. দৃষ্টির হেফযত করা। মোবাইল বা ইন্টারনেটে অশালীন কিছু দেখা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা (আন'আম ৬/১৫১)। ৩. প্রতি ছালাতের সিজদায় এবং শেষ বৈঠকে আল্লাহর কাছে পবিত্র থাকার জন্য সাহায্য চাওয়া। তাছাড়া ছালাত শেষে একাকী দু'হাত তুলে দো'আ করা (আবুদাউদ হা/১৪৮৮; মিশকাত হা/২২৪৪)। ৪. নেকীর কাজে ব্যস্ত থাকা। সর্বদা পড়াশোনা, শরীরচর্চা বা সমাজসেবামূলক কাজে মনোনিবেশ করা। ৫. নির্জনতা পরিহার করা। ৬. ইসলামী সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে দাওয়াতী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়া (তিরমিযী হা/২৩১৭)। ৭. দ্বীনদার বন্ধুদের সাথে থাকা। যারা ছওয়াবের ও আমলের কথা মনে করিয়ে দিবে (আবুদাউদ হা/৪৮৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯)। ৮. যখনই খারাপ চিন্তা আসবে, সাথে সাথে 'আউযুবিল্লাহ' পড়ে স্থান পরিবর্তন করা এবং মনে মনে আল্লাহর যিকর ও ইস্তিগফার করা। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' (রাদ' ১৩/২৮)। ৯. সর্বদা মনে করবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন ও সব কথা শুনছেন এবং তিনি আমার মনের জানেন (মুসলিম, মিশকাত হা/২)।

**প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) :** আমার মা ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গত দুই বছর ধরে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী ও বাকশক্তিহীন। সুস্থ অবস্থায় তাঁর ইবাদত-বন্দেগীতে কিছু ঘাটতি ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁর তওবা বা ইবাদত করার মত শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য নেই। এমতাবস্থায় মায়ের ইবাদতের এই

ঘাটতি পূরণ এবং কাফফারার জন্য সন্তান হিসাবে আমি কি আমল করতে পারি?

-আব্দুর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।

**উত্তর :** এমতাবস্থায় তার পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে তওবা-ইস্তিগফার করা যাবে এবং দান-ছাদাকা করা যাবে। যদি তার সামান্য হিতাহিত জ্ঞান থাকে তবে তাকে ছালাতের জন্য উৎসাহিত করবে এবং তাঁর ফরয ছিয়ামের ফিদইয়া প্রদান করবে। আর মায়ের মৃত্যুর পর হাদীছে বর্ণিত আমলগুলোও করতে পারে। যেমন আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সন্দ্ববহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা (২) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৩) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সন্দ্ববহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা' (আবুদাউদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৮)।

**প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যক্তিগত রুচি বা অভ্যাসগত সুন্নাত যেমন খ্রিয় খাবার হিসাবে লাউ খাওয়া, পোষাক হিসাবে সাদা রঙের কাপড় পরিধান করা, চোখের যত্নে সুরমা দেওয়া কিংবা তুকের পরিচর্যায় যয়তুনের তেল ব্যবহার করা এসব কাজ যদি কেউ শরী'আতে কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই শুধুমাত্র তাঁর প্রতি নিবিড় ভালবাসার জায়গা থেকে অনুসরণ করে, তবে কি সে ছওয়াব লাভ করবে? নাকি ইবাদতের সংজ্ঞার বাইরে এসব অভ্যাসগত বিষয়কে দ্বীনী অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত করা বিদ'আত হিসাবে গণ্য হ'তে পারে?

-আব্দুল্লাহিল কাফী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

**উত্তর :** হ্যাঁ, একজন মুসলিম নবী করীম (ছাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাসগত সুন্নাত সমূহ (যেমন তাঁর খাওয়ার পদ্ধতি, ঘুমানোর ধরন এবং পোষাকের ধরন) অনুসরণ করলে ছওয়াব পাবেন, যদি তিনি তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণের নিয়ত করেন। তবে কিছু বিদ্বান মনে করেন যে, সহজাত বা প্রাকৃতিক কাজগুলোর (যেমন হাঁটা বা বসা) জন্য ছওয়াব পাওয়া যাবে না যতক্ষণ না তাতে ভালোবাসা ও অনুসরণের নিয়ত থাকে। আর ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে এই কাজগুলো করা মুস্তাহাব বা উত্তম। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, জেনে রেখো, সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হ'ল সুন্নাতের অনুসরণ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকে অনুকরণ করা। তা তাঁর বাহিরের কাজ হোক বা ভেতরের, তাঁর নড়াচড়া হোক বা স্থিরতা। এমনকি তাঁর খাওয়ার ধরন, দাঁড়ানো, ঘুমানো এবং কথা বলার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। আমি এ কথা কেবল তাঁর আদব বা শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে বলছি না, বরং এটি মানুষের সকল অভ্যাসগত কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ (ইত্তিবায়ে মুতলাক)

অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন' (আলে-ইমরান ৩/৩১)। সুতরাং এই অনুসরণের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে তোমার এমন বলা উচিত নয় যে, এগুলো তো কেবল অভ্যাসগত বিষয়, এখানে অনুসরণের কোন বিশেষ অর্থ নেই। কারণ এমন ভাবনা তোমার জন্য সৌভাগ্যের এক বিশাল দরজা বন্ধ করে দেবে (ইবনুল হাজ্জ, আল-মাদখাল ১/১৪৩)।

**প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) :** আমাদের জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন মসজিদের পরিবর্তে তার পাশেই নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে অব্যবহৃত সেই পুরাতন মসজিদ ভবনটির অবকাঠামো যদি সংস্কার করা হয়, তবে সেখানে কি কোন পরিবার নিয়ে বসবাস করা কিংবা আবাসন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া শরী'আসম্মত হবে?

-হাবীবুল্লাহ, বগুড়া।

**উত্তর :** মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা হ'লে পূর্বের জায়গাটি যেকোন বৈধ কাজে ব্যবহার করা যাবে। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কুফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ'তে বায়তুল মাল চুরি হ'লে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত করা হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হয়' (ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া ৩১/২১৬-১৭)। একদা ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মসজিদ বিক্রি করে অর্থ অন্য মসজিদে লাগানো যায় কি? তিনি বলেন, 'যদি মসজিদ আবাদকারী কেউ না থাকে, তাহ'লে মসজিদের স্থান বিক্রি করে অর্থ অন্য স্থানে ব্যয় করাতে কোন দোষ নেই' (ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া ৩১/২১৬)।

**প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) :** ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তি আমার কাছ থেকে মূলধন গ্রহণ করতে আগ্রহী। তাঁর দাবী অনুযায়ী, তাঁর ব্যবসায় কোন ধরনের লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে তিনি আমাকে প্রস্তাব দিয়েছেন যে, অর্জিত মোট মুনাফার ৩০% আমাকে লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করবেন এবং অবশিষ্ট মুনাফা তাঁর থাকবে। এই চুক্তিতে তাকে টাকা দেওয়া যাবে কি?

-শফীকুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

**উত্তর :** যাবে না। কারণ ব্যবসা লাভ লোকসানের ভিত্তিতে চলে। তবে যদি বলা হয় লাভ হলে ৩০% লভ্যাংশ প্রদান করা হবে এবং লোকসান হ'লে বিনিয়োগ অনুসারে লোকসান নিতে হবে তাহ'লে চুক্তি জায়েয হবে। কারণ শরী'আতে যৌথ ব্যবসার পদ্ধতি দু'টি- (১) মুশারাকা : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বিনিয়োগ করবে এবং বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী লাভ-লোকসান বন্টিত হবে (রুখারী হা/২৪৯৮; আবুদাউদ হা/৩০৮৩; দারাকুত্নী হা/২৯৩৩)। (২) মুযারাবা : একজনের অর্থে অপরজন ব্যবসা করবে। লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বন্টিত হবে (ইবনু মাজাহ হা/২২৮৯)।

ইবনু কুদামা বলেন, এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী লোকসানের ভাগিদার হবে না, কেবল বিনিয়োগকারী হবে। তবে লাভের ক্ষেত্রে উভয়ে সমঝোতা মোতাবেক শরীক হবে। এক্ষেত্রে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমরা জানি না (মুগনী ৫/২৭-২৮, ৫/৪৯, ৫১)। বিনিয়োগকারী এককভাবে লোকসানের ভাগ বহন করবে এজন্য যে, যদি ব্যবসায়ীকেও লোকসানের ভাগ বহন করতে হয়, তবে তার উপর যুলুম হয়ে যাবে। কেননা এতে সে দু'বার ক্ষতির শিকার হবে।

**প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) :** অমুসলিম রাষ্ট্রে নিযুক্ত একজন মুসলিম রাষ্ট্রদূতের জন্য সেই দেশের সংস্কৃতি বা প্রটোকল রক্ষা করতে গিয়ে ইসলামী লেবাস বা পর্দার বিধান শিথিল করার সুযোগ আছে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

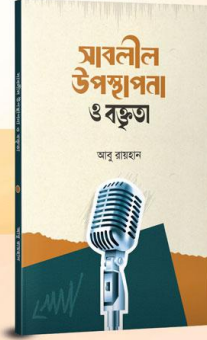
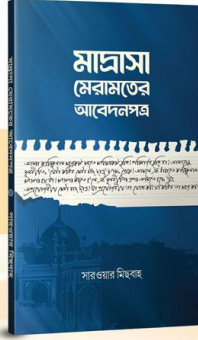
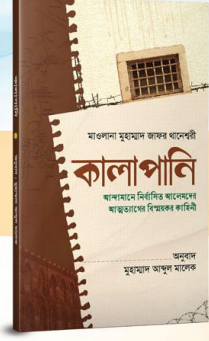
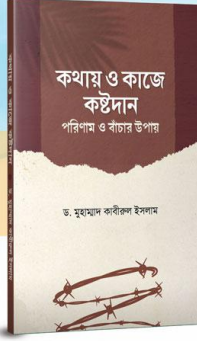
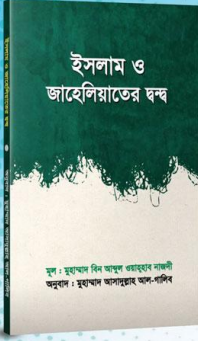
**উত্তর :** একজন ব্যক্তির জন্য আবশ্যিক হ'ল সে যেখানেই থাকুক বা অবস্থান করুক না কেন, নিজের দ্বীনের ওপর অবিচল থাকা। আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য দ্বীনের কোন বিষয় বিসর্জন দেওয়া তার জন্য জায়েয নয়। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি খুঁজবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের হাতেই সঁপে দেবেন'। অর্থাৎ মানুষ তাকে অপমানিত করবে এবং সে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে (তিরমিযী হা/২৪১৪; ছহীহুল জামে' হা/৬০১০)। তবে লেবাস পরিবর্তনে বাধ্যবাধকতা থাকলে কেবল সে সময়ের জন্য জায়েয (রুখারী ১৮/৩৭৬)। উল্লেখ্য যে, শরী'আত বিরোধী পোশাক পরিধান করতে হ'লে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করার পর বলে তোমরা কিসে ছিলে (অর্থাৎ মুসলিম না মুশরিক? তারা বলবে, জনপদে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা সেখানে হিজরত করে যেতে? অতএব ওদের বাসস্থান হ'ল জাহান্নাম। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান' (নিসা ৪/৯৭)।

**প্রশ্ন (৪০/২৮০) :** কোন মসজিদের মূল চত্বরে বা আঙিনায় যদি শৌচাগার এবং ওযুখানা নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, তবে নিরুপায় হয়ে মসজিদের বারান্দা বা মসজিদের মূল কাঠামোর সাথে সংযুক্ত অংশে টয়লেট ও ওযুখানা নির্মাণ করা কি শরী'আতসম্মত হবে?

-মোশাররফ হোসাইন, শেরপুর।

**উত্তর :** প্রয়োজনে মসজিদের বারান্দায় বা বারান্দার কোন অংশে টয়লেট এবং ওযুখানা নির্মাণ করা জায়েয। তবে শর্ত হ'ল সেগুলোকে মসজিদ থেকে ভালোভাবে পৃথক করতে হবে। সেগুলোর জন্য স্বতন্ত্র প্রবেশপথ থাকতে হবে এবং সেগুলো যেন সরাসরি ছালাতের জায়গার দিকে না হয়। যাতে সেখানে দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা না ছড়ায় এবং মসজিদের পবিত্রতা বজায় থাকে (আহমাদ হা/২৩১৩৮; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৭; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/২০৬)।

# হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বইসমূহ



অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী | ফোন: ০১৭৭০-৮০০৯০০ | www.hadeethfoundationbd.com

## মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন' (বুখারী হা/৪৫০)।

সম্মানিত স্বামী ভাই ও বোন! রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩য় তলা পর্যন্ত ছাদ ও গাঁথুনি সম্পন্ন হয়েছে। গ্রীল, থাই, টাইলস, পেইন্ট ইত্যাদি বাকি আছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

### অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাও, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক  
রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭  
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

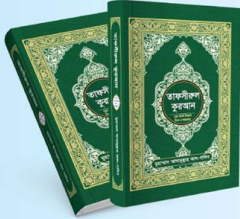
### পূর্ণাঙ্গ মসজিদের খ্রিডি ভিউ



### নির্মাণাধীন মসজিদ



## তাবসীরুল কুরআন (সূরা আলে ইমরান, নিসা ও মায়দাহ)



অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তাবসীরটির বৈশিষ্ট্য:

- ◆ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাবসীর, যা ছহীহ হাদীছ, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার আলোকে প্রণীত।
- ◆ সহজ-সরল ও প্রাজ্ঞ ভাষায় রচিত, যেখানে কুরআনের ব্যাখ্যার পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক বাস্তবতা ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
- ◆ তাবসীরকারকদের আক্বীদাগত বিচ্যুতি বা অনিচ্ছাকৃত ভুল যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে পাঠকদের সতর্ক করার জন্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য সংযোজন করা হয়েছে।



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নগলাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মেম্বার : ০১৮৩৫-৪২৪১০। www.hadeethfoundationbd.com



Bangladesh  
EYE HOSPITAL  
Rajshahi Ltd.  
Eye Care Without

## বাংলাদেশ আই হসপিটাল রাজশাহী লিমিটেড

চোখের যত্নে  
বিশ্বস্ত ঠিকানা

বাংলাদেশের স্বনামধন্য চক্ষু হাসপাতাল 'বাংলাদেশ আই হসপিটাল'-এর নতুন শাখা এখন রাজশাহীতে।

এখানে সকাল ৮-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত রোগী দেখছেন প্রায় ২৫-৩০ জন অভিজ্ঞ ও দক্ষ চক্ষু বিশেষজ্ঞ। চোখের সকল জটিল ও সাধারণ সমস্যার জন্য এখানে রয়েছে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ চক্ষু চিকিৎসা সেবা।

### সেবাসমূহ

ছানি (ফ্যাকো) অপারেশন, গ্লুকোমা চিকিৎসা, রেটিনা ও ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি, কর্নিয়া ও চোখের সংক্রমণ, শিশুদের চোখের রোগ ও স্কুইন্ট (ট্যারা), অকুলোপ্লাস্টিক (Oculoplastic) সেবা (চোখের পাতা, চোখের চারপাশ ও টিয়ার ডাক্ট), চশমা ও কনট্যাক্ট লেন্স এবং চোখের সকল আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের রয়েছে সর্বাধুনিক মেশিনারিজ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব পরিবেশ এবং সশ্রয়ী খরচে মানসম্মত চিকিৎসা।

### যোগাযোগ

আই টেন টাওয়ার, এয়ারপোর্ট রোড, ওমরপুর, আমচত্বর,  
রাজশাহী-৬২০৩। মোবাইল : ০৯৬৪৩১২৩১২৩।

